http://www.eliasahmed.com

কেয়ামতের আলামত ■ হারুন ইয়াহিয়া

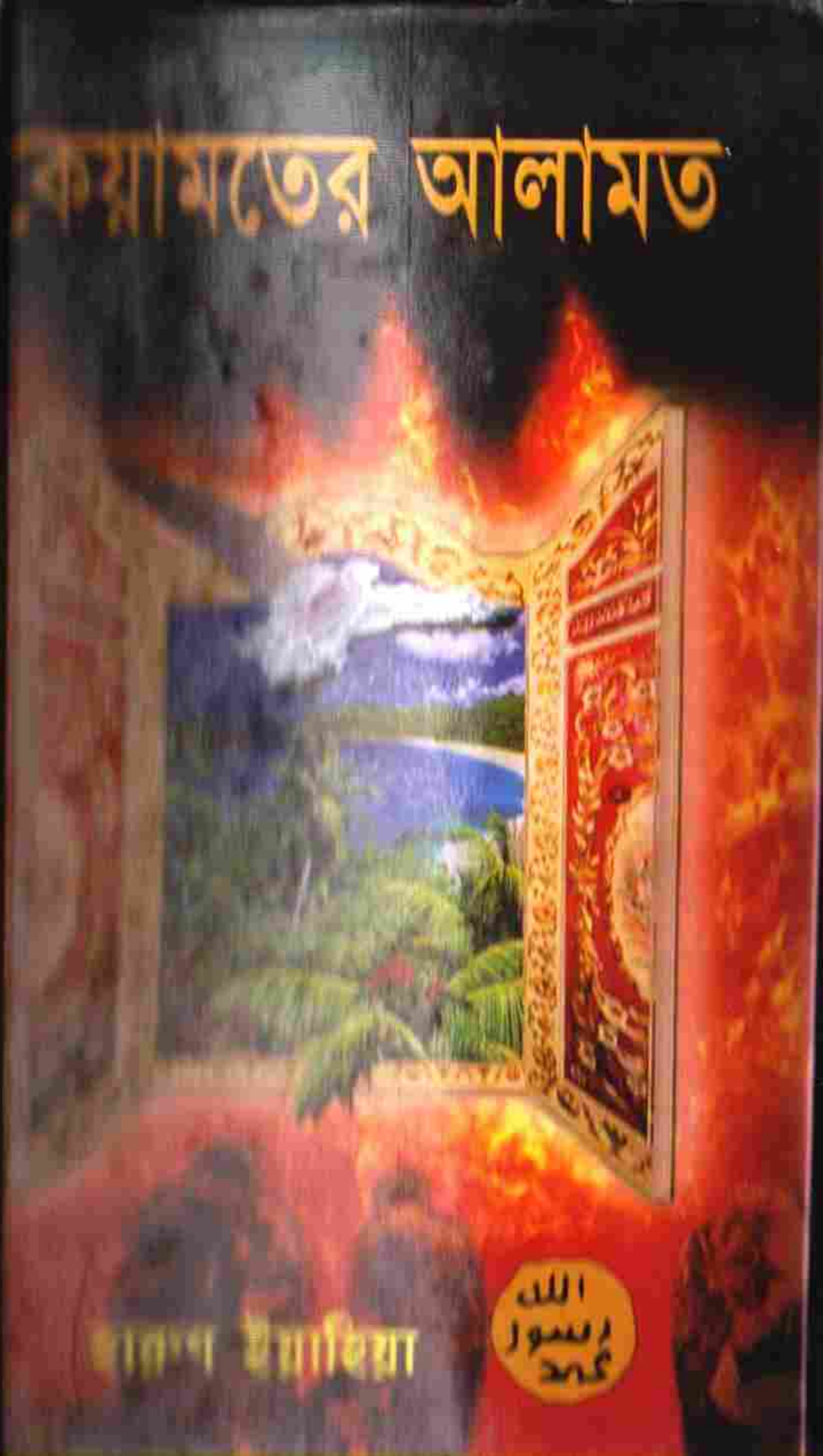

কেয়ামতের আলামত

Signs of the Last Day

http://www.eliasahmed.com

মূলঃ **হারুন ইয়াহিয়া**

ইংরেজি অনুবাদঃ **রণ ইভান্স্**

বাংলা অনুবাদঃ **ডব্লু. ডি. আহমদ**

সম্পাদনাঃ আবু জাফর মুহাম্মদ ইকবাল

খোশরোজ কিতাব মহল

১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

ফোন ৭১১৭০৮৪, ৭১১৭৭১০, ফ্যাক্স ৭১১০৫৬০

প্রকাশক
মহীউদ্দীন আহমদ
খোশরোজ কিতাব মহল
১৫ বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ ঃ জুন, ২০০৫

http://www.eliasahmed.com

মূল্য ঃ **১৫০ টাকা মাত্র**
US $ 3.00

মুদ্রাকর
পেপার প্রসেসিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড
১০৯ হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা - ১১০০
ফোন ৭১২০০৫৩, ৭১২০০১২

পাঠকগণের প্রতি

- এই গ্রন্থে বিবর্তন বাদের ওপর একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। সকল স্রষ্টা-বিরোধী দর্শনের মূলে এই বিবর্তনবাদ। ডারউইন সৃষ্টির সত্যকে এবং আল্লাহকে অস্বীকার করেন। বিগত ১৪০ বছরে এই ভাবধারা বহু লোককে অবিশ্বাসী বা সন্দেহবাদীতে পরিণত করেছে। সুতরাং বিবর্তনবাদ যে নিছক ছলনা এটা পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা অবশ্য কর্তব্য। কোন কোন পাঠক হয়ত আমাদের যে কোন একটি মাত্র বই পাঠের সুযোগ পেতে পারেন। সুতরাং একটি আলাদা অধ্যায়ে এই বিষয়ের সারাংশ সন্নিবেশ প্রকৃষ্ট উপায় বলে আমরা মনে করি।

- এই লেখকের সকল গ্রন্থে বিশ্বাসভিত্তিক বিষয়সমূহ কোরআনের আলোকে আলোচিত। আল্লাহর বাণীর পথনির্দেশনায় আলোকিত জীবনযাপনের জন্য সবাই আমন্ত্রিত। আল্লাহর কালামসমূহ এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে কারো মনে কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন না থেকে যায়। ঋজু, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা শৈলীর ব্যবহার বইগুলোকে সবসমাজের সব বয়সের পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করেছে। স্বচ্ছ ও বিশদ বিবরণ পাঠককে এমনভাবে মোহিত করবে যে, একবার হাতে নিলে বই ছেড়ে উঠতে মন চাইবে না। আধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে যারা প্রবল অনীহা পোষণ করেন, তারাও এই বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং এতে উপস্থাপিত উপাত্তের সত্যতাকে স্বীকার না করে পারবেন না।

- এই গ্রন্থখানি এককভাবে পড়া যেতে পারে বা হারুন ইয়াহিয়ার অন্যান্য গ্রন্থের সাথে যুক্তভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। সর্বাধিক উপকার লাভেচ্ছু পাঠকবৃন্দ আলোচনায় বিশেষ সুফল পাবেন। এতে তারা চিন্তা ও অভিজ্ঞতার পারস্পরিক আদান-প্রদানে অধিকতর লাভবান হবেন।

- এই গ্রন্থগুলোর উপস্থাপনা ও বহুল প্রচারে অবদান রাখা ইবাদতের সমতুল্য। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যেই এগুলো লিখিত। লেখকের প্রতিটি গ্রন্থ-ই অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর। সুতরাং, ধর্ম সম্বন্ধে যারা অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, তাদের জন্য প্রকৃষ্টতম পন্থা হলো লোকজনকে এই গ্রন্থগুলো পড়তে উদ্বুদ্ধ করা।

- অন্যান্য গ্রন্থে যেমন লেখকের ব্যক্তিগত মতামতের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে, এসব গ্রন্থে তা নেই। যেমন নেই সন্দেহজনক সূত্রাবলী, পবিত্র বিষয়সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের অভাব অথবা নৈরাশ্যময় সন্দেহবাদী বা দুঃখবাদী বিষয়সমূহের অবতারণা, যা অহেতুক হৃদয়মনের সংঘাত বাড়ায়।

http://www.eliasahmed.com

সূচনা

Introduction

ইতিহাসের শুরু থেকে মানুষ পর্বতরাজির মহিমা ও আকাশমার্গের বিশালতা উপলব্ধি করে এসেছে। তাদের পর্যবেক্ষণের ধারা ও প্রণালী ছিল আদিম ও অর্বাচীন; তাই তারা এদের অবিনশ্বর ভাবত। এই ভাবধারার অনুবর্তনে গ্রীসের বস্তুবাদী দর্শন এবং সুমেরিয়া ও মিশরের সর্বেশ্বরবাদী ধর্মের প্রবর্তন হয়।

কোরআন আমাদের জানায় যে, যারা এসব মতবাদে বিশ্বাসী তারা পথভ্রষ্ট। কোরআনে উদ্ভাসিত অন্যতম সত্য এই যে, বিশ্বচরাচর পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট এবং একদিন এর অবসান অবশ্যম্ভাবী। সেই সাথে মানবজাতি এবং সমগ্র জীবজগতেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। এই পরিকল্পিত বিশ্ব যা বহুকাল থেকে নিখুঁতভাবে চলে এসেছে, তা একজন স্রষ্টার সৃষ্টি এবং তারই হুকুমে তারই নির্দেশিত সময়ে এসবই বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

যে নির্দিষ্ট ক্ষণে অনন্ত বিশ্ব ও এর জীবকূল–জীবাণু থেকে মানব, তারকালোক ও ছায়াপথ বিলীন হবে, কোরআনে তাকে **'সময়'** বলা হয়েছে। এই **'সময়'** কোন কার্য নির্ঘন্ট নয়; বরঞ্চ একটি সুনির্দিষ্ট ক্ষণ যখন সমগ্র দুনিয়া নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

অখিল বিশ্বের ধ্বংসপ্রাপ্তির সংবাদের পাশাপাশি কোরআন এ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণও প্রদান করেঃ **"যখন নভোমন্ডল বিদীর্ণ হবে," "বিক্ষুব্ধ সমুদ্রেরা যখন একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে", "পর্বতমালা যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে"**, "সূর্য যখন অন্ধকারে ছেয়ে যাবে",...... সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে মানুষের মনে ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি হবে। বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, সে অবস্থার হাত থেকে কোন নিষ্কৃতি নেই, পালাবার কোন পথ নেই। এসব বিবরণ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছাই যে, ক্রান্তিলগ্নের সেই পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ যে, পৃথিবী এর আগে কখনও তেমন অবস্থার মুখোমুখি হয়নি। সেসব ভয়াবহতার বিবরণ আমাদের অন্য গ্রন্থদ্বয়, **পুনরুত্থানের দিন ও মৃত্যু, পুনরুত্থান ও নরক**-এ লিপিবদ্ধ আছে। কেয়ামতের আসন্নকালে যেসব ঘটনা ঘটবে– তাই বক্ষ্যমান পুস্তকের আলোচ্য বিষয়।

http://www.eliasahmed.com

আলোচনার প্রথমেই বলা প্রয়োজন, কোরআনের একাধিক আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট যে অখিল বিশ্বের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসপ্রাপ্তির বিষয়টি সবযুগের মানুষের মনে ঔৎসুক্যের জন্ম দিয়েছে। কতিপয় আয়াতে বর্ণনা আছে যে লোকেরা কেয়ামতের দিনক্ষণ সম্বন্ধে মহানবী (সঃ)-কে প্রশ্ন করেছে ঃ

তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে ঃ কেয়ামত আসার সময় কখন?

— সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৮৭

তারা তোমাকে 'সময়' সম্বন্ধে প্রশ্ন করে ঃ "কেয়ামত কখন আসবে?"

— সূরা আল নাযিয়াত ঃ ৪২

এসব প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য আল্লাহ মহানবীকে (সঃ) এভাবে নির্দেশ দিলেন ঃ **"এ কথা শুধু আমার প্রভুই জানেন।...." — সূরা আল-আরাফ ঃ ১৮৭** অর্থাৎ কেয়ামতের দিনক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারে। এর থেকে আমরা বুঝি যে, 'কেয়ামতের' আগমন সময় মানুষের জ্ঞানের অগম্য।

আল্লাহ কেন 'কেয়ামতের' আগমন ক্ষণকে মানুষের জ্ঞানের সীমানার বাইরে রেখেছেন, নিশ্চয়ই তার অন্তর্নিহিত কারণ আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মানুষ যেকোন শতাব্দীতেই বাস করুক না কেন, তার জন্য এটা মঙ্গলময় যে সে **".... 'কেয়ামত' সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন থাকে" (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৪৯)** এবং আল্লাহর মহত্ব ও বিপুল পরাক্রম সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল থাকে। সেই দিনের ভয়াবহতা হঠাৎ করে তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলার আগে তাদের জানা উচিত যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোন আশ্রয় নেই। যদি কেয়ামতের সঠিক নির্ঘন্ট জানা থাকত, তাহলে বর্তমান সময়ের পূর্ববর্তী লোকেরা প্রলয়কাল সম্বন্ধে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করত না। কোরআনে বর্ণিত ক্রান্তিকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের কোন আগ্রহ থাকত না।

কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন যে, কোরআনের বহু আয়াতে 'কেয়ামতের' অমোঘ সত্যতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। 'কেয়ামতের' সঠিক সময় সঙ্কেত নেই বটে; কিন্তু তার আনুপূর্বিক ঘটনাসমূহের সম্যক বিবরণ রয়েছে। তেমনি কতিপয় নিশানার বিবরণ আছে এই আয়াতেঃ

> **তারা কি আশা করছে যে, কেয়ামত হঠাৎই তাদের উপর এসে পড়বে? এর লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে, এখন তাদেরকে স্মারক দিয়ে কি লাভ?**

— সূরা মোহাম্মদ ঃ ১৮

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, কোরআন কেয়ামতের আলামতসমূহ আলোচনা করেছে। সেই **'অবিস্মরণীয় ঘোষণা'** হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাদের প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ অনুধাবন করা প্রয়োজন। অন্যথায়, কেয়ামত যখন এসেই যাবে, তখন আর ও সম্বন্ধে চিন্তা করে কোন লাভ হবে না।

মহানবীর (সঃ) কিছু কিছু হাদীসে কেয়ামতের আলামত সম্বন্ধে বলা হয়েছে সেগুলোতে **'কেয়ামতের'** সময়কালীন ও তার অব্যবহিত পূর্বকালীন অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবদ্ধ আছে। যে সময়ে এই আলামতগুলো প্রকট হয়ে উঠবে, সেই সময়কে **'ক্রান্তিকাল'** বলা যায়। **'ক্রান্তিকাল'** ও কেয়ামতের আলামত ইসলামের ইতিহাসে প্রচুর ঔৎসুক্যের অবতারণা ঘটিয়েছে, বহু ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকের সৃষ্টিকর্মের প্রেরণার উৎস যুগিয়েছে।

এ ধরনের জ্ঞান-তথ্য সংকলন শেষে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছাইঃ কোরআনের আয়াত ও রসূলের হাদীসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রান্তিকাল দু'টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক সঙ্কটে দুনিয়া ছেয়ে যাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কোরআনের নৈতিক শিক্ষাসমূহের আধিপত্য বিকাশ পাবে; সেই স্বর্ণযুগে সমগ্র মানবজাতি সুখানুভূতিতে আপ্লুত হবে। স্বর্ণযুগের শেষে পৃথিবীময় সামাজিক অবক্ষয় নেমে আসবে। কেয়ামতের আগমন তখন হবে অত্যাসন্ন।

বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য দ্বিবিধঃ কোরআন ও হাদীসের আলোকে কেয়ামতের আলামতসমূহের নিরীক্ষা করা এবং সেইসব নিশানসমূহের সাম্প্রতিক প্রকটময়তা প্রমাণ করা। এসব নিদান যে ১৪শ' বছর আগে ব্যক্ত করা হয়েছে, সেই সত্য আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের ভক্তি ও অনুরক্তি গভীরতর করবে। আল্লাহর দেওয়া নিম্নোক্ত অঙ্গীকার মনে রেখেই পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো লিখিত হয়েছে ঃ

> **"বলঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর। তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিশানাসমূহ দেখাবেন এবং তোমরা সম্যক পরিজ্ঞাত হবে।"**
>
> **— সূরা আল-নমলঃ ৯৩**

একটি বিশেষ বিষয়ে আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, কেয়ামত সম্বন্ধে আমরা ততটুকুই জানি, যতটুকু তিনি আমাদের কাছে উন্মোচন করেছেন।

লেখক পরিচিতি

লেখকের জন্ম ১৯৫৬ সালে আঙ্কারায়। হারুণ য়াহ্য়া তাঁর ছদ্মনাম। আঙ্কারায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ইস্তাম্বুলের মিমার সিনান বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে ও ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যয়ন করেন।

১৯৮০'র দশক থেকে লেখক রাজনীতি, ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। বিবর্তনবাদীদের প্রতারণা, তাদের তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা এবং ফাসিজম ও কমিউনিজমের মত হিংস্র ভাবধারাসম্পন্ন আদর্শগুলোর সঙ্গে ডারউইনিজমের কলঙ্কিত আশ্লেষ উদঘাটন করে বহু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ বই লিখে ব্যাপক খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করেছেন লেখক।

ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সুবিদিত উচ্চ-সম্মানিত দুইজন নবীর নাম [হারুন (এ্যারন) ও য়াহ্য়া (জন)]-এর পূণ্য স্মৃতিতে লেখকের ছদ্মনাম হারুন য়াহ্য়া। তাঁর লেখা বইগুলোর মলাটের ওপর মুদ্রিত রসুলুল্লাহ্‌র সীলমোহরটি অন্ত র্নিহিত লিপি- সমষ্টির ব্যঞ্জনাসম্পৃক্ত প্রতীকস্বরূপ। লিপিত্রয়ীর প্রতীকী তাৎপর্য হচ্ছে, শেষ কিতাব কুরআন ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ)। নিরীশ্বর মতাদর্শগুলোর প্রতিটি মৌলিক তত্ত্ব কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মিথ্যা প্রমাণিত করা ও ধর্মের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কুযুক্তিগুলো চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার জন্যে **"শেষ কথাটি"** বলা তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পরম জ্ঞান ও নৈতিক পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ)। ওই **"শেষ কথাটি"** বলার প্রতীক স্বরূপ শেষ নবীর সীলমোহরটি গ্রহন করেছের তিনি।

তার সকল রচনা একটি আদর্শ ঘিরে: কুরআনের বাণী সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া; আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব, পরকাল, প্রভৃতি ধর্মসংক্রান্ত মৌলিক বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে মানুষকে উৎসাহদান এবং নিরীশ্বর মতবাদগুলোর দুর্বল ভিত্তি ও বিকৃত তত্ত্ব উদঘাটন করা।

হারুণ য়াহ্য়া পৃথিবীর বহু দেশ জুড়ে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর পাঠকের ছড়িয়ে আছেন ভারত থেকে আমেরিকা পর্যন্ত, ইংল্যান্ড থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত, পোল্যান্ড থেকে বসনিয়া এবং স্পেইন থেকে ব্রাজিল পর্যন্ত। তাঁর কয়েকটি বই অনূদিত হয়েছে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান, পর্তুগীজ, উর্দু, আরবী, আলবানীয়, রুশ, সার্বো-ক্রোট (বসনীয়), পোলিশ, মালয়, উইগুর তুর্কী ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় এবং এগুলো পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র।

তাঁর বইগুলো পৃথিবীর সর্বত্র বহু মানুষকে ধর্মে বিশ্বাস ফিরে পেতে এবং ধর্মবিশ্বাসে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভে সহায়তা করেছে। গভীর প্রজ্ঞা, আন্ত রিকতা ও প্রাঞ্জলতা বইগুলোর অনন্য বৈশিষ্ট্য। ফলে যে কোন পাঠক বইগুলো পড়ে শক্তিশালী প্রভাব অনুভব করেন। বইগুলো ত্বরিৎ কার্যকর, নিশ্চিত ফলপ্রসূ ও অখন্ডনীয়। এ বইগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে ও তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গভীরভাবে বিবেচনা করে কারও পক্ষে জড়বাদী দর্শন, নাস্তি ক্য, কিংবা অন্য কোন বিকৃত মতবাদ বা দর্শন প্রচার করা প্রায় অসম্ভব।

যদি কেউ করে তবে সে কোন যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে নয় বরং নেহাতই ভাবলুতার কারণেই তা করবে, কারণ এ বইগুলো তার ভ্রান্ত মতবাদকে ইতোমধ্যেই ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন করেছে। হারুন য়াহ্য়ার পুস্তকমালার সুবাদে আজ নাস্তিক্য-দুষ্ট সকল মতবাদের চলতি আন্দোলন সমূলে উৎখাত হয়েছে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বইগুলোর এসব বৈশিষ্ট্য কুরআনের প্রজ্ঞা ও প্রাঞ্জলতার প্রতিফলন বই কিছু নয়। লেখক মানবজাতির আল্লাহর সঠিক পথ সন্ধানে মাধ্যম হতে চান শুধু। বইগুলোর প্রকাশনা থেকে কোন বৈষয়িক প্রাপ্তির প্রত্যাশা নেই।

এসব বিষয়ের আলোকে যারা হৃদয়ের "চক্ষু" উন্মীলনকারী ও আল্লাহর পথে আমন্ত্রণকারী এ বইগুলো পাঠে মানুষকে উৎসাহ দান করবেন তাঁরা একটি মূল্যবান ও মহৎ সেবা কর্ম সম্পাদন করবেন।

আরেকটি কথা। যেসব বই মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, মানুষকে আদর্শিক বিশৃঙ্খলায় নিপতিত করে এবং মানুষের চিত্তভূমি থেকে সংশয়কন্টক নির্মূলকরণ যেসব বইয়ের উদ্দিষ্ট নয় সেসব প্রকাশ ও প্রচার করা সময় ও শক্তির অপচয় মাত্র। এটা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, যেসব বই মানুষকে বিশ্বাস-চ্যুতি থেকে রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে নয় বরং লেখকের সাহিত্য রচনার ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য রচিত হয় সেসব বই এত শক্তিশালীরূপে কার্যকর হতে পারে না। যারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে তারা স্বচ্ছন্দেই দেখতে পাবে যে হারুণ য়াহ্য়ার বইগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে অবিশ্বাসকে জয় করে কুরআনের নৈতিক মূল্যবোধগুলোর প্রসারণ। পাঠকের বিশ্বাসদৃঢ়তায়ই এই সেবার প্রভাব ও সাফল্য সুপ্রকাশ।

একটি কথা মনে রাখতে হবে। অধিকাংশ মানুষই যে অব্যাহত নৃশংসতা, সংঘাত ও বিপর্যয়ের শিকার তার প্রধান কারণ হচ্ছে ধর্মহীনতার আদর্শিক অস্তি ত্ব। এই অবস্থার অবসান হতে পারে কেবল ধর্মহীনতার আদর্শিক পরাজয়ে এবং সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্ময় ও কুরআনের নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করে মানুষকে তন্নিষ্ঠ জীবনাচরণে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে। আজকের বিশ্বপরিস্থিতিতে, যখন মানুষ ক্রমাগত হিংসা, দুর্নীতি ও সংঘাতের অধোমুখী চক্রে চালিত হচ্ছে, এ কাজটি আরো দ্রুততা ও কার্যকারিতার সঙ্গে করতে হবে। নইলে বড্ড দেরি হয়ে যেতে পারে।

http://www.eliasahmed.com

সূচিপত্র

- সূচনা
- কোরআনে বর্ণিত কেয়ামতের আলামত
  - সময় সন্নিকট
  - সমগ্র বিশ্বের প্রতি কোরআনের নৈতিক শিক্ষার ঘোষণা
  - পয়গম্বরগণ
  - পৃথিবীময় ইসলামী নৈতিকতার জয়জয়কার
  - পৃথিবীতে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রত্যাবর্তন
  - বিধু ব্যবচ্ছেদ
- হাদীসে বর্ণিত কেয়ামতের আলামত
  - যুদ্ধবিগ্রহ ও অরাজকতা
  - বড় বড় শহরের ধ্বংস: সমর ও সঙ্কট
  - ভূমিকম্প
  - দারিদ্র্য
  - নৈতিক অবক্ষয়
  - সত্য ধর্ম ও কোরআনের নৈতিক মূল্যবোধের প্রত্যাখ্যান
  - সামাজিক অবনতি
  - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
  - নকল নবীদের আবির্ভাবের পরে ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্ত
  - স্বর্ণযুগ
  - স্বর্ণযুগের পরে
- উপসংহার

কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে কোরআন

The Signs of the Last Day in the Qur'an

সময় সন্নিকটে
The Hour is Near

কেয়ামত সম্বন্ধে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু অবগত। 'কেয়ামতের' ভয়াবহতা সম্বন্ধে সবাই কম-বেশি শুনেছেন। তথাপি, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মত এ ব্যাপারেও লোকেরা কিছু বলতে বা মাথা ঘামাতে চান না। বরঞ্চ, সকলেই কেয়ামতের ভীতিময় আতঙ্কের কথা নিজ নিজ চিন্তার বাইরে রাখার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করেন। কোন দৈব-দুর্বিপাক বা আকস্মিক দুর্ঘটনা সম্ভূত খবরাদি বা ফিল্ম রিপোর্ট পর্যন্ত তারা পরিহার করতে সচেষ্ট হন; কারণ, এসব ঘটনা তাদেরকে শেষ দিনের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করায়। সেই অমোঘ দিন যে একদিন আসবেই - এই সত্যকেও তারা তাদের চিন্তা থেকে দূরে রাখতে চান। এসব বিষয়ে যারা আলাপ-আলোচনা করেন, তারা তাদের সঙ্গে মেলামেশায় অনাগ্রহী; এতদসম্পর্কিত পুস্তকাদি পাঠেও তাদের অনীহা। এমনি সব উপায়ে তারা শেষ দিনের চিন্তা থেকে তাদের মনকে ফিরিয়ে রাখে।

অনেকে গভীরভাবে বিশ্বাসও করে না যে কেয়ামত অত্যাসন্ন। সূরা আল-কাহাফ-এ এর একটি উদাহরণ রয়েছে। উর্বর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের এক ধনী মালিকের গল্প ঃ

> **আমার মনে হয় না, কেয়ামত কখনও আসবে। আর, যদি আমি প্রভুর কাছে ফিরেই যাই, তাহলে অবশ্যই আমি এর চেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গাই পাব।**
>
> — সূরা আল-কাহাফ ঃ ৩৬

উপরোক্ত আয়াত ঐ ধরনের লোকদের সত্যকার মনোবৃত্তি জাহির করে, যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী, কিন্তু কেয়ামতের বাস্তবতা সম্বন্ধে চিন্তা করতে অনাগ্রহী; এরাই কোরআনের কোন কোন আয়াতের ব্যাপারে দ্রোহী মনোভাব ব্যক্ত করে। কেয়ামত সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের দোদুল্যমান শঙ্কা ও সন্দেহের ব্যাপারে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

> **যখন তোমাদের বলা হ'লো, "আল্লাহর অঙ্গীকার ও কেয়ামত সত্য; এতে কোন সন্দেহ নেই।" তোমরা বললে, "কিয়ামত আবার কি? আমরা জানি না; আমাদের মনে হয় এটা স্রেফ অনুমান। এ বিষয়ে আমরা আদৌ নিশ্চিত নই।"**
>
> — সূরা আল-জাসিয়া ঃ ৩২

কিছু লোক সরাসরি অস্বীকার করে যে, কেয়ামত আসন্ন। এহেন মতানুসারীদের সম্বন্ধে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

> **বরঞ্চ, তারা কেয়ামত অস্বীকার করে এবং যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমরা স্থায়ীর দোযখ প্রস্তুত রেখেছি।**
>
> — সূরা ফোরক্বান ঃ ১১

সত্যের পথে কোরআনই আমাদের পথপ্রদর্শক। অভিনিবেশ সহকারে কোরআনের বাণী অনুধাবন করলে আমরা জাজ্বল্যমান সত্যের সন্ধান পাই। কেয়ামত সম্বন্ধে যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে, তারা বিরাট ভুল করে। কারণ, আল্লাহ কোরআনে প্রকাশ করেছেন যে, কেয়ামতের অত্যাসন্নতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

> **এবং কেয়ামতের আগমন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই .....**
>
> — সূরা আল-হাজ্ব ঃ ৭

> **আসমান ও জমিন এবং এদের মধ্যকার কোন কিছুই আমরা অযথা সৃষ্টি করিনি। কেয়ামত অবধারিত।**
>
> — সূরা আল-হিজর ঃ ৮৫

> **কেয়ামত হবেই। এতে কোন সন্দেহ নেই ...**
>
> — সূরা আল-মু'মীন ঃ ৫৯

কেউ কেউ হয়ত ভাবতে পারেন যে, কোরআনে প্রদত্ত উক্ত কেয়ামতের ঘোষণা ১৪০০ বছর পুরাতন এবং সাধারণ জীবনের দৈর্ঘ্যের তুলনায় এ অতি লম্বা সময়। কিন্তু এখানে পৃথিবী, সূর্য ও তারকারাজি, এক কথায় গোটা বিশ্বপ্রকৃতির ধ্বংসপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছে। বিপুল বিশ্বের কোটি কোটি বছর বয়সের তুলনায় চৌদ্দ শতাব্দী অতি অকিঞ্চিৎকর।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ বদিউজ্জামান সাঈদ নূরীস এ সম্পর্কিত বিষয়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন ঃ

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, **"কেয়ামত সন্নিকটে।"** (সূরা আল-ক্বামার) অর্থাৎ ধ্বংসের দিন সমাগত। কিন্তু সহস্র বছরে বা এতদিনেও সে-ধ্বংস না-ও যদি আসে তবু তার আসন্নতা মোটেই ক্ষুণ্ন হয় না। কারণ, প্রলয় দিবস বিশ্ব প্রকৃতির জন্য নির্দিষ্ট এবং বিপুল বিশ্বের বয়সের তুলনায় এক বা দুই হাজার বছরের হিসাব, বছরের তুলনায় এক বা দুই মিনিটের সমান। প্রলয় দিবসের কাল শুধু মানুষের হিসাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় যে, তার নিরিখে একে দূরবর্তী বলে মনে হবে।

সমগ্র বিশ্বের প্রতি কোরআনের নৈতিক শিক্ষার ঘোষণা
The Proclaiming of the Moral Teaching of the Qur'an to the Whole World

কোরআনে আমরা বারংবার আল্লাহর রীতি (আদর্শ, নিয়ম) কথাটির উল্লেখ পাই। এই কথাটির সম্যক অর্থ- আল্লাহর নিয়ম বা বিধান। কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এসব নিয়মাবলী অনন্তকাল স্থায়ী। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

> **যারা গত হয়ে গিয়েছে, তাদের জন্য এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। আল্লাহর নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবে না।**
>
> **— সূরা আল-আহযাব ঃ ৬২**

আল্লাহর অপরিবর্তনীয় নিয়মের অন্যতম বিধান এই যে, ধ্বংসের আগে সকল জনগোষ্ঠীকে তাগিদ করার মাধ্যমে সাবধান করা হয়। নিম্নোক্ত আয়াতে এর প্রতিফলন আছে ঃ

> **তাগিদের মাধ্যমে অগ্রভাগে সতর্কবাণী না পাঠিয়ে আমরা কোন জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিনি।**
>
> **— সূরা আশ-শুয়ারা ঃ ২০৮-২০৯**

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ বিভিন্ন বিপথগামী জনগোষ্ঠীর কাছে তাগিদ পাঠিয়ে তাদেরকে সত্যের পথে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যারা তাদের পাপাচারের পথ পরিত্যাগ করেনি, নির্ধারিত সময়ের শেষে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং উত্তর পুরুষদের জন্য উদাহরণ হয়ে থেকেছে। আল্লাহর এই বিধানকে অনুধাবন করলে আমরা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ রহস্যের সন্ধান পাই।

কেয়ামত সেদিন হবে, যেদিন পৃথিবীর উপর মহাপ্রলয় নেমে আসবে। মানবজাতির নির্দেশনার জন্য কোরআনই সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ, যার প্রভাব পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। সূরা আল-আনা'ম-এর ৯০ আয়াতে বলা হয়েছে.... **"এ তো সকল জীবের জন্য সাধারণ সতর্কবাণী।"** যারা ভাবেন যে, কোরআন শুধু বিশেষ স্থানকালের কথা বলছে, তারা গুরুতর ভুল করেন। কারণ, কোরআন সমগ্র বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত আহ্বান।

মহানবী (সঃ)-এর সময় থেকেই কোরআনের সত্যতা সমগ্র বিশ্বের জন্য বিচ্ছুরিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তির অতুল উৎকর্ষের বদৌলতে কোরআনের বাণী এখন সমগ্র মানবজাতির কাছে পৌছানো সম্ভব। বিজ্ঞান, শিক্ষা, যোগাযোগ ও পরিবহন আজ উন্নতির পরাকাষ্ঠায়। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের বদৌলতে দূর-দূরান্তের জনগোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ স্থাপন করতে এবং জ্ঞান আহরণে সহযোগিতা করতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সকল জাতিকে সম্মিলিত করেছে; 'বিশ্বায়ন' ও 'বিশ্ব নাগরিক' শ্রেণীর শব্দাবলী আমাদের অভিধানে যোগ হয়েছে। সংক্ষেপে, সমগ্র পৃথিবীকে একীভূত করার সমুদয় বিপরীত শক্তি তিরোহিত হয়েছে।

উপরোল্লিখিত সত্যের আলোকে একথা অনায়াসে বলা যায় যে, মুক্ত বার্তার এই যুগে প্রকৌশল উৎকর্ষের সকল সরঞ্জাম আল্লাহ আমাদের হাতে দিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত এই সম্ভাব্যতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার মুসলিমদের উপর অর্পিত। সর্বস্তরের মানুষকে কোরআনের নৈতিক শিক্ষার প্রতি আহ্বান জানানোও তাদের পবিত্র দায়িত্ব।

http://www.eliasahmed.com

http://www.eliasahmed.com

পয়গম্বরগণ
Messengers

পৃথিবীর শুরু থেকে প্রবর্তিত আল্লাহর অপরিবর্তনীয় বিধান সম্বন্ধে আমরা আগেই বলেছি। তেমনি এক বিধান এই যে, অগ্রভাগে নবী না পাঠিয়ে আল্লাহ কোন জনগোষ্ঠীকে শাস্তি দেন না। এরশাদ হচ্ছে ঃ

> প্রথমে বার্তাবহের মাধ্যমে জনপদ প্রধানকে বার্তা না পাঠিয়ে তোমার প্রভু কখনই কোন জনপদকে ধ্বংস করেননি। কোন জনপদের অধিবাসীরা দুস্কৃতকারী না হলে আমরা কোনদিনই তাদের ধ্বংস করব না।
>
> — সূরা আল-কাসাস ঃ ৫৯

> অগ্রগামী বার্তাবাহক না পাঠিয়ে আমরা কখনই কাউকে শাস্তি দেই না।
>
> — সূরা আল-ইসরা ঃ ১৫

> অগ্রভাগে তাগিদ বা সতর্কবাণী না পাঠিয়ে আমরা কখনও কোন জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিনি। আমরা কদাপি অন্যায় করি না।
>
> — সূরা আশ-শুয়ারা ঃ ২০৮-২০৯

এসব আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট যে, জনগণকে সাবধান করার জন্য আল্লাহ বিভিন্ন জনপদে বার্তাবাহক পাঠিয়ে থাকেন। এরা আল্লাহর বাণী সম্প্রচার করে থাকেন। কিন্তু সর্বযুগে অবিশ্বাসীরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ বা পাগল বলে বিদ্রূপ করেছে এবং সর্বপ্রকার অপবাদ দিয়েছে। যেসব জনগোষ্ঠী শঠতা ও নীতিহীনতাকে পরিহার করেনি, আল্লাহ অপ্রত্যাশিত সময়ে বিষম বিপর্যয়ের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করেছেন। নূহ (আঃ) ও লূত (আঃ) এর বিরুদ্ধবাদীগণের এবং আদ, সামুদ ও কোরআনে উল্লিখিত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর বিলোপ সাধন এমনি কতিপয় উদাহরণ।

পয়গম্বর প্রেরণের উদ্দেশ্য আল্লাহ কোরআনে ব্যক্ত করেছেনঃ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে সুসংবাদ পৌছানো; বিপথগামী জনগণকে সৎপথে প্রত্যাবর্তনের ও আল্লাহর নির্দেশিত ধর্ম মতে নৈতিক জীবন যাপনের সুযোগ গ্রহণের আহ্বান এবং কেয়ামতের দিনে অনুতাপহীন পাপাচারীদের কৈফিয়তের অকার্যকারিতা সম্বন্ধে সাবধানতা প্রদান।

এরশাদ হচ্ছে ঃ

> রসূলগণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। এর ফলে রসুল (সঃ) আসার পর কেউ আল্লার বিরুদ্ধে অনুযোগ আনতে পারবে না।
>
> — সূরা আল-নিসা ঃ ১৬৫

সূরা আল আহযাবের ৪০তম আয়াত বলছে, মোহাম্মদ (সঃ) "আল্লাহর বার্তাবাহক ও পয়গম্বরদের ধারায় সর্বশেষ।" কথান্তরে, রসূল মোহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি আল্লাহর প্রেরিত বাণীর সমাপ্তি টানা হয়েছে। তথাপি, শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বমানবের কাছে কোরআন ও কোরআনের বাণী পৌছানো প্রতিটি মুসলমানের উপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব।

http://www.eliasahmed.com

পৃথিবীময় ইসলামী নৈতিকতার জয় জয়কার

The Supremacy of the Morality of Islam in the World

কোরআনে একটি বিষয়ের উল্লেখ বারবারই পাওয়া যায় ঃ পাপাচার ও দ্রোহীতার অপরাধে আল্লাহ্ বহু জনপদকে ধ্বংস করেছেন এবং তাদের উদাহরণ দেখে অন্যদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অতীতের সেসব সমাজের সঙ্গে আমাদের বর্তমানকালের সমাজের বহু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আজকের দিনের বহু লোকের জীবন দর্শন ও আচার-আচরণ লূত (আঃ)-এর সময়কার যৌন অমিতাচার, মাদায়েন অধিবাসীদের শঠতা, নূহ (আঃ)-এর লোকদের ঔদ্ধত্য, সামুদের নাগরিকদের অবাধ্যতা ও নষ্টামি, ইরামের বাসিন্দাদের অকৃতজ্ঞতা এবং অনুরূপ বহু ধ্বংসপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর জীবনধারাকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষের এ ধরনের নৈতিক অধঃপতনের সুস্পষ্ট কারণ– আল্লাহকে এবং মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ভুলে যাওয়া।

আমাদের সমাজে বিরাজমান খুন-খারাবী, সামাজিক অবিচার, বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা এবং নৈতিক অবক্ষয় মানুষকে হতাশার অন্ধকূপে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, কোরআন আশার বাণী শোনাচ্ছে– আমরা কখনও যেন আল্লাহর করুণা সম্বন্ধে হতাশ না হই। বিশ্বাসীদের চিন্তাভাবনায় নৈরাশ্য ও হতাশার কোন স্থান নেই। আল্লাহ আশ্বাস দিচ্ছেন ঃ যারা তার বন্দেগীতে রুজু থাকবে, তার সৃষ্ট কোন বস্তুকে তার সঙ্গে শরীক করবে না এবং তার সন্তুষ্টিলাভের জন্য সৎকার্জে ব্যাপৃত থাকবে, তারা শক্তি ও প্রাধিকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে।

আল্লাহ ওয়াদা করেছেন বান্দাদের মধ্যে যারা মুমিন ও সৎকর্মশীল, তাদেরকেই তিনি দুনিয়াতে তার খেলাফত দান করবেন, পূর্ববর্তীদের সময়ে তিনি যেমন করেছিলেন। তাদের জন্য যে-ধর্ম তিনি মনোনীত করেছেন, তাকে তিনি সুদৃঢ়রূপে কায়েম করবেন; তাদের ভয়-ভীতি দূর করে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন।

> "তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কাউকেই শরীক করবে না। অনন্তর যারা অবিশ্বাস করবে, তারা পথভ্রান্ত।"
>
> —সূরা আন-নূর ঃ ৫৫

একাধিক আয়াতে এও বলা হয়েছে ঃ

> আল্লাহর বিধান এই যে, যারা বিশ্বাসী এবং মনেপ্রাণে সত্য ধর্মের ধারক, তারাই দুনিয়ার উত্তরাধিকারী ঃ
>
> স্মরণিকা হিসেবে জবুর কিতাবে আমি লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মশীল বান্দারাই পৃথিবীর অধিকারী হবে।
>
> — সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ১০৫

> আর আমরা তোমাদেরকে তাদেরই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করব। যারা আমার অবস্থান ও শাস্তির ভয় করে, তাদের জন্য এই পুরস্কার।
>
> — সূরা ইবরাহীম ঃ ১৪

> তোমাদের আগে অন্যায়কারী বহু জনপদকে আমরা ধ্বংস করেছি। সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে অনেক নবী তাদের কাছে এসেছিল, কিন্তু তারা ঈমান আনল না। এভাবেই আমরা পাপীদের প্রতিফল দেই। অতঃপর আমরা তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করলাম। তোমরা কী আচরণ কর, আমরা দেখতে চাই।
>
> — সূরা ইউনুস ঃ ১৩-১৪

> মূসা তার লোকদের বললেন, "আল্লাহর সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ কর।" পৃথিবীর মালিক আল্লাহ; তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে খুশি তাকে তা দান করেন। যারা তাদের দায়িত্ব পালনে যত্নবান, তারাই সফলকাম।" তারা বলল, "তুমি আমাদের কাছে আসার আগে এবং পরেও আমরা ক্ষতির শিকার হয়েছি।" তিনি বললেন, "এমন হতে পারে যে প্রভু তোমাদের শত্রুকে বিনাশ করবেন এবং তোমাদেরকেই এ দেশের কর্তৃত্ব দান করবেন। অনন্তর তিনি দেখবেন, তোমরা কি কর।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১২৮-১২৯

> আল্লাহ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, "আমি ও আমার রসূলই বিজয়ী হব।" আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, সর্বশক্তিমান।
>
> — সূরা আল-মুজাদালা ঃ ২১

উপরোল্লিখিত সুসংবাদের সাথে সাথে আল্লাহ বিশ্বাসীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াদা করেছেন। কোরআনে তিনি এ কথা ঘোষণা দিয়েছেন যে, অন্য সকল ধর্ম থেকে শ্রেয়তর মানবধর্ম হিসেবে ইসলাম অবতীর্ণ হয়েছে।

তারা মুখের ফুঁ দিয়েই আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কাফেররা অপছন্দ করলেও আল্লাহ তার নূরকে পূর্ণরূপেই প্রকাশ করেন। মূর্তিপূজকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও, আল্লাহ দিকনির্দেশনা ও সত্য ধর্ম সহকারে তার রসূলকে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি অন্যসব ধর্মের উপর জয়যুক্ত হন।

— সূরা আত-তওবা ঃ ৩২-৩৩

ফুঁ দিয়েই তারা আল্লাহর নূরকে নেভাতে চায়। কিন্তু তিনি তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও অবিশ্বাসীরা তা ঘৃণা করে। তিনি হেদায়েত ও সত্যধর্ম দিয়ে তার রসূলকে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি একে সকল ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্বে স্থাপন করেন, যদিও মুশরিকরা তা ঘৃণা করে।

— সূরা আস-সাফ ঃ ৮-৯

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা রক্ষা করবেন। ইসলামের সমুন্নত নৈতিকতা বিকৃত দর্শন, নিকৃষ্ট মতবাদ ও মিথ্যা ধর্মাচরণকে অচিরেই পরাভূত করবেন। ওপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ একথাই জোর দিয়ে বলছে যে, অবিশ্বাসী বিধর্মীরা কোনক্রমেই ইসলামের জয়জয়কার বোধ করতে সমর্থ হবে না।

যখন জগৎময় ইসলামী নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে তখন পৃথিবী সম্প্রীতি, আত্মত্যাগ, বদান্যতা, সততা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা ও আত্মিক উৎকর্ষে ভরপুর হয়ে থাকবে। বেহেশতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় সে যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়েছে। কিন্তু সে-যুগ এখনও আসেনি; কেয়ামতের ঠিক আগে আগে আসবে। আল্লাহ নির্ধারিত সেই সুসময়ের আগমনের জন্য আমরা এখন অপেক্ষমান।

http://www.eliasahmed.com

http://www.eliasahmed.com

ঈসা (আঃ)-এর ধরায় প্রত্যাবর্তন
Isa (as)'s Return to Earth

ঈসা (আঃ) আল্লাহর মনোনীত নবী। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক আলোচিত নবীগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। আল্লাহর শোকর যে আমাদের হাতে এমন এক দলিল আছে যার মাধ্যমে আমরা তাঁর সম্বন্ধে প্রচারিত কথামালার সত্য-মিথ্যা নিরূপণ করতে পারি। সেই অকাট্য দলিল কোরআন-আল্লাহর প্রেরিত বাণীর একমাত্র অপরিবর্তিত ও অবিকৃত রূপ।

কোরআনের আলোকে আমরা নবী ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত আসল সত্যের সন্ধান পাই। আমরা জানতে পারি যে–

ঈসা (আঃ) আল্লাহর নবী ও বার্তাবাহক।

— সূরা আন-নিসা ঃ ১৭১

আল্লাহ তার নাম দিলেন মসীহ, মরিয়মপুত্র ঈসা (আঃ)।

— সূরা আলে-ইমরান ঃ ৪৫

সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য তাঁকে নিদর্শন করা হয়েছে।

— সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৯১

দোলনায় থাকাকালীন এবং পরিণত বয়সেও সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং খুবই পুণ্যবান হবে।

— সূরা আলে-ইমরান ঃ ৪৬

জিব্রাইলকে দিয়ে আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছি। তুমি শিশু থাকতেই, আবার বড় হয়েও মানুষের সাথে একইভাবে কথা বলেছ।

— সূরা মায়েদা ঃ ১১০

তাদের পরও আমি অনেক নবী পাঠিয়েছি। মরিয়ম পুত্র ঈসাকে তাদের অনুগামী করেছি। আমি তাকে ইঞ্জিল কিতাব দিয়েছি।

— সূরা হাদীদ ঃ ২৭

যারা বলে 'মরিয়ম পুত্র ঈসামসীহই উপাস্য' তারা কাফের।

— সূরা মায়েদা ঃ ৭২

অবিশ্বাসীরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল, কিন্তু আল্লাহ তা নস্যাৎ করলেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলবিদ।

— সূরা আলে-ইমরান ঃ ৫৪

অবিশ্বাসীরা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার ফন্দি করল, কিন্তু আল্লাহ তাঁকে তাঁর কাছে তুলে নিলেন এবং মানবজাতিকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, তিনি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের সুখবর কোরআনে বহুবার ঘোষিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে, কাফেররা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার ফন্দি এঁটেছিল। কিন্তু সফলকাম হয়নি ঃ

> **তারা বলেছে, "আমরা আল্লাহর রসূল, মরিয়মপুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি।" কিন্তু তারা তাকে হত্যাও করেনি; ক্রুশবিদ্ধও করেনি। তারা ধাঁধায় পড়ে এ ব্যাপারে নানা কথা বলেছে। এসবই অনুমান। প্রকৃত ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আসলে আল্লাহই তাকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।**
>
> **— সূরা আন-নিসা ঃ ১৫৭-১৫৮**

সূরা আল-ইমরানের ৫৫তম আয়াতে আমরা জানতে পারি যে, পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত আল্লাহ ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের অবিশ্বাসীদের উপরে স্থান দেবেন। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, দুই হাজার বছর আগে ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের কোনই রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত খ্রিস্টান সমাজ কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাস করে আসছেন। তারই অন্যতম ত্রিত্ব-বাদ। সুতরাং, তারা ঈসার প্রকৃত অনুসারী বলে বিবেচিত হতে পারবেন না। কারণ, কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, যারা ত্রিত্ব-বাদে বিশ্বাসী, তারা শিরক-এ নিমজ্জিত। সে অবস্থায়, কেয়ামতের আগে ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারীরা মুশরিকদের উপর বিজয় লাভ করবেন এবং আল্লাহর ওয়াদার জীবন্ত নিদর্শন হয়ে উঠবেন। ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমনের সময়ে তারা নিশ্চিতরূপে সম্যক প্রসিদ্ধি লাভ করবেন।

কোরআন পুনর্বার ঘোষণা দেয় যে, ঈসা (আঃ)-এর ইন্তেকালের আগে সকল আসমানী কিতাবের অনুসারীরা তার প্রতি বিশ্বাস আনবেন ঃ

> **কিতাবীদের প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর আগে তাকে বিশ্বাস করবে। রোজ কেয়ামতে সেও সাক্ষ্য দেবে।**
>
> **— সূরা আন-নিসা ঃ ১৫৯**

উপরোক্ত আয়াত থেকে আমরা স্পষ্ট জানতে পারি যে, ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী এখনও অপূর্ণ রয়েছে।

প্রথম, অন্যান্য সকল মানুষের মত পয়গাম্বর ঈসা (আঃ)-ও মৃত্যুবরণ করবেন। **দ্বিতীয়**, আসমানী কিতাবের অনুসারীগণ তাকে চাক্ষুষ দেখবে এবং তার জীবৎকালে তার বাণী অনুধাবন করবে। কেয়ামতের আগে যখন ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটবে, তখন নিশ্চিতরূপে এই দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে। **তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী**– ঈসা (আঃ) আসমানী কিতাবের অনুসারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবেন– কেয়ামতের দিনে তা সম্পন্ন হবে।

সূরা মরিয়মের এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে ঃ

> **আমার প্রতি শান্তি আমার জন্মদিনে, মৃত্যুদিনে এবং জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থানের দিনে।**
>
> **— সূরা মরিয়ম ঃ ৩৩**

সূরা ইমরানের ৫৫তম আয়াত ও সূরা মরিয়মের ৩৩তম আয়াতের তুলনামূলক পাঠ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য উদ্ভাসিত হয়। প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয় যে, আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে তাঁর কাছে তুলে নেন। ঈসা (আঃ) মারা গেলেন কিনা এ সম্বন্ধে এই আয়াতে কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু শেষোক্ত আয়াতে ঈসা (আঃ)-র মৃত্যুর উল্লেখ আছে। এই মৃত্যু তখনই সম্ভব, যদি ঈসা (আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে আসেন এবং কিছুকাল জীবনযাপনের পর মৃত্যুবরণ করেন (আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানী)।

অন্য এক আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

> **তিনি তাকে কিতাব, জ্ঞান, তৌরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দেবেন।**
>
> **— সূরা আল-ইমরান ঃ ৪৮**

উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত **'কিতাব'** সম্বন্ধে সম্যক ধারণার জন্য আমাদের কোরআনে উদ্ধৃত আনুষঙ্গিক আয়াতসমূহ অনুধাবন করতে হবে। যেহেতু **'কিতাব'** তৌরাত ও ইঞ্জিলের সঙ্গে একই আয়াতে উল্লিখিত। সুতরাং তা নিশ্চিতরূপে কোরআনকেই বোঝায়। সূরা আল-ইমরানের তৃতীয় আয়াতে আমরা এর অন্যতম উদাহরণ পাই ঃ

আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। সত্যের আকর হিসেবে তিনি তোমার কাছে কিতাব নাযিল করেছেন, যা পূর্ববর্তীদের সমর্থক। মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে তিনি ইতিপূর্বে তৌরাত ও ইঞ্জিল নাযিল করেছেন এবং তিনি নাযিল করেছেন ফোরকান (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়কারী)।

— সূরা আলে-ইমরান ঃ ২-৪

সে অবস্থায়, সূরা ইমরানের ৪৮তম আয়াতে উল্লিখিত কিতাব, যা আল্লাহ তাকে শেখাবেন, তা শুধু কোরআনই হতে পারে। আমরা জানি, ২০০০ বছর আগে পৃথিবীতে তার জীবৎকালেই ঈসা (আঃ) তৌরাত ও ইঞ্জিল জানতেন। স্পষ্টতঃ, পৃথিবীতে তার দ্বিতীয় আগমনের সময়ে তিনি কোরআনই শিখবেন।

সূরা আল-ইমরানের ৫৯তম আয়াতের বর্ণনা চমকপ্রদ ঃ "আল্লাহর কাছে ঈসা (আঃ)এর দৃষ্টান্ত আদমের মতই।"... প্রতীয়মান হয় যে, দুই নবীর মধ্যে একাধিক সাদৃশ্য থাকবে। আমরা জানি যে, আদম (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর মধ্যকার প্রথম সাদৃশ্য এই যে, তাদের কারোরই পিতা নেই। উপরোক্ত আয়াত থেকে আমরা দ্বিতীয় সাদৃশ্য নিরূপণ করতে পারি যে, আদম (আঃ) বেহেশত থেকে দুনিয়ায় নেমে এসেছিলেন এবং ঈসা (আঃ) কেয়ামতের আগে আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন।

ঈসা (আঃ) প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন ঃ

সেই তো কেয়ামতের অগ্রদূত। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ কর না। তোমরা আমার অনুসরণ কর। এটাই সোজা পথ।

— সূরা আল-যুখরুফ ঃ ৬১

আমরা জানি, কোরআন নাযিলের ছয় শতাব্দী পূর্বে ঈসা (আঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন। উপরোক্ত আয়াত তাই তাঁর প্রথম জীবনের কথা বলছে না; বরঞ্চ কেয়ামতের আগে তাঁর পুনরাগমনের কথা বলছে। খৃষ্টান ও মুসলমান– উভয় সমাজই আকুল আগ্রহে তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করছে। পৃথিবী বক্ষে এই সম্মানিত অতিথির উপস্থিতি হবে কেয়ামতের সংকেত।

সূরা মায়েদা ও সূরা ইমরানে 'ওয়াকাহলান' শব্দের ব্যবহারে ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমনের অতিরিক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

আল্লাহ বলেন, "হে মরিয়ম পুত্র ঈসা! তোমার ও তোমার মায়ের প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর। জিবরাঈলকে দিয়ে আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছি। তুমি শিশু থাকতেই, আবার বড় হয়েও মানুষের সাথে একইভাবে কথা বলেছ।

— সূরা আল-মায়েদা ঃ ১১০

সে মানুষের সাথে কথা বলবে– শিশুকালে এবং পরিণত বয়সেও এবং খুবই পুণ্যবান হবে।

— সূরা আলে-ইমরান ঃ ৪৬

ওয়াকাহলান (পূর্ণ বয়স্ক) শব্দটি মাত্র এই দুটি আয়াতে এবং কেবল ঈসা (আঃ) প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈসা (আঃ)-এর পরিণত বয়সের বিবরণ দিতে গিয়েই এর ব্যবহার হয়েছে। পরিণত বয়স বলতে যৌবনের শেষ, ৩০ এবং বার্ধক্যের শুরু, ৩০ থেকে ৫০-এর মধ্যবর্তী বয়সকেই বোঝায়। ইসলামী বিজ্ঞজনের পরিভাষায় এ শব্দটি দিয়ে ৩৫ বছরের পরবর্তী বয়সকেই বোঝানো হয়েছে।

ইসলামিক বিদ্বজ্জন ইবনে আব্বাস বর্ণিত মতবাদের উপর নির্ভরশীল ঃ

আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে যখন তুলে নেন, তখন তার যুবক বয়স– ৩০ দশকের শুরু এবং পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি আরো ৪০ বছর আয়ু পাবেন। পুনরাগমনের পরে তিনি ক্রমে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হবেন। এই আয়াত তাই তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতিময় প্রমাণ বহন করে।

আগেই যেমন বলা হয়েছে, কোরআনের ঘনিষ্ঠ সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই যে, এই শব্দটি শুধু ঈসা (আঃ) প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। নবীগণ সকলেই জনগোষ্ঠীর সাথে কথা বলেছেন, তাদেরকে ধর্মের পথে আহ্বান জানিয়েছেন। অন্য সকলেই তা করেছেন তাদের পরিণত বয়সে। কিন্তু ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে যেমন, অন্য নবীদের ব্যাপারে কোরআন তেমন কিছু বলে না। এই শব্দটি যে কেবল ঈসা (আঃ) সম্পর্কে প্রয়োগ হয়েছে, এটাই এক বিস্ময়। 'শিশু বয়সে' এবং 'পরিণত বয়সে'– এই শব্দগুচ্ছ দু'টির ব্যবহার অবশ্যই বিস্ময়কর।

নিঃসন্দেহে এটি একটি অলৌকিক ঘটনা যে ঈসা (আঃ) তার দোলনা থেকেই কথা বলবেন। এমন ঘটনা ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। কোরআনে এই বিস্ময়কর ঘটনার কথা বেশ কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরে পরেই এসেছে এই শব্দগুচ্ছ "এবং পরিণত বয়সেও কথা বলবেন।"

http://www.eliasahmed.com

এখানে একটি অলৌকিক ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদি এ শব্দগুলো আল্লাহ তাঁকে তুলে নেবার আগের জীবনের কথা বলত, তাহলে তাতে তো কোন অলৌকিকত্ব নেই। তা'হলে দোলনার কথার পরপরই অলৌকিক এই কথার অবতারণা থাকত না। তদবস্থায় **'শিশুকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত'** বা এ ধরনের কোন ব্যাঞ্জনা থাকত যা বাকস্ফূর্তি থেকে অন্তর্ধান পর্যন্ত সময়কালকে বোঝাত। কিন্তু ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ দুই অলৌকিক ঘটনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম, অতি শিশুকালে দোলনায় থাকাকালীন কথা বলা; দ্বিতীয়তঃ পরিণত বয়সে কথা বলা। এই **'পরিণত বয়স'** তার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পরে লব্ধ বয়স এবং সেইহেতু অলৌকিক (নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্যক সর্বজ্ঞ)।

ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে হাদীসেও বহু উল্লেখ আছে। কয়েকটি হাদীসে ঐ সময়ে পৃথিবী অনুসৃত তার অন্যান্য কার্যাবলীরও বর্ণনা আছে। **'নকল নবীদের আবির্ভাবের পরে ঈসা (আঃ)এর প্রত্যাবর্তন'** অধ্যায়ে উপরোক্ত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে (অধিকতর বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ হারুন ইয়াহিয়া বিরচিত 'যিসাস উইল রিটার্ন,' তা-হা পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি- ২০০১)।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠককে অবহিত করার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। আল্লাহ রসূল মোহাম্মদ (সঃ)-কে তার শেষ পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করেন। কোরআন তারই প্রতি নাযিল হয়, যা কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বমানবতার জন্য অনুসরণীয় পথ-নির্দেশনা। আশ্চর্যজনকভাবে, কেয়ামতের আগে আগে ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন ঘটবে কিন্তু রসূলের উক্তি অনুসারে, তিনি কোন নতুন ধর্মমত নিয়ে আসবেন না। শেষ নবী মোহাম্মদ (সঃ) মানবজাতির জন্য যে সত্যধর্ম রেখে গিয়েছেন, ঈসা (আঃ) তারই অনুবর্তী হবেন।

http://www.eliasahmed.com

চন্দ্র ব্যবচ্ছেদ
The Splitting of the Moon

কোরআনের ৫৪তম সূরার নাম **'আল-ক্বামার'** অর্থাৎ চন্দ্র। বিভিন্ন পর্যায়ে এ সূরায় নূহ, আদ, সামুদ, লূত ও ফেরাউনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এগুলো নবীদের সাবধান বাণীর প্রতি মনোযোগ না দেয়ার জন্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর নিপতিত নিগ্রহের কাহিনী। কিন্তু সর্বপ্রথম আয়াতে কেয়ামত সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর দেয়া হয়েছে।

কেয়ামত আসন্ন; চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।

— সূরা আল-ক্বামার ঃ ১

'বিদীর্ণ হয়েছে' বোঝাতে আরবীতে **'শাক্বা'** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। একাধিক অর্থের মধ্য থেকে টীকাকারগণ **'বিদীর্ণ হয়েছে'** অর্থটি গ্রহণ করেছেন। আরবীতে শব্দটির অন্যান্য অর্থ হল **'হাল চাষ করা'** ও **'খনন করা'**।

দ্বিতীয় অর্থের ব্যবহার আমরা আর একটি আয়াতে পাই ঃ

আমি তো প্রচুর পানি বর্ষণ করি; সুন্দরভাবে ভূমি কর্ষণ করি এবং তাতে ফসল ফলাই– আঙ্গুর, শাকসব্জি, জলপাই ও খেজুর।

— সূরা আবাসা ঃ ২৫-২৯

স্পষ্টতঃ এখানে **'শাক্বা'** অর্থ **'বিদীর্ণ করা'** নয়। এখানকার প্রযোজ্য অর্থ– **'ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে জমি চাষ করা।'**

পশ্চাদদৃষ্টিতে ১৯৬৯ সালে ফিরে গেলে আমরা কোরআনে উল্লিখিত অন্যতম অলৌকিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। ঐ বছর ২০শে জুলাই চন্দ্রপৃষ্ঠে কৃত নিরীক্ষা ১৪০০ বছর আগে সূরা আল-ক্বামার-এ প্রদত্ত ইঙ্গিত রূপায়নের খবর আনে। সেদিন চন্দ্রপৃষ্ঠে আমেরিকান নভোচারীদের পদার্পণের দিন। চন্দ্রপৃষ্ঠে খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতে সেদিন বেশকিছু নিরীক্ষা করা হয় এবং চন্দ্রশিলা ও মৃত্তিকা সংগ্রহ করা হয়। তাজ্জব এর বিষয় এই যে, সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী কোরআনে বর্ণিত আয়াতের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যমণ্ডিত।

চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে সংগৃহীত ১৫.৪ কিলোগ্রাম শিলা ও মৃত্তিকা সারা বিশ্বের জনগণের কাছ থেকে প্রচুর মনোযোগ আকর্ষণ করে। নাসার রিপোর্ট অনুসারে

সে উৎসুক্যের মাত্রা বিংশ শতাব্দীর অন্যসব বৈজ্ঞানিক অভিযানের ক্ষেত্রে উদ্ভূত কৌতূহলকে ছাড়িয়ে যায়।

কেয়ামত সমাসন্ন; চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।

— সূরা আল-ক্বামার

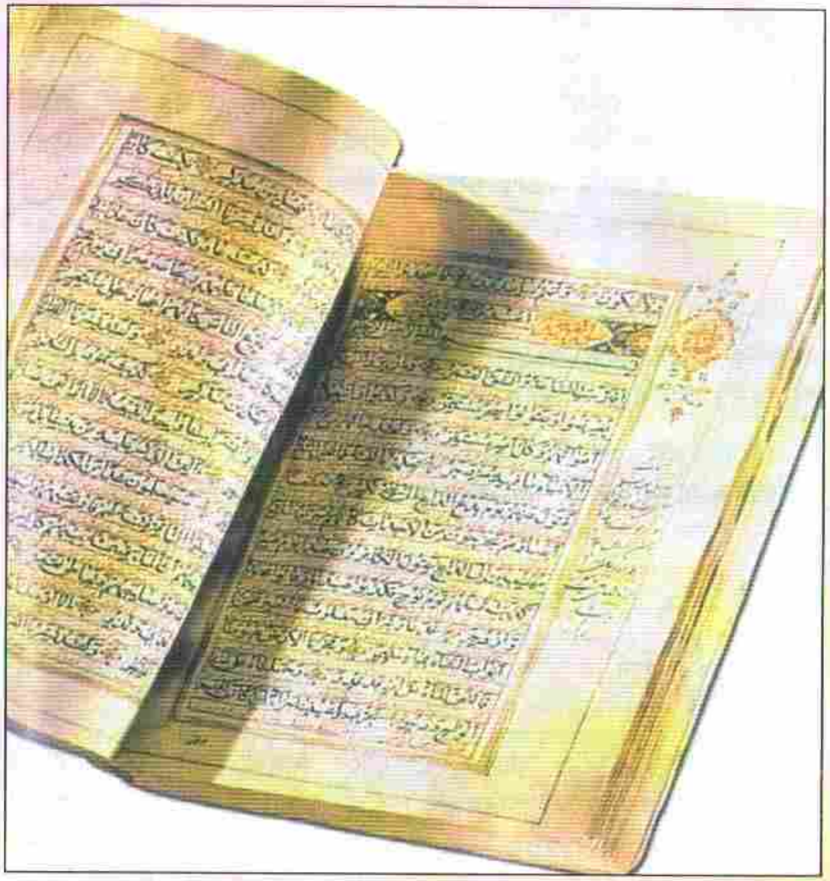

চন্দ্রাভিযানের শ্লোগানটি বড়ই চিত্তহারী ঃ 'একজন মানুষের ছোট্ট একটি পদক্ষেপ, মানবজাতির জন্য বলিষ্ঠ উল্লম্ফন।' বহির্বিশ্ব গবেষণায় সে এক অবিস্মরণীয় সময়। ক্যামেরায় নথিবদ্ধ হয়ে সে ঘটনা বহুজনের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সূরা আল-ক্বামার-এ যেমন বলা হয়েছে– এই ঘটনাটিও কেয়ামতের অন্যতম আলামত হতে পারে। এমন হতে পারে যে, বিশ্বপ্রকৃতি শেষ বিচারের আগে অন্তিম সময়ের নিকটবর্তী (আল্লাহ নিশ্চয়ই সবচেয়ে ভালো জানেন)।

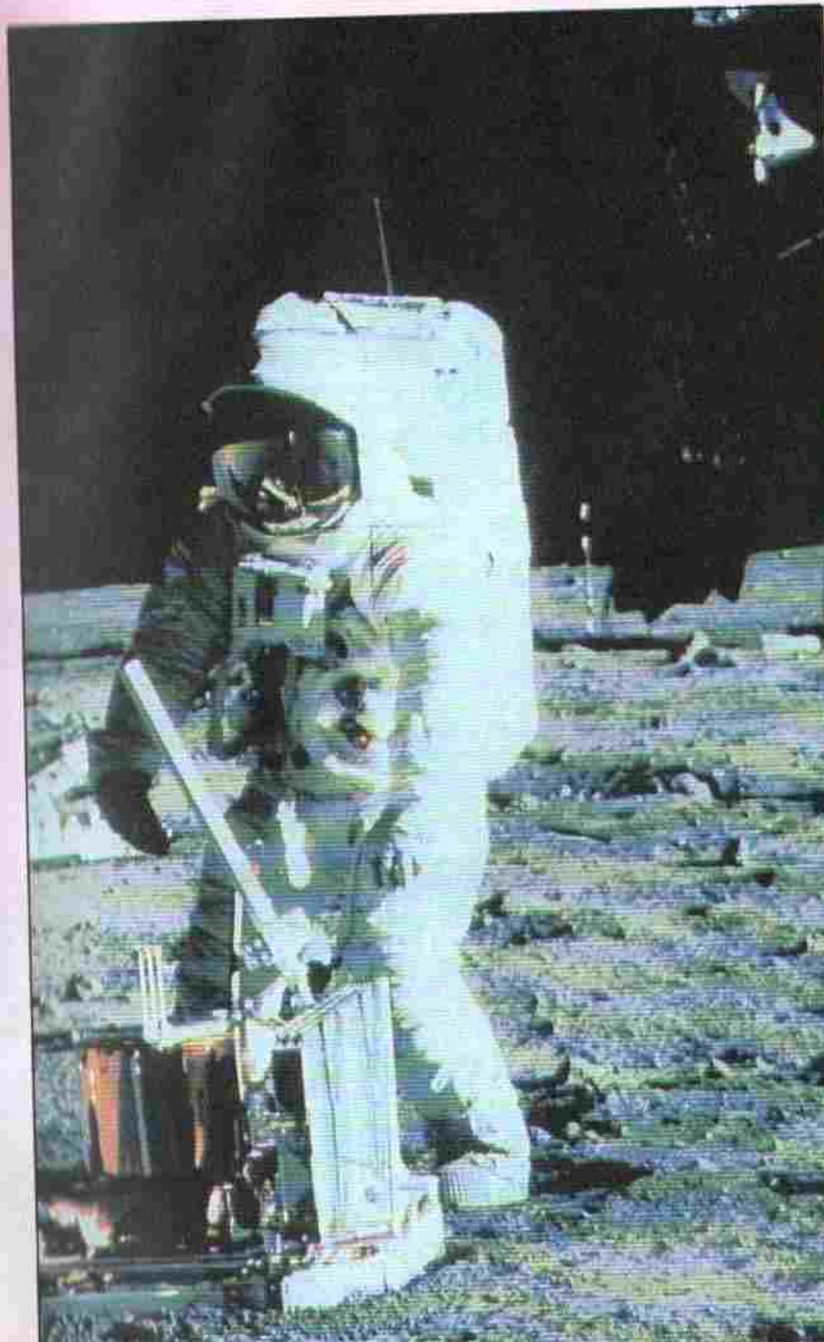

শেষ কথা, এই আয়াতের অব্যবহিত পরে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সাবধান বাণী দেয়া হয়েছে। স্মরণ করানো হয়েছে যে, এই সঙ্কেতগুলো ভুল পথ পরিহার করার জন্য সাবধানতামূলক স্মারক কিন্তু যারা এসব সাবধান বাণীকে অগ্রাহ্য করবে, তারা শেষ বিচারের দিনে, পুনর্জীবন লাভের পরে দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। কোরআন একে 'অবর্ণনীয় ভয়াবহতা' বলে অভিহিত করেছে ঃ

সময়ের শেষ আসন্ন। চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোন নিদর্শন দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নেয়; বলে, "এ তো চিরাচরিত যাদু।" তারা মিথ্যাচারী, প্রবৃত্তির দাস। কিন্তু সবকিছুরই মেয়াদ নির্দিষ্ট। তাদের কাছে সংবাদ এসেছে; তাতে আছে সাবধান বাণী। কিন্তু পূর্ণজ্ঞান সেসব সতর্কবাণী অফলপ্রসূ হয়েছে। সুতরাং তুমি মুখ ফিরিয়ে থাক। যেদিন সমন জারি হবে এবং তাদেরকে অবর্ণনীয় ভয়াবহতার দিকে ডাকা হবে সেদিন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত চোখ নিচু করে কবর থেকে বের হয়ে আহ্বানকারীর দিকে ছুটবে।

অবিশ্বাসীরা বলবে; একি নিদারুণ দিন!

— সূরা আল-ক্বামার ঃ ১-৮

http://www.eliasahmed.com

কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে হাদীস

The Signs of the Last Day in the Hadiths of the Prophet (saas)

চৌদ্দশ' বছর আগে রসূল মোহাম্মদ (সঃ) কেয়ামত সম্পর্কিত অনেক রহস্য সাহাবাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। লোক পরম্পরায় সেসব বাণী বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের গবেষণার মধ্য দিয়ে আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সেই সব হাদিস ও জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হয়েছে।

শেষ দিন সম্পর্কিত এসব হাদীসের সত্যতা ও প্রাধিকার সম্বন্ধে পাঠকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। এ কথা সত্য যে, অতীতে রসূলের নাম দিয়ে কিছু জাল হাদীস প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু বক্ষ্যমান বিষয়ে উপস্থাপিত হাদীসসমূহ যে যথার্থই রসূল (সঃ) থেকে সম্ভূত তা সহজেই প্রমাণসাপেক্ষ। আসল থেকে নকলের পার্থক্য নির্ণয়ের পন্থা বিদ্যমান। আমরা জানি যে, কেয়ামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহে এমন সব ঘটনার উল্লেখ আছে যা ভবিষ্যতে ঘটবে। সেহেতু, যখনই হাদীসে বর্ণিত সম্ভাব্য ঘটনাটি ঘটে যায়, তখনই তদসম্পর্কিত দ্বন্দ্ব কেটে যায়।

বেশ কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ কেয়ামত ও তদসম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণাকালে এই পন্থা ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে অন্যতম কুশলী বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী বলেন যে হাদীসে বর্ণিত প্রচুর ঘটনা আজকের দিনের ঘটনাবলীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে; এর থেকে উক্ত হাদীসসমূহের সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।[৪]

ইসলামের ১৪০০ বছরের ইতিহাসে হাদীসে বর্ণিত বিবিধ নিদর্শন বিভিন্ন সময়ে, পৃথিবীর নানা জায়গায় দেখা গিয়েছে। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে, শেষ সময় এসে গিয়েছে। কারণ, আরব্ধ ঘটনাসমূহ কেয়ামতের পূর্বে একাদিক্রমে সংঘটিত হবে। হাদীসে এভাবে রেওয়ায়েত হচ্ছে ঃ

> **ঘটনাপ্রবাহ একের পর এক চলতে থাকবে, মালা ছিড়ে গেলে যেমন একটার পর একটা দানা পড়তে থাকে।**
>
> — তিরমিজি

শেষ সময়কে উপরোক্ত জ্ঞানের আলোকে বিচার করলে আমরা এক অভিনব সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। রসূল (সঃ) যে সকল অভিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো কিন্তু বিভিন্ন দেশে একের পর এক ঘটেই চলেছে এবং যেভাবে হাদীসে উল্লেখ আছে, ঠিক সেভাবেই; মনে হয় যেন, হাদীস আমাদেরই যুগের অগ্রিম রেখাচিত্র এঁকে রেখেছে। এটি সত্যিই বিস্ময়কর এবং নিবিড় মনোযোগের দাবিদার। সংঘটিত প্রতিটি ঘটনা মানুষের জন্য স্মারক ঃ কেয়ামত আসন্ন, যেদিন সকলকে আল্লাহর সান্নিধ্যে আপনাপন কার্যাবলীর জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং সকলেরই উচিত– অবিলম্বে কোরআন প্রদর্শিত নৈতিক পথে নিজ নিজ জীবনকে পরিচালিত করা।

http://www.eliasahmed.com

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অরাজকতা
War and Anarchy

শেষ সময়কে রসূল (সঃ) অন্যতম হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

> আল্লাহর রসূল বললেন ঃ "হার্জ বেড়ে যাবে।"
> তাঁরা [সাহাবীরা] প্রশ্ন করলেন ঃ "হার্জ কি?"
> তিনি উত্তর দিলেন ঃ "[এটা হ'ল] প্রাণী হত্যা,
> [এটা হল] খুনখারাপী।]"
>
> — বোখারী

হাদীসে উল্লেখিত 'হার্জ' শব্দের বিস্তারিত অর্থ 'চরম অব্যবস্থা' ও 'বিশৃঙ্খলা', যা পৃথিবীর কোন বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে না; সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

একই বিষয়ে অপর দু'টি হাদীসের উক্তি এরূপ ঃ

> শেষ সময় যখন আসবে, তখনই সর্বত্রই
> নৃশংসতা, রক্তপাত ও অরাজকতার প্রাদুর্ভাব ঘটবে।
>
> — আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী, মুক্তাখাব কান্জুল উম্মাল
>
> যতদিন পর্যন্ত সার্বজনীন গণহত্যা
> ও রক্তপাত নেমে না আসবে, ততদিন
> পর্যন্ত পৃথিবীর শেষ দিন আসবে না।
>
> — মুসলিম

গত ১৪শ' বছরকে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ অঞ্চল বিশেষে সীমায়িত ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে, গত দু'টি মহাযুদ্ধে সারা পৃথিবী সম্পৃক্ত হয়েছে; ফলে গোটা বিশ্বের রাজনীতি, অর্থব্যবস্থা এবং সামাজিক কাঠামো প্রভাবিত হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দুই কোটি লোক প্রাণ হারায়; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এ সংখ্যা পাঁচ কোটি ছাড়িয়ে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী, ধ্বংসাত্মক ও হিংসোন্মত্ত তান্ডব হিসেবে পরিগণিত।

আধুনিক সামরিক প্রকৌশল যুদ্ধের ধ্বংসক্ষমতা অপ্রমেয়ভাবে বৃদ্ধি করেছে। আনবিক, জৈবিক ও রাসায়নিক বলে আখ্যাত গণবিধ্বংসী অস্ত্র-শস্ত্রই এ জন্য দায়ী। অবস্থা দৃষ্টে ধারণা করা হয় যে, পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবদাহে প্রবেশ করবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সংঘাতসমূহ–ঠান্ডা লড়াই, কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আরব-ইসরাইলী বিরোধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ–আধুনিক কালের ক্রান্তিকালীন ঘটনাসমূহের অন্যতম। অনুরূপভাবে, আঞ্চলিক যুদ্ধ, সীমিত সংঘাত ও গৃহযুদ্ধ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ক্ষতিসাধন করেছে। এখনও বিবিধ স্থলে ধূমায়িত সমস্যাসমূহ–বস্‌নিয়া, প্যালেস্টাইন, চেচনিয়া, আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও অন্যান্য–মানবজাতির ক্লেশের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে।

অন্য আর একটি অব্যবস্থা, যা যুদ্ধাবস্থার মতই মানবজাতিকে পীড়া দিচ্ছে, তা হ'ল বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক। অভিজ্ঞ মহলের সকলেই এ কথা স্বীকার করবেন যে, এই আতঙ্কবাজি বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছে।[৫] বস্তুতঃপক্ষে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, আতঙ্কবাজি বিংশ শতাব্দীরই অবদান। বর্ণবাদ, কম্যুনিজ্‌ম এবং তদনুরূপ বিভিন্ন মতবাদ বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর জাতিগত চেতনাবোধ নৃশংসতার আশ্রয়ে, আধুনিক অস্ত্র প্রকৌশলের সহায়তায় আপনাপন উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাসে আতঙ্কবাজি বারংবার বিশৃঙ্খল অব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে; অগণিত মানুষ হতাহত হয়েছে। তবুও এসব দুঃখবহ ঘটনা থেকে মানুষ কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি। পৃথিবীর বহু প্রান্তে এখনও আতঙ্কবাজি অরাজকতার ঘাতক বীজ বুনে চলেছে।

কোরআনের একাধিক আয়াতে এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ আছে। সূরা আর-রূমে বলা হয়েছে যে, মানুষ নিজ কৃতকর্মের কারণে নিজের উপর এই দুর্ভোগ টেনে এনেছে ঃ

> মানুষের কর্মদোষে জলে-স্থলে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন কৃতকর্মের জন্য তাদের শাস্তি হয়; যাতে তারা সুপথে ফিরে আসে।
>
> — সূরা আর-রূম ঃ ৪১

এই আয়াত আমাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে স্মরণ করায় ঃ আপন অবিমৃশ্যকারিতাজনিত কষ্ট ও ভোগান্তি মানুষকে ভ্রান্ত পথ থেকে প্রত্যাহৃত হবার সুযোগ প্রদান করে।

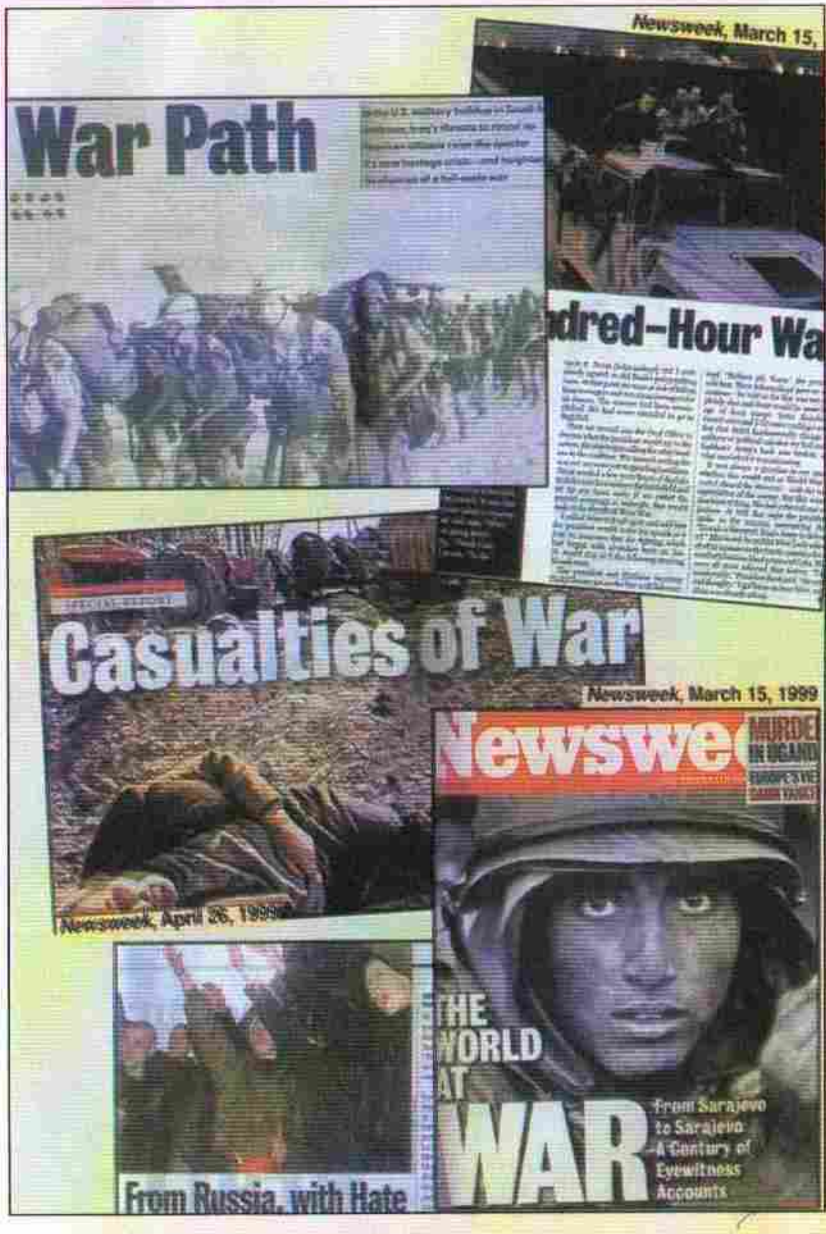

হাদীসে রসূল (সঃ) বিশ্বময় যুদ্ধ ও আতঙ্কের প্রাদুর্ভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোকে তিনি কেয়ামতের পূর্ব লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেছেন। গোটা বিশ্বই আজ আঞ্চলিক সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের অশান্তিতে জর্জরিত হয়ে আছে

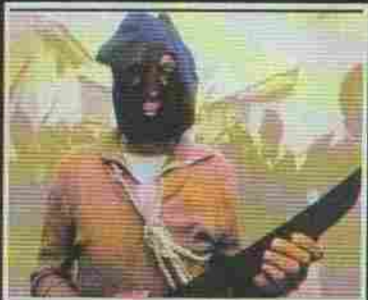

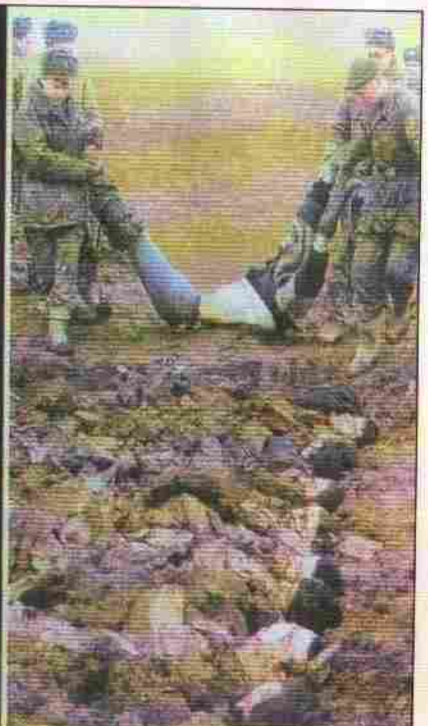

বহু দেশ এখন নিজ নাগরিকের দ্বারা সৃষ্ট আতঙ্কবাজির শিকার। চেচনিয়ার মত জায়গায় গণকবর (ডানে) অনাবৃত হয়েছে; বয়োবৃদ্ধ ও শিশুরা উৎপীড়নের শিকার হচ্ছে। এবং বহুবিধ সংঘাত ও আতঙ্ক আমাদের সবাইকেই সম্পৃক্ত করে। এগুলো শেষ দিনের অভিজ্ঞান। হাদীসে এ ধরনের সম্ভাবনার কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। সবাইকে এসব ঘটনা অনুধাবন এবং এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত

আল্লাহর রসূল (সঃ) বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীতে এমন অজস্র ঘটনা ছড়িয়ে আছে এবং এইসব ঘটনা নিয়ে কোরআন প্রদর্শিত নৈতিক পথে ফিরে আসার জন্য মানবজাতির প্রতি সতর্কীকরণ সংকেত

কোরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, আপন কৃতকর্মের দ্বারা মানুষ নিজের উপর দুর্ভোগ টেনে এনেছে। বর্তমান সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবী তারই প্রমাণ...

সমস্যায় জর্জরিত পৃথিবীর মানুষ। এ দুর্যোগময় পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের ভ্রান্তিময় পথ পরিহার করা উচিত

সংক্ষেপে, আমরা এখন তালগোল পাকানো এক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে বাস করছি। এরই মধ্যে শেষ সময়ের আরও একটি অভিজ্ঞান প্রকট হয়ে উঠছে। এটি একটি কঠোর সতর্কীকরণ। অনন্তর কোরআনের নৈতিক শিক্ষার আলোকে নিজেদের জীবন গুছিয়ে নেয়াই হবে সকল মানুষের জন্য উচিত কাজ।

http://www.eliasahmed.com

http://www.eliasahmed.com

বড় বড় শহরের ধ্বংস ঃ সময় ও সঙ্কট

The Destruction of Great Cities: Wars and Disasters

কেয়ামত সম্পর্কে রসূল (সঃ) প্রদত্ত অন্যতম ঘোষণা এরূপ ঃ

> বিশাল-বিশাল শহর-বন্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে; এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হবে যে মনে হবে যেন আগের দিনও সেখানে কিছুই ছিল না।
>
> — আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী, আল-বুরহান ফি আলামত আল-মাহদী আখীর আল-জামান

এ হাদীসে বর্ণিত শহর-বন্দরের ধ্বংসলীলা যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত তান্ডবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আণবিক শস্ত্রাদি, যুদ্ধবিমান, বোমা, মিসাইল ও অন্যান্য আধুনিক অস্ত্রসম্ভার বেশুমার ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। ভয়াবহ এ অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংসের তান্ডবকে এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে যার তুলনা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। বিশ্বের বড় বড় সব শহর এই ধ্বংসলীলার লক্ষ্যবস্তু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও অবিস্মরণীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আনবিক বোমার প্রয়োগে হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দু'টি নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। অপরিমিত বোমাবর্ষণের ফলে ইউরোপের বহু শহর ও রাজধানী অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইউরোপীয় শহরগুলোর ক্ষতির বর্ণনা প্রসঙ্গে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার বক্তব্য এরূপ ঃ

ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপের অবস্থা চন্দ্রপৃষ্ঠের সঙ্গে তুলনীয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত, অগ্নিদগ্ধ শহর; মসীলিপ্ত অঙ্গারীভূত গ্রামাঞ্চল; বোমার আঘাতে খানাখন্দকে পরিণত রাস্তাঘাট; ব্যবহারের অযোগ্য রেলসড়ক; বিনষ্ট বা বিলুপ্ত সাঁকো-সেতু; নিমজ্জিত জাহাজ আকীর্ণ পোতাশ্রয়; অকর্মণ্য, স্থবির জাহাজের সারি। 'বার্লিন', আমেরিকা-দখলীকৃত অঞ্চলের সহকারী সামরিক প্রশাসক, জেনারেল লুসিয়াস ডি. ক্লে বলেন, "যেন একটি প্রেত নগরী।"

সংক্ষেপে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সংঘটিত অভূতপূর্ব ক্ষতির খতিয়ান রসূল (সঃ) কর্তৃক হাদীসে বর্ণিত বিবরণেরই প্রতিচ্ছবি।

ধ্বংসলীলার অন্যতম কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। পরিসংখ্যান সাক্ষ্য দেয় যে,

সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পৌনঃপুনিকতা ও ভয়াবহতা দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ভয়ংকর পরিস্থিতির সঙ্গে গত দশ বছরে আরও একটি মাত্রা যোগ হয়েছেঃ শিল্পায়নের একটি অবাঞ্ছিত কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ও বিপজ্জনক সহযোগী বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ন। ব্যাপক শিল্পায়নের কারণে পৃথিবীর আবহাওয়া আলোড়িত হচ্ছে এবং তার ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে। ফলশ্রুতিঃ বায়ুমণ্ডলে অভাবিতপূর্ণ বিপর্যয়। তাপমাত্রার লিখিত ইতিহাসের দলিল অনুযায়ী ১৯৯৮ ছিল উষ্ণতম বছর।[৭] আমেরিকান ন্যাশনাল ক্লাইমেট ডাটা সেন্টারের হিসেব অনুযায়ী ১৯৯৮ সালে সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে।[৮] আবহাওয়া বিদদের নিরিখে হারিকেন মিচ্ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্যোগময় বলে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৯৮ সালে মধ্য আমেরিকা এই ঘূর্ণিবাত্যার রুদ্ররোষের শিকার হয়।[৯]

গত কয়েক বছরে ঘূর্ণিবাত্যা, ঘূর্ণিঝড়, তাইফুন ও এবং বিবিধ দুর্যোগ আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহু জনপদে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। জলবন্যা ও কর্দমবন্যা বহু জনপদকে আচ্ছন্ন করেছে। ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস অনেক ধ্বংস ও ভোগান্তির কারণ হয়েছে। বিবিধ শহর, বন্দর ও জনগোষ্ঠীর উপর নিপতিত এহেন দুর্যোগ ও বিপর্যয় শেষ সময়ের অভিজ্ঞান বৈ নয়।

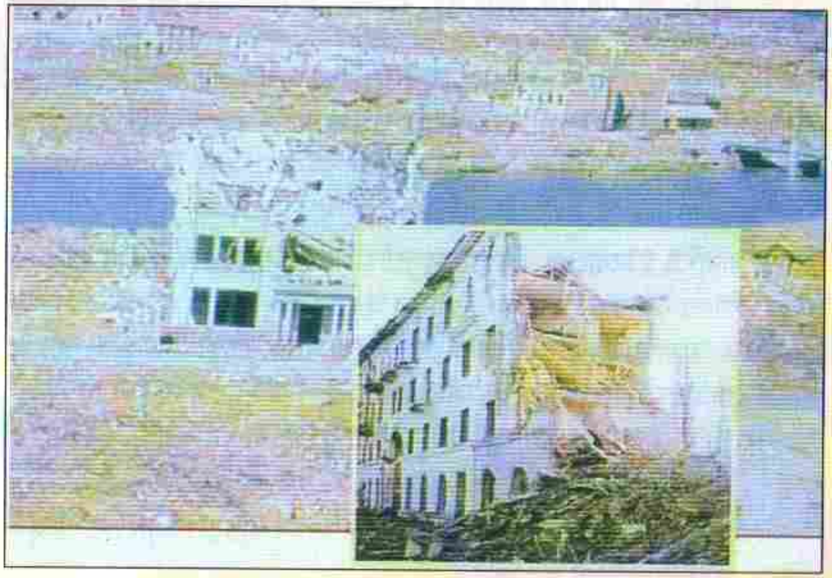

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, শেষ সময়ে শহরবন্দর এমনভাবে বিধ্বংস হবে যে তাদের চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। গত শতাব্দীতে বহু শহর এমনভাবে বিলুপ্ত হয়েছে। দু'টি উদাহরণ যথেষ্ট হবে ঃ আণবিক বোমা পতনের পরে হিরোশিমা (উপরে) এবং চেচনিয়ার কতিপয় শহর (ডানে)

গত শতাব্দিতে অনেকগুলো বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। বিভিন্ন দেশে অগনন ধ্বংস কাণ্ডে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ঘটনাগুলো হাদীসে বর্ণিত কেয়ামতের আলামতের সাথে আশ্চর্যজনকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষের উচিত কোরআনের নৈতিক শিক্ষাকে মনে-প্রাণে বরণ করা

http://www.eliasahmed.com

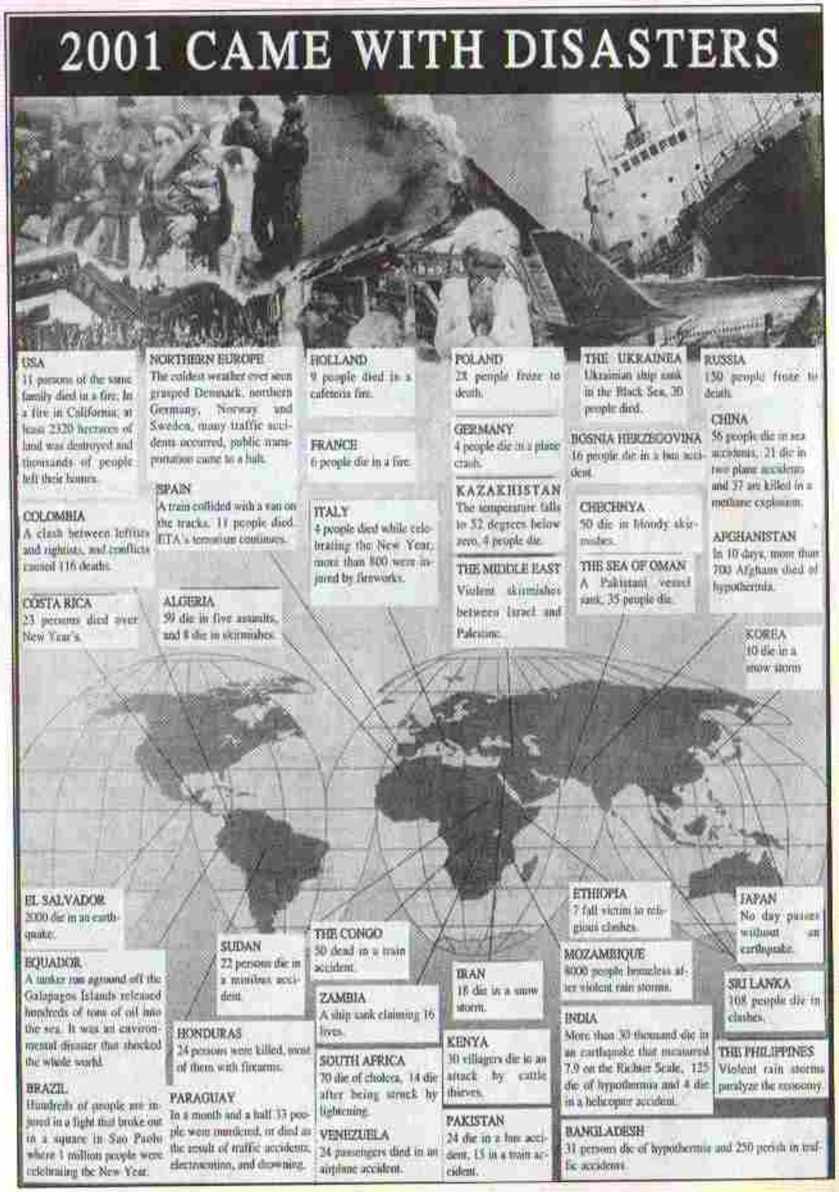

2001 CAME WITH DISASTERS

USA
11 persons of the same family died in a fire; In a fire in California, at least 2320 hectares of land was destroyed and thousands of people left their homes.

NORTHERN EUROPE
The coldest weather ever seen grasped Denmark, northern Germany, Norway and Sweden, many traffic accidents occurred, public transportation came to a halt.

HOLLAND
9 people died in a cafeteria fire.

POLAND
28 people froze to death.

THE UKRAINEA
Ukrainian ship sank in the Black Sea, 20 people died.

RUSSIA
150 people froze to death.

CHINA
56 people die in sea accidents, 21 die in two plane accidents and 37 are killed in a methane explosion.

GERMANY
4 people die in a plane crash.

FRANCE
6 people die in a fire.

BOSNIA HERZEGOVINA
16 people die in a bus accident.

SPAIN
A train collided with a van on the tracks. 11 people died. ETA's terrorism continues.

KAZAKHISTAN
The temperature falls to 52 degrees below zero, 4 people die.

ITALY
4 people died while celebrating the New Year; more than 800 were injured by fireworks.

CHECHNYA
50 die in bloody skirmishes.

AFGHANISTAN
In 10 days, more than 700 Afghans died of hypothermia.

COLOMBIA
A clash between leftists and rightists, and conflicts caused 116 deaths.

THE MIDDLE EAST
Violent skirmishes between Israel and Palestine.

THE SEA OF OMAN
A Pakistani vessel sank, 35 people die.

COSTA RICA
23 persons died over New Year's.

ALGERIA
59 die in five assaults, and 8 die in skirmishes.

KOREA
10 die in a snow storm.

EL SALVADOR
2000 die in an earthquake.

ETHIOPIA
7 fall victim to religious clashes.

JAPAN
No day passes without an earthquake.

SUDAN
22 persons die in a minibus accident.

THE CONGO
50 dead in a train accident.

MOZAMBIQUE
8000 people homeless after violent rain storms.

EQUADOR
A tanker ran aground off the Galapagos Islands released hundreds of tons of oil into the sea. It was an environmental disaster that shocked the whole world.

IRAN
18 die in a snow storm.

SRI LANKA
108 people die in clashes.

ZAMBIA
A ship sank claiming 16 lives.

INDIA
More than 30 thousand die in an earthquake that measured 7.9 on the Richter Scale, 125 die of hypothermia and 4 die in a helicopter accident.

HONDURAS
24 persons were killed, most of them with firearms.

KENYA
30 villagers die in an attack by cattle thieves.

THE PHILIPPINES
Violent rain storms paralyze the economy.

SOUTH AFRICA
70 die of cholera, 14 die after being struck by lightening.

BRAZIL
Hundreds of people are injured in a fight that broke out in a square in Sao Paolo where 1 million people were celebrating the New Year.

PARAGUAY
In a month and a half 33 people were murdered, or died as the result of traffic accidents, electrocution, and drowning.

VENEZUELA
24 passengers died in an airplane accident.

PAKISTAN
24 die in a bus accident, 15 in a train accident.

BANGLADESH
31 persons die of hypothermia and 250 perish in traffic accidents.

বিংশ শতাব্দীকে বিপর্যয়ের শতাব্দী বললে অত্যুক্তি হয় না। ভূমিকম্প, সামুদ্রিক ঝড় ও বন্যায় বহু প্রাণহানি হয়েছে; গৃহযুদ্ধে ও আঞ্চলিক সংঘাতে এবং সমুদ্রপথ ও আকাশপথের দুর্ঘটনায় প্রচুর লোক প্রাণ হারিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম বছরেও সেই ধারা বহাল রয়েছে। শহর-বন্দরের বিলুপ্তি ও জনগণের বিনাশ-কেয়ামতের আলামত হিসেবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়-সামুদ্রিক ঝড় মিচ: ১৯৯৮ সালে মধ্য আমেরিকা এর আক্রোশের শিকার হয়

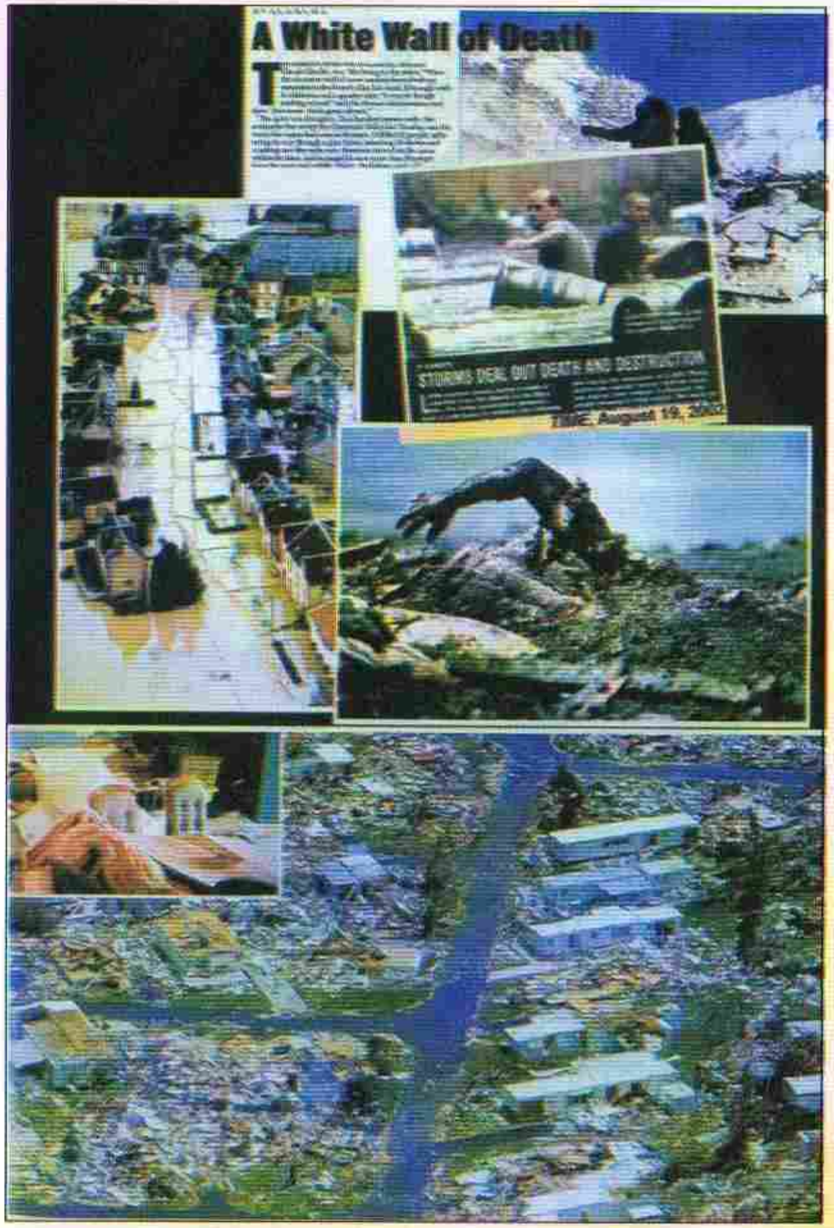

আধুনিক প্রযুক্তির অসামান্য উন্নতি সত্ত্বেও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় এখনও উদ্ভাবিত হয়নি। মানুষ এখানে একান্ত নিরুপায়। ভূমিকম্প, কাদামাটির ঢল, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা এবং বৃহৎ জনপদের বিধ্বংস—এসবই শেষ সময়ের নিদর্শন

http://www.eliasahmed.com

ভূমিকম্প
Earthquakes

এ কথা অবিসংবাদিত ও ঐতিহাসিক সত্য যে, অন্য কোন প্রাকৃতিক ঘটনা মনুষ্য সমাজকে ভূমিকম্পের ন্যায় এতটা সম্পৃক্ত করেনি। যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে ভূমিকম্প হতে পারে। অনাদিকাল থেকে এই বিপর্যয় অগণিত মৃত্যু ও অপ্রমেয় ক্ষয়ক্ষতির হেতু হয়েছে। এ কারণেই তা ভীতিরও কারণ। বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত প্রগতি সে ক্ষতির পরিমাণ অতি সামান্যই সংযত করতে সমর্থ হয়েছে।

যারা মনে করেন যে, প্রযুক্তি প্রকৃতিকে সংহত করতে সক্ষম, তাদের শিক্ষার জন্য ১৯৯৫ সালের কোবে ভূমিকম্প একটি প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অপ্রত্যাশিতভাবে জাপানের বৃহত্তম শিল্প ও যোগাযোগ কেন্দ্রের উপর এ বিপর্যয় নেমে আসে। টাইম ম্যাগাজিনের ভাষ্য অনুযায়ী এ ভূমিকম্প মাত্র বিশ সেকেন্ড কাল স্থায়ী হয় এবং তা আনুমানিক একশ' কোটি ডলারের ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে।

গত পাঁচ বছরে বেশ ঘন ঘন কয়েকটি মারাত্মক ভূমিকম্প ঘটে গিয়েছে। এটি এখন সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে সর্বাধিক ভয়ের কারণ।

আমেরিকান ন্যাশনাল আর্থকোয়েক ইনফরমেশন সেন্টার এর ১৯৯৯ সালের নিবন্ধন থেকে জানা যায় যে ঐ বছর গোটা পৃথিবীতে ২০৮৩২টি ভূমিকম্প হয়। ফলশ্রুতিতে ২২৭১১ ব্যক্তির প্রাণহানি হয়।

রসূলের (সঃ) হাদীসে উল্লিখিত আছে যে, শেষ সময়ে ভূমিকম্পের পৌনঃপুনিক বৃদ্ধি পাবে। গত কয়েক বছরে ভূমিকম্পের আধিক্য নিখিল বিশ্বের মানবসমাজের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে আছে

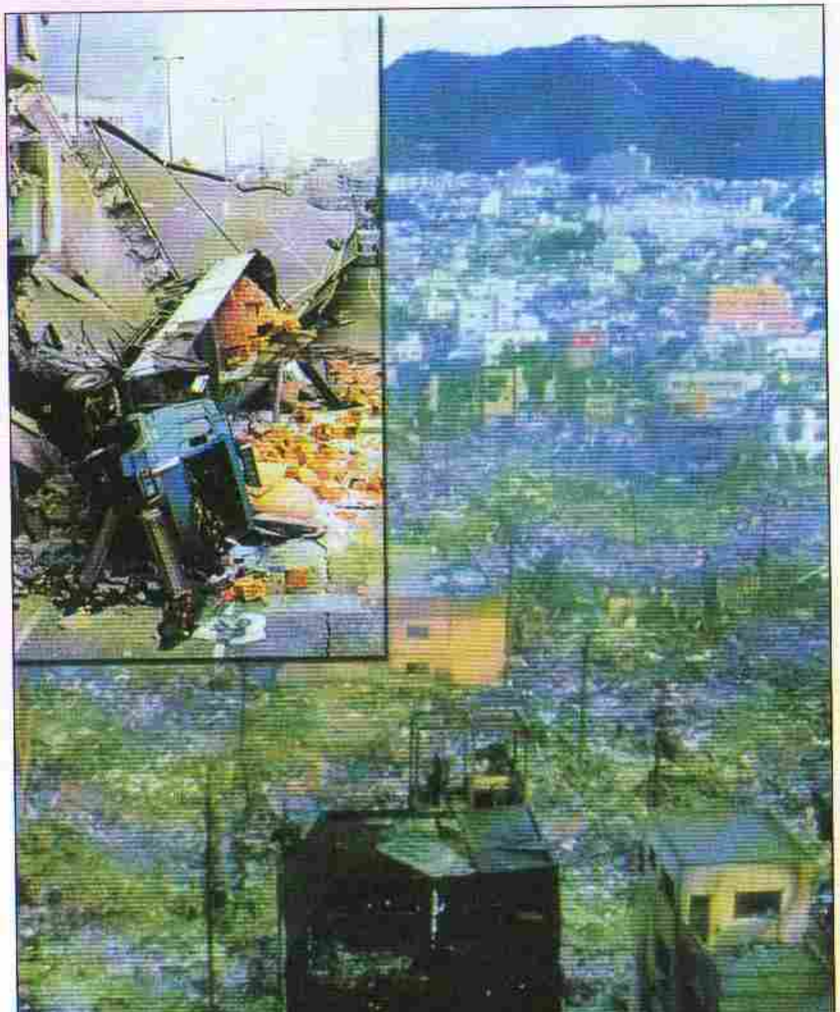

কোবে ভূমিকম্প, ১৯৯৫

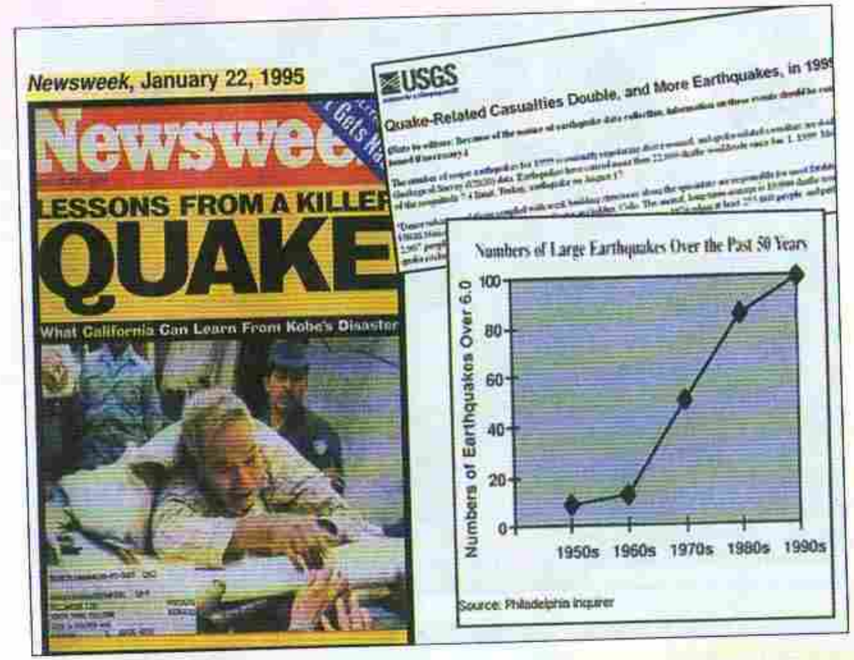

হাদীসে বর্ণিত আছে যে কেয়ামতের গুরুত্বপূর্ণ আলামতসমূহের মধ্যে ভূমিকম্প অন্যতম

উল্লেখিত ঘটনাগুলো ১৪০০ বছর আগে উচ্চারিত রসূলের বাণীসমূহকে স্মরণ করায় ঃ

শেষদিন আসবে না– যতদিন না পুনঃপুনঃ ভূমিকম্প হয়।

— বোখারী

বিচারের দিনের আগে দু'টি বড় নিদর্শন ... এবং অতঃপর ভূমিকম্পের বছরগুলো।

— উম্মে সালামাহ (রাঃ আঃ) বর্ণিত

কোরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে ভূমিকম্পের সাথে শেষদিনের যোগাযোগের ইঙ্গিত আছে। ৯৯তম সূরার নাম আজ-জালজালাহ। জালজালাহ শব্দের অর্থ তীব্র কম্পন অর্থাৎ ভূমিকম্পন। আটটি আয়াতে গঠিত এ সূরা ধরিত্রীর তীব্র কম্পনের কথা বলা হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে,

সারা পৃথিবী বিপর্যয়ে আক্রান্ত। আমাদের উচিত এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আল্লাহর পথে রুজু হওয়া

অনন্তর শেষ বিচারের দিন আসবে; মানুষজনকে মৃত থেকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে; তারা আল্লাহর কাছে নিজ নিজ হিসেব উপস্থাপন করবে এবং তাদের অতি অকিঞ্চিৎকর কাজের জন্যও যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করবে ঃ

পৃথিবী যখন থরথর কম্পমান হবে, আর ধরিত্রী অন্তর উদগীরণ করবে লোকেরা জিজ্ঞাসিবে," এর কী হয়েছে?" সেদিন সকল সংবাদ সম্প্রচারিত হবে। তোমার প্রভুর আদেশেই তা' হবে। আপনাপন কর্মফল দেখার জন্য লোকেরা ধেঁয়ে আসবে; যে রত্তিভর শুভ করেছে সে তা দেখবে এবং যে বিন্দু পরিমাণ মন্দ করেছে তা-ও সে দেখবে।

— সূরা আজ-জালজালা ঃ ১-৮৮

http://www.eliasahmed.com

http://www.eliasahmed.com

দারিদ্র্য
Poverty

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, দারিদ্র্য অর্থ–খাদ্য, বস্ত্র, আবাস, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য প্রাথমিক প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব। আয়ের স্বল্পতাই এর হেতু। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সম্ভাবনা সত্ত্বেও দারিদ্র্য আজ পৃথিবীর জটিলতম সমস্যাসমূহের অন্যতম। আফ্রিকা, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও পূর্ব ইউরোপের বহু লোক অভুক্ত থাকে। সাম্রাজ্যবাদ ও অপ্রতিহত পুঁজিবাদ উপার্জনের সুষম বন্টনকে এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রগতিকে ব্যাহত করে। অল্প সংখ্যক মানুষের কাছে তাদের প্রয়োজনের অধিক রয়েছে আর অন্যদিকে প্রচুর লোক প্রতিদিন অনাহার ও দৈন্যের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামে পর্যুদস্ত হচ্ছে।

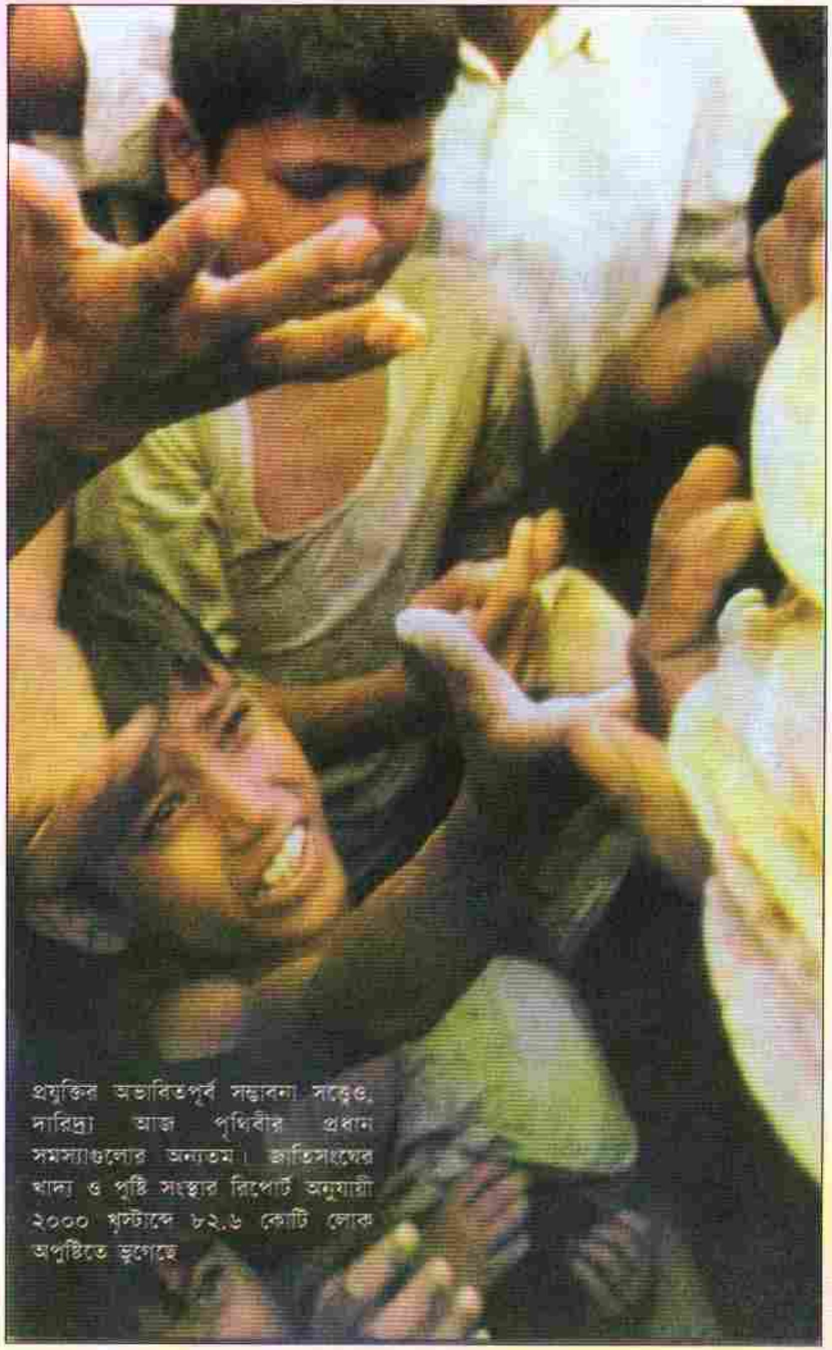

প্রযুক্তির অভাবিতপূর্ব সম্ভাবনা সত্ত্বেও, দারিদ্র্য আজ পৃথিবীর প্রধান সমস্যাগুলোর অন্যতম। জাতিসংঘের খাদ্য ও পুষ্টি সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০০ খৃস্টাব্দে ৮২.৬ কোটি লোক অপুষ্টিতে ভুগেছে

আজকের পৃথিবীতে দারিদ্র্য ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইউনিসেফ-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ যে, পৃথিবী মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ 'কল্পনাতীত কষ্ট ও অভাবের মধ্যে দিনযাপন করছে।[১২] ১৩০ কোটি লোক দৈনিক এক ডলারের কমে বেঁচে আছে; ৩০০ কোটি বাঁচে দুই ডলারের নিচে।[১৩]

প্রায় ১৩০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানি পায় না; ২৬০ কোটি টাকা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত।[১৪]

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফাও) রিপোর্টে প্রকাশ যে, ২০০০ সালে পৃথিবীর ৮২.৬ কোটি মানুষ পর্যাপ্ত আহার পায়নি।"

বিশ্বময় আজ সামাজিক অবিচার বিদ্যমান এবং তারই ফলশ্রুতি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার দুস্তর ব্যবধান। কোরআনের অনুশাসন অনুসরণের অপরাগতাই এ জন্য দায়ী

গত দশ বছরে রোজগারের ব্যবধানজনিত অবিচার অকল্পনীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছে। জাতিসংঘের ১৯৬০ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ধনীদেশে বসবাসকারী পৃথিবীর জনসংখ্যার ২০% লোকের উপার্জন দরিদ্র দেশের অনুরূপ জনসংখ্যার ত্রিশ গুণ; ১৯৯৫ সালে এই গুণিতক ৮২-তে পৌঁছায়।[১৬]

নৈতিক বিচারের অবক্ষয়ের পরাকাষ্ঠা এই যে ধনীদের তালিকার প্রথম ২২৫ জনের সম্পদ পৃথিবীর দরিদ্রতম জনসংখ্যা ৪৭% লোকের বাৎসরিক উপার্জনের সমান।[১৭]

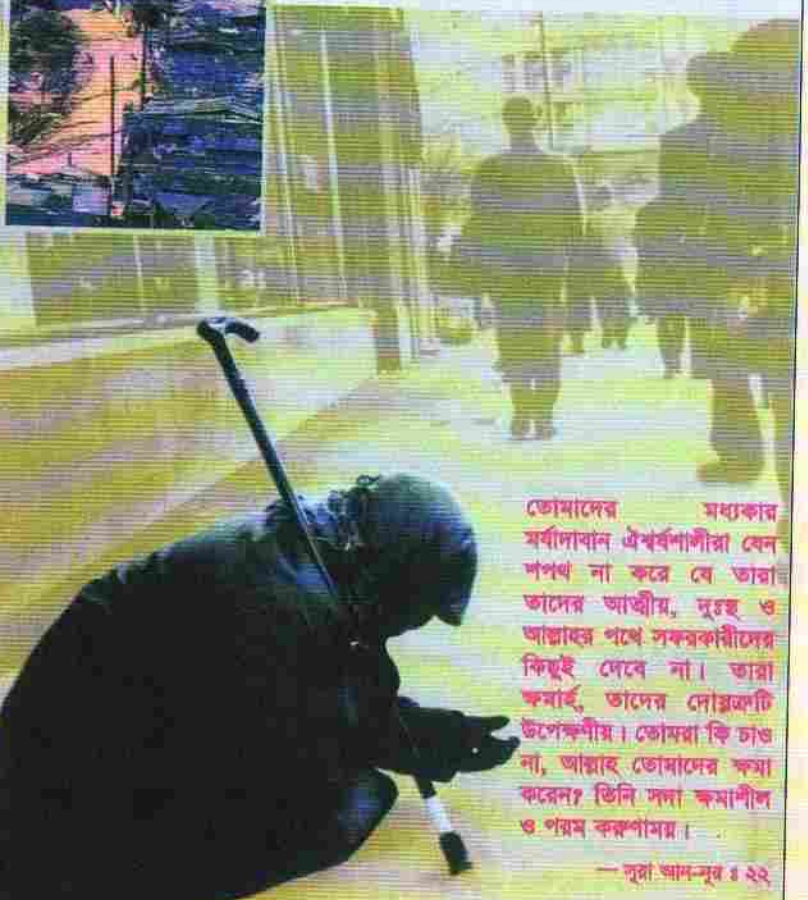

তোমাদের মধ্যকার মর্যাদাবান ঐশ্বর্যশালীরা যেন শপথ না করে যে তারা তাদের আত্মীয়, দুস্থ ও আল্লাহর পথে সফরকারীদের কিছুই দেবে না। তারা ক্ষমাই, তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষণীয়। তোমরা কি চাও না, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? তিনি সদা ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।

— সূরা আন-নূর ঃ ২২

Aids 'bigger threat than terrorism'

The Guardian, December 14, 2001

For societies without religious and moral values AIDS has become a growing and epidemic problem.

The Guardian, December 1, 2001

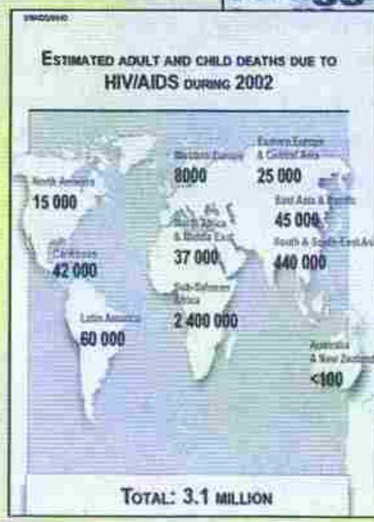

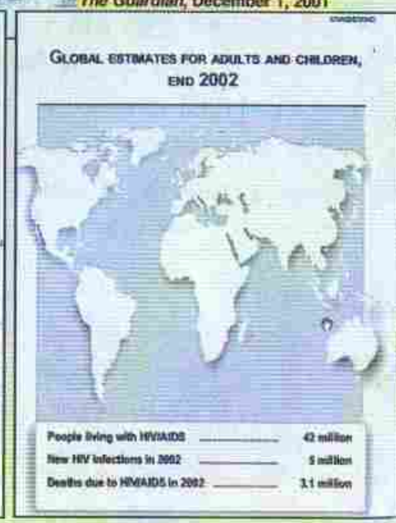

ধনী ও দরিদ্রের ক্রমবর্ধমান পার্থক্য কেয়ামতের আগমনের প্রথম লক্ষণ

বিশ্বজনতার এক-ষষ্ঠাংশ ক্ষুধার্ত থেকেছে।[১৫]

দারিদ্রের বর্তমান উপাত্তসমূহ সম্পর্কে রসূলের (সঃ) বাণীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা শেষ সময়ের প্রথম পর্যায়ের ইঙ্গিত বহন করে।

দরিদ্র্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

— আমাল আল-দীন আল-হ্বাজউইনি ঃ মুখীদ আল-উলুম ওয়া মুবিদ আল-হুমুম

লাভের ধন শুধু ধনীরাই ভোগ করবে,
গরীবরা এর দ্বারা উপকৃত হবে না।

— তিরমিজি

স্পষ্টতঃ, রসূল (সঃ) বর্ণিত লক্ষণসমূহ আমাদের সময়ের সাথে মিলে যাচ্ছে। বিগত শতাব্দীগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, অনাবৃষ্টি, যুদ্ধ বা অন্যান্য বিপর্যয়জনিত সংকট ও দুশ্চিন্তা স্থান ও কালে সীমায়িত ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে দরিদ্রতা ও জীবিকার্জনের দুষ্প্রাপ্যতা চিরস্থায়ী ও সামগ্রিক।

নিশ্চয়ই আমাদের প্রভুর দয়া ও করুণা অপরিসীম। তিনি মানুষের প্রতি অবিচার করেন না। কিন্তু মানুষের নিজের অনিষ্ট সাধন ও অকৃতজ্ঞতার জন্য দারিদ্র্য ও উদ্বেগ স্থায়ী রূপ নিয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয় যে, পৃথিবীর মানুষ আজ স্বার্থান্বেষী লোভীদের কারসাজিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বহুধা বিভক্ত; সেখানে ধর্ম, নৈতিকতা বা বিবেকের কোন ঠাঁই নেই।

http://www.eliasahmed.com

http://www.eliasahmed.com

নৈতিক অবক্ষয়
The Collapse of Moral Values

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর নৈতিক কাঠামো দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। রোগ-জীবাণু যেভাবে মানুষের দেহকে ধ্বংস করে, তেমনিভাবে এ বিপদ সামাজিক উৎসন্নতা ঘটায়। সুস্থ সামাজিক পরিবেশকে এ আপদ দুর্যোগে নিপতিত করে। সমকামিতা, বেশ্যাবৃত্তি, প্রাক-বিবাহ যৌনতা, পরদারগমন,

ক্রমবর্ধমান সমকামিতা এক ভীষণ ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি। ১৪০০ বছর আগে রসূল (সঃ) বর্ণিত হাদীসে এ ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে

বিসদৃশ যৌনাচার, অশ্লীলতা, যৌন অত্যাচার ও যৌনরোগের অপ্রতিরোধ্য প্রাদুর্ভাব–নৈতিক অবক্ষয়ের ভীতিকর নিদর্শন বৈ তো নয়।

এগুলো জনগণের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ বটে। কী ভীষণ সব বিপদ তাদের ছেয়ে আছে–অনেকে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকীবহাল নয় অজ্ঞানতাজনিত সারল্যে তারা এগুলোকে স্বাভাবিক মনে করে। কিন্তু খতিয়ান নিলে দেখা যাবে যে, সকলের অনবধানে এ বিপদের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

যৌনরোগের উপস্থিতি সামাজিক সমস্যা পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী যৌনরোগ এখন অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা। পৃথিবীময় বাৎসরিক এইডস রোগীর সংখ্যা ৩৩ কোটি ৩০ লক্ষ। এ পর্যন্ত এ রোগে এক কোটি ৮৮ লক্ষ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০৩ সনের রিপোর্টের সারমর্ম এরূপ ঃ "সমাজের অবকাঠামো, অর্থনীতি, জনসংখ্যা ও প্রবৃদ্ধির উপর এইডস-এর প্রভাব বিশেষভাবে বিধ্বংসী।"[২০]

সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর বিপর্যয়ের অন্যতম-সমকামিতার সংক্রমণ। কোন কোন দেশে সমকামিরা আইনতঃ বিয়ে করতে পারে; বিবাহজনিত সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে ও নিজেদের সভা-সমিতি গঠন করতে পারে। তাদের কার্যকলাপ ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধের পরিপন্থী। এটা একান্তই আমাদের যুগের অভিশাপ। নবী করিমের (সঃ) সময় থেকে এ পর্যন্ত এমনটি কখনও ঘটেনি।

আজকের সমকামিদের দুর্বিনীত দুঃসাহস লূত নবীর সমকালীন লোকদের কথা স্মরণ করায়। তারাও সমকামী ছিল। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, লূত (আঃ) তাদেরকে সৎ পথে আহ্বান করলে ঘৃণাভরে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ এক দারুণ বিপর্যয়ের মাধ্যমে শহরশুদ্ধ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। এ বিকৃত সমাজের নিদর্শন লূত সাগরের (মরু সাগর) পানির নিচে নিমজ্জিত আছে।

শেষ দিনগুলোর বর্ণনায় অবক্ষয়ের যেসব চিত্র অংকিত হয়েছে, সেসব যেন এখন বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে ঃ

এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, বেশ্যাবৃত্তিতে লজ্জাহীনতা শেষ দিনের পরিচায়ক।

প্রতিদিনের খবরের কাগজ নৈতিক অবক্ষয়ের খবর বহন করে। অনেকেই এগুলোকে নিত্য-নৈমিত্তিক সাধারণ ঘটনা মনে করে

রসূল (সঃ) বলেছেন, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনক্রিয়া অনুরূপ একটি নিদর্শন।

বেআইনী যৌনসঙ্গমের প্রাদুর্ভাব ঘটবে।
— বুখারী

যখন ব্যভিচার ছেয়ে যাবে, তখন কেয়ামত আসবে।
— আল-হেত্তামী ঃ কিতাব আল-ফিতান

নৈতিক মূল্যবোধের শৈথিল্য ও লজ্জাহীনতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

যখন তারা (দুঃশীল লোকেরা) প্রকাশ্য ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে, তখনই কেয়ামত আসবে।
— ইবনু হিব্বান ও বাজ্জার

স্মর্তব্য যে, সম্প্রতি গোপন ক্যামেরায় বেশ্যাবৃত্তির ছবি তুলে তা টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়েছে ঃ রাস্তার মধ্যখানে বেশ্যারা প্রকাশ্যে তাদের খদ্দেরদের সাথে যৌনক্রিয়া সম্পাদন করছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক এসব দৃশ্য অবলোকন করেছে। এধরনের ঘটনাকে হাদীসে কেয়ামতের অন্যতম আলামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসে এ কথাও বলা হয়েছে যে, সমকামিতাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়া কেয়ামতের আলামত।

পুরুষ নারীর ন্যায় ব্যবহার করবে এবং নারীরা পুরুষের অনুকরণ করবে।
— আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ূতী ঃ দুররেমনসুর

পুরুষ-পুরুষের সাথে এবং নারী-নারীর সাথে যৌনাচারে ব্যাপৃত হবে।
— আল্মুত্তাক্বী আল্‌হিন্দী ঃ মুনতাখাব কানজুল উম্মা'ল

সত্য ধর্ম ও কোরআনের নৈতিক মূল্যবোধের প্রত্যাখ্যান

The Rejection of the True Religion and the Moral Values of the Qur'an

হাদীসে শেষ দিনের নিদর্শনসমূহের বিস্তৃত বিবরণ দেয়া আছে। বলা হয়েছে যে, প্রথম দিকে ধর্মের জয়জয়কার বলে মনে হবে; কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে সে ধর্ম আল্লাহ প্রদর্শিত পথ ও কোরআন নির্দেশিত নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত। সে সময়ে কোরআনের আয়াতে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ উপেক্ষিত হবে; আল্লাহর নামের আবরণে অনৈসলামিক বিধি-বিধানসমূহ চালু হবে; ধার্মিকতা কোন্দলের শিকার হবে; ইবাদত লোক দেখানো প্রকটতায় পর্যবসিত হবে এবং ধর্ম লাভ-লোকসানের মাধ্যমে পরিণত হবে। এ সময়ে বিশ্বাস জ্ঞানের উপর নয়, বরং নকলনবিসির উপর নির্ভরশীল হবে; তথাকথিত মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে এবং যথার্থ জ্ঞানী ও প্রকৃত মুসলমানগণ সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে।

১৪শ' বছর আগে রসূল (সঃ) নিম্নোক্ত নিদর্শনগুলো সনাক্ত করে গিয়েছেন, যা আমাদের জীবৎকালে সত্য হয়ে উদ্ভাসিত হচ্ছে ঃ

কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী কেয়ামতের দিন রসূল (সঃ) বলবেন যে, তার নিজের লোকেরাই কোরআন ভুলে গিয়েছে ঃ

"প্রভু হে! আমার লোকেরা কোরআনকে অবহেলা করে...।"
— সূরা আল-ফোরক্বান ঃ ৩০

হাদীসে এ কথাও উদ্ধৃত আছে যে, শেষ সময়ে কোরআনের নির্দেশাবলীকে অবজ্ঞা করা হবে এবং লোকেরা এর থেকে দূরে সরে যাবে।

সূরা জুমুয়ার পঞ্চম আয়াতে একটি তুলনা দেখানো হয়েছে ঃ এই উপমাটি তাদের, যাদের ওপর তৌরাত নাযিল হয়েছিল; কিন্তু তারা তা [সার্থকভাবে] বহন করেনি। তারা যেন পুস্তকবাহী গর্দভ...।" নিঃসন্দেহে এই আয়াত মুসলমানদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাদেরকে স্মরণ করানো হচ্ছে, যেন তারা অনুরূপ সাংঘাতিক ভুলের ফাঁদে পড়া থেকে সাবধান থাকে। কোরআন সচেতন ব্যক্তিদের আলোকবর্তিকা হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

শেষ সময়ের নিকটবর্তী দিনগুলোতে (ধর্মীয়) জ্ঞান অন্তর্হিত হবে এবং অজ্ঞানতা ছড়িয়ে যাবে।
— বোখারী

আমার উম্মতের জন্য এমন একটা সময় আসবে, যখন কোরআনের বহিরাকৃতি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না এবং মাত্র নাম ছাড়া ইসলামের আর কিছুই থাকবে না। তারা নিজেদেরকে এই নামে ডাকবে, যদিও তারা [ইসলাম থেকে] সবচেয়ে দূরের অবস্থানে থাকবে।

— ইবন্ বাবুইয়া ঃ তাওয়াব-উল-আমল

রসূল (সঃ) বলে গিয়েছেন যে, যদিও কোরআন পড়া হবে, তবুও এর অন্ত-র্নিহিত জ্ঞান ও বিদগ্ধতাকে আমল দেয়া হবে না। কেয়ামতের আসন্নতার এটাও একটা লক্ষণ।

আমার উম্মতের কাছে এমন একটা সময় আসবে যখন লোকে কোরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের গলা পেরুবে না (অন্তঃকরণে পৌঁছাবে না)।

— বোখারী

কথা প্রসঙ্গে আল-াহ্‌র নবী (সঃ) বললেন ঃ "এটা হবে যখন জ্ঞান লোপ পাবে।" [জিয়াদ] বললেন, "রাসূলে করিম, জ্ঞান কিভাবে লোপ পাবে? আমরা তো কোরআন পাঠ অব্যাহত রাখব এবং আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দেব এবং আমাদের সন্তানরা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেবে। এই ধারা তো কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।"
তদন্তর তিনি [নবী (সঃ)] বললেন, "জিয়াদ, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা কি তৌরাত ও বাইবেল পড়ে না? কিন্তু তারা কি তদনুসারে কাজ করে?"

— আহমদ, ইব্‌ন্ মাজাহ, তিরমিজি

কেয়ামতের এটাও একটা আলামত বটে যে কিছু মুসলমান অন্ধভাবে পথভ্রষ্ট ইহুদী ও খ্রিস্টানদের অনুকরণ করবে।

রসূলুল-াহ (সঃ) বললেন, "নিশ্চিতরূপে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের পদাঙ্ক অন্ধভাবে অনুসরণ করবে; এমনকি তারা যদি কোন গিরগিটির গর্তে ঢুকে যায়, তোমরা সেখানেও তাদের পদানুসরণ করবে।" আমরা বললাম, "হে আল-াহর নবী! আপনি কি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কথা বোঝাচ্ছেন?" তিনি বললেন, "আর কারা?"

— বোখারী

সূরা আল-আ'নাম-এর ২৬তম আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা অন্যদের কোরআন থেকে দূরে রাখে। হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কেয়ামতের আগে আগে ভ্রান্ত মত ও পথ চারদিকে ছেয়ে যাবে; সত্য ও ন্যায় থেকে বিচ্যুত পদ্ধতিগুলো বিষম বিরোধের জন্ম দেবে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথে নিয়ে যাবে।

আল-াহর নবী (সঃ) বললেন ঃ
কেয়ামতের আগে অন্ধকার রাতের টুকরার মত আলোড়ন হবে।

– আবু দায়ুদ

কেয়ামতের প্রাক্কালে এমন আলোড়ন হবে-অন্ধকার রাতের টুকরাগুলো নড়বড়ে হয়ে উঠবে ঃ মানুষ সকালে ঈমানদার থাকলেও বিকেল নাগাদ বেঈমান হয়ে যাবে, অথবা সন্ধ্যায় বিশ্বাসী থাকলেও প্রভাতে অবিশ্বাসী হবে।

– আবু দাউদ

কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শনঃ বিধি-নিষেধ সম্পর্কে কোরআনের পরিপূর্ণ নির্দেশ জাহির হওয়ার পরেও, এমন সব আইন-কানুন প্রণীত হবে যাদের সঙ্গে ধর্মের কোন সংস্রব নেই ঃ

এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ তার অভিষ্টকে কিভাবে আইনানুগভাবে বা বিধি বহির্ভুত উপায়ে হাসিল করল, তার পরোয়া করবে না।

— বোখারী

আল্লাহর নবী (সঃ) আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন যে কেয়ামতের আগে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, লোকে যাদের জ্ঞানী বলে জানবে, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে তারা হবে ভণ্ড, দ্বিমুখী প্রতারক ঃ

কেয়ামতের আগে ধূর্ত ব্যক্তিরাই হবে সবকিছুর নিয়ন্তা। সেই দুঃসময় যারা দেখবে তারা যেন ঐসব দুস্কৃতকারীদের থেকে বাঁচার জন্য আল-াহর কাছে পানাহ্ চায়। মানুষ হবে অতিশয় দুর্নীতিপরায়ণ। শঠতা বহুল প্রচলিত থাকবে, কিন্তু এর বহুমুখী ব্যাপকতায় কেউ লজ্জাবোধ করবে না।

— তিরমিজি নাওয়াদীর আল-উসুল

শেষ সময়ে এমন কিছু লোকের প্রাদুর্ভাব হবে যারা ধর্মের নামে পার্থিব বৈভব কুক্ষিগত করবে। — তিরমিজি

আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, "কেয়ামতের আগে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য শঠতার সাথে ধর্মকে ব্যবহার করবে কিন্তু জনসমক্ষে মেষচর্ম ধারণ করে নম্রতার ছদ্ম প্রদর্শন করবে। তাদের মুখের কথা চিনির চেয়ে মিষ্টি হবে; কিন্তু তাদের মন, নেকড়ের মত ক্রূর।" — তিরমিজি

সব লোকই হবে ইসলামের প্রতি সম্মান-জ্ঞানশূন্য। আপন লাভের খাতিরে ধর্মকে ব্যবহার করতে এরা কুণ্ঠিত হবে না ঃ

শেষ সময়ে এমন সকল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে যারা মসজিদে বিশ্বাসীদের কাতার বাড়াবে, কিন্তু হৃদয়ের জোর হবে দুর্বল; তারা আপনাপন পোশাকাদির যতখানি পরিচর্যা করবে, ধর্মের জন্য ততখানি যত্নবান হবে না; তারা দুনিয়ার ব্যস্ততার জন্য নিজেদের ধর্মীয় কর্তব্যের কথা ভুলে যাবে। — সর্বজন সম্মত

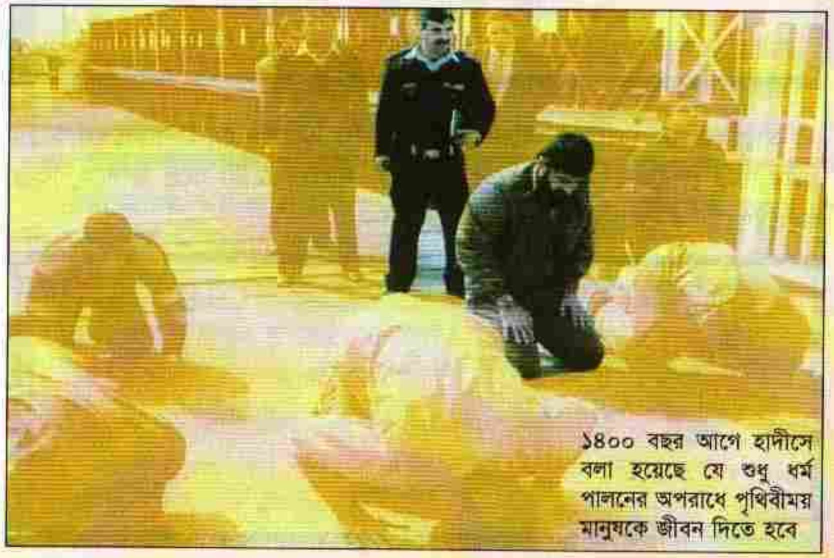

১৪০০ বছর আগে হাদীসে বলা হয়েছে যে শুধু ধর্ম পালনের অপরাধে পৃথিবীময় মানুষকে জীবন দিতে হবে

যতদিন পর্যন্ত না মানুষ সৎকাজে উদাসীন হবে এবং অসৎ কাজে বাধাদানে বিরত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কেয়ামতের আগমন হবে না। — আহমদ

কেয়ামতের আসন্নতার অন্যতম নিদর্শন ঃ আল্লাহ তাদের সত্যের অনুবর্তন ও মিথ্যা পরিবর্জন করতে আদেশ দিয়েছেন জেনেও লোকে তা অনুধাবন করবে না ঃ

কেয়ামতের প্রাক্কালে সৎকাজের মাত্রা কমে যাবে। — বোখারী

অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছে, কেয়ামতের আসন্নতার আর একটি নিদর্শন–বিশ্বাসী মুসলমানগণ পাপীদের চাপে পড়ে দুর্বল হয়ে যাবে।

এমন সময় আসবে যে লোকে মসজিদের ভেতরে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবে। — তিরমিজি

সময় আসন্নে যখন নেতারা অত্যাচারী হবে। — আল-হেতামী ঃ কিতাব আল-ফিতান

রাসূল (সঃ) বলেছেন যে, শেষ সময়ে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম হবে যাদেরকে যথার্থ বিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করা যাবে।

আমার উম্মতদের জন্য এমন সময় আসবে যখন মসজিদ জনসমাগমে গমগম করবে, কিন্তু তারা সত্য দিকনির্দেশনা থেকে বিমুখ থাকবে। — ইব্‌ন বাবুইয়া ঃ ছাওয়াব-উল-আ'মল

এক হাদীসে রেওয়ায়েত হচ্ছে যে, পরহেজগার মুসলমানদের তাদের বিশ্বাসকে গোপন রাখতে হবে; তারা অপ্রকাশ্যে এবাদত করবে।

এমন সময় আসবে যখন মোনাফেকেরা গোপনভাবে তোমাদের মাঝে বসবাস করবে এবং বিশ্বাসীরা গোপনে তাদের ধর্ম পালনে ব্রতী হবে। — সর্বজনসম্মত

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কারভাবে সুদ গ্রহণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যদিও বাস্তব জীবনে এটি একটি অমোঘ সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে

নিম্নোক্ত হাদীসে বলা হয়েছেঃ শেষ সময়ে মসজিদ ও ধর্মীয় শিক্ষালয়গুলো কেবল সামাজিক মিলনায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হবে ।

আমার অনুসারীদের জন্য এমন একটা সময় আসবে যখন মসজিদকে তাঁবু (মিলনকেন্দ্র) হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

— হাসান (রা.আ.) বর্ণিত

শেষ সময়ে এমন সকল লোকদের প্রাদুর্ভাব হবে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়, জাগতিক লাভের জন্য কোরআন পাঠ করবে ঃ

কোরআন পাঠকারী আল-াহর কাছ থেকে তার পুরস্কার আশা করুক। কালের শেষে এমন বহু লোকের আবির্ভাব হবে যারা কোরআন পাঠ করে অন্যদের কাছ থেকে এর পারিতোষিক চাইবে।

— তিরমিজি

এ-ও অন্যতম নিদর্শন যে আনন্দের জন্য, সঙ্গীতের মত কোরআন পাঠ করা হবে ঃ

যখন কোরআন পাঠ করা হবে সঙ্গীতের ন্যায় এবং একজন ক্বারী সেজন্য প্রশংসিত হবে, যদিও সে অজ্ঞ ...

— আল-তাবারনী, আল-কাবীর

মুসলমান বলে পরিচিত কিছু লোক তাদের ভাগ্য সম্বন্ধে বিভ্রান্তি পোষণ করবে। কেউ কেউ এমনও ধারণা করবে যে জ্যোতিষশাস্ত্র তাদেরকে ভবিষ্যৎ জ্ঞান দান করবে। অন্তিম সময়ের এ-ও আর এক নিদর্শন ঃ

এমন সময় আসবে যখন লোকে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাস করবে এবং আল-কদরকে (আল-াহ নির্ধারিত ভাগ্যলিপি) অস্বীকার করবে।

— আল-হেথামী ঃ কিতাব আল-ফিতান

আল্লাহর নিষেধ সত্ত্বেও সুদ প্রথা প্রকাশ্যভাবে চালু আছে। এক হাদীসে একে অন্যতম নিদর্শন বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

নিঃসন্দেহে এমন সময় আসবে যখন সুদের প্রভাব থেকে কোন ব্যক্তিই মুক্ত থাকবে না; সরাসরি সুদের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলেও এর ধোঁয়া বা আচ্ছন্নতার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে না... কোন না কোনভাবে এর প্রভাব তার ওপর পড়বেই।

— আবু হুরায়রাহ বর্ণিত

আর একটি নিদর্শন ঃ তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য হবে ভ্রমণ, ব্যবসা, প্রদর্শন বা ভিক্ষাবৃত্তি।

এমন সময় আসবে যখন ধনীরা ভ্রমণেচ্ছা পুরণের জন্য তীর্থে যাবে– কর্মব্যস্ত জীবন থেকে সাময়িক অবসর গ্রহণের উদ্দেশ্যে; জ্ঞানীরা অহমিকা ও প্রদর্শনীর জন্য এবং গরীবরা ভিক্ষার মানসে।

— আনাস (রা.আ.) বর্ণিত

[ভবিষ্যৎ জ্ঞানের জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়াকে কেয়ামতের আসন্নতার অন্যতম নিদর্শন বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।]

সামাজিক অবক্ষয়
Social Deterioration

আধুনিক সমাজের অন্যতম প্রধান সমস্যা সামাজিক বুনট–ব্যবস্থার বিঘটন। এই বিধ্বংসের চিহ্নাবলী বহুভাবে প্রকট। খণ্ডায়িত পরিবার, তালাকের প্রাচুর্য এবং জারজ সন্তান স্বভাবতই পরিবারের ভিত্তিমূলে নাড়া দেয়। দুশ্চিন্তা, মনোকষ্ট, অসুখ, চিন্তাগ্রস্ততা এবং অব্যবস্থা বহু মানুষের জীবনকে জীবন্ত দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছে। আধ্যাত্মিক শূন্যতায় বসবাসকারী এইসব লোকেরা, নৈরাশ্য থেকে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে মদ ও নেশার পাঁকে ডুবে যাচ্ছে। আর যারা সমস্যার বেড়াজাল থেকে মুক্তির সব আশা হারিয়েছে, তারা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে।

সামাজিক অবক্ষয়ের একটি মারাত্মক প্রতীক চিহ্ন–অসামাজিক কার্যকলাপের বহুল প্রচলন। অপরাধ প্রবণতার ভীতিকর বিস্তৃতি সমাজবিজ্ঞানীদের বিস্মিত করেছে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রশমন কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তুত 'সার্বজনীন অপরাধ ও বিচার' নামক বিশ্লেষণটি পৃথিবীময় অপরাধের সাধারণ চিত্র তুলে ধরেছে ঃ

- ❑ আশির দশকের ন্যায় নব্বই-এর দশকেও অপরাধের হার বেড়েই চলেছে।
- ❑ পৃথিবীব্যাপী সমীক্ষায় দেখা যায় ঃ বড় শহরের অধিবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ প্রতি পাঁচ বছরে, অন্তত একবার কোন না কোন অপরাধের শিকার হয়েছে।

অশুভ শনির চক্র বেড়েই চলেছে। সংবাদপত্রে নৈতিক নৈরাজ্যের বেশুমার খবর। এ ধরনের ঘটনাবলী কেয়ামতের নৈকট্যের জানান দেয়

- পৃথিবীময় প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনের কোন বড় ধরনের অপরাধে (ডাকাতি, যৌন অবিচার, শারীরিক আক্রমণ) জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা।
- স্থান বা দেশ নির্বিশেষে যুব সমাজ কর্তৃক সংঘটিত সম্পত্তি বা উগ্রতাজনিত অপরাধের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংশ্লেষ রয়েছে।
- মাদক দ্রব্যাদির প্রকার ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।[২১]

বস্তুত, এর কোনটাই আশ্চর্যবহ নয়। বিগত দিনের সভ্যতা ও সমাজের বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআনে এ ধরনের ঘটনাবলীর কথা বলা হয়েছে। সামাজিক বিঘটন ও আনুসঙ্গিক সমস্যাবলী মানুষের পক্ষে আল্লাহকে ভুলে থাকারই অবশ্যম্ভাবী ফল। ধর্মের পথ থেকে সরে গিয়ে, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে বিস্মৃত হয়ে মানুষ আজ তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেই ভুলে গিয়েছে।

সামাজিক অবক্ষয়ের যে চিত্র আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি, তার সম্বন্ধে চৌদ্দশত বছর আগেই মহানবী (সঃ) আমাদের অবহিত করে গিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল শেষ সময়কে বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

"যখন মানুষ সামাজিক বিঘটন ও সংঘাতের কষ্ট ভোগ করবে।"

— আহমদ দিয়া আল-দিন আল-কামুশ খানাভী ঃ রামুজ আল-আহাদীস্

হাদীসের বাণী থেকে এ কথা সুপরিস্ফুট যে অসৎ লোকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে; যাদেরকে বিশ্বাসভাজন ভাবা হচ্ছে, আসলে তারা মিথ্যাচারী; এবং যাদের মিথ্যুক বলে ধরা হচ্ছে, বস্তুতপক্ষে তারা সত্যের অনুসারী। এসবই কেয়ামতের নৈকট্যের নিদর্শন।

প্রবঞ্চনার দিন আসবে। তখন লোকে সত্যবাদীকে অবিশ্বাস করবে এবং মিথ্যুককে সত্যবাদী ভাববে।

— ইবনে কাসীর

বিশৃঙ্খল দিন আসবে। লোকেরা মিথ্যুককে বিশ্বাস করবে এবং সত্যবাদীকে অবিশ্বাস করবে। বিশ্বাসভাজনকে সন্দেহ করবে এবং বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করবে।

— আহমদ

যতদিন না সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা সকলের চেয়ে সুখে দিনযাপন করবে, ততদিন শেষ বিচারের দিন আসবে না।

— তিরমিজি

কেয়ামতের অব্যবহিত আগে চরম সামাজিক বিঘটন ঘটবে। সামাজিক অবকাঠামো সাংঘাতিকভাবে ভেঙ্গে পড়বে। মহানবীর (সঃ) হাদীসে বর্তমান পৃথিবীর সমাজব্যবস্থা ধ্বংসের কথা আগাম বলা হয়েছে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, বিশ্বাসভাজন লোকের সংখ্যা কমে যাবে; ধর্মীয় অনুশাসনের বাতাবরণে আয়ের মাত্রা কমে যাবে ঃ

শেষ সময়ে ব্যবসায় চালানো দুষ্কর হবে; বিশ্বাসী লোকজন খুবই দুষ্প্রাপ্য হবে।

— বোখারী ও মুসলিম

নিষ্কলুষ সাক্ষ্য উপেক্ষিত হবে কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য ও অপবাদ প্রাধান্য পাবে। এটিও অন্যতম নিদর্শন ঃ

কেয়ামতের আগে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া হবে এবং সত্যগোপন করা হবে।

— আহমদ ও হাকীম

সতীত্বহানি ও অপবাদের মিথ্যা অভিযোগ হবে।

— তিরমিজি

বিত্তই হবে মানুষের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি। অর্থের মানদন্ডে সম্মানের পরিমাপ হবে ঃ

সামাজিক সৌহার্দের অবলোপ কেয়ামতের আগমনের অন্যতম পূর্ব লক্ষণ ঃ

কেয়ামতের আগে ধনবানদের জন্য বিশেষ সম্মানের প্রচলন হবে।

— আহমদ

যতদিন পর্যন্ত না জাতি বা গোষ্ঠীকে ছাড়িয়ে ব্যক্তিবিশেষকে সম্মান প্রদর্শন করা হবে, তার আগে কেয়ামত হবে না।

— মুকতাছার তাজকিনাহ্ কুরতুবী

http://www.eliasahmed.com

কেয়ামতের আগমনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব লক্ষণ-মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্মানবোধের অবলোপ। রুগ্ন ব্যক্তি পথে পড়ে আছে কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না-এমন দৃশ্য আকছার দেখা যাবে

কেবল পূর্ব-পরিচিত ব্যক্তিদেরই শুভেচ্ছা সম্ভাষণ জানানো হবে।
— আহমাদিয়া আল-দীন আল কামুশখানাভী ঃ রামুজ আল-আহাদীস্

যখন ক্ষমতা বা দায়িত্বভার অযোগ্য লোকের হাতে চলে আসবে, তখন শেষ সময় বা কেয়ামতের অপেক্ষা করো।
— বোখারী

অযোগ্য ব্যক্তিদেরকে দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রদান করা হবে-কেয়ামতের আর একটি পূর্ব লক্ষণ ঃ

সে সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে বিভিন্ন পরিবারের মাঝে এবং প্রতিবেশি ও বন্ধুদের মধ্যে সৌহার্দমূলক সম্বন্ধের অভাব। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটবে ঃ

মানুষ মাতাকে অসম্মান করবে এবং পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে....।
— তিরমিজি

মানুষের জীবনে সর্বাত্মক বিপর্যয় নেমে আসবে। তার পরিবার, সম্পত্তি, ব্যক্তিত্ব, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশি সকলই বিপন্ন হবে।
— বোখারী ও মুসলিম

তরুণরা বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হবে; নব্য যুবক ও বয়স্কদের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্মানবোধের অবনতি ঘটবে ঃ

যখন বৃদ্ধদের মনে যুবকদের জন্য অনুকম্পা থাকবে না, যখন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে সম্মান দেখাবে না... যখন শিশুরা ক্রোধ প্রদর্শন করবে ... তখন কেয়ামত সন্নিকটে।
— ওমর (রা. আ.) কর্তৃক বর্ণিত

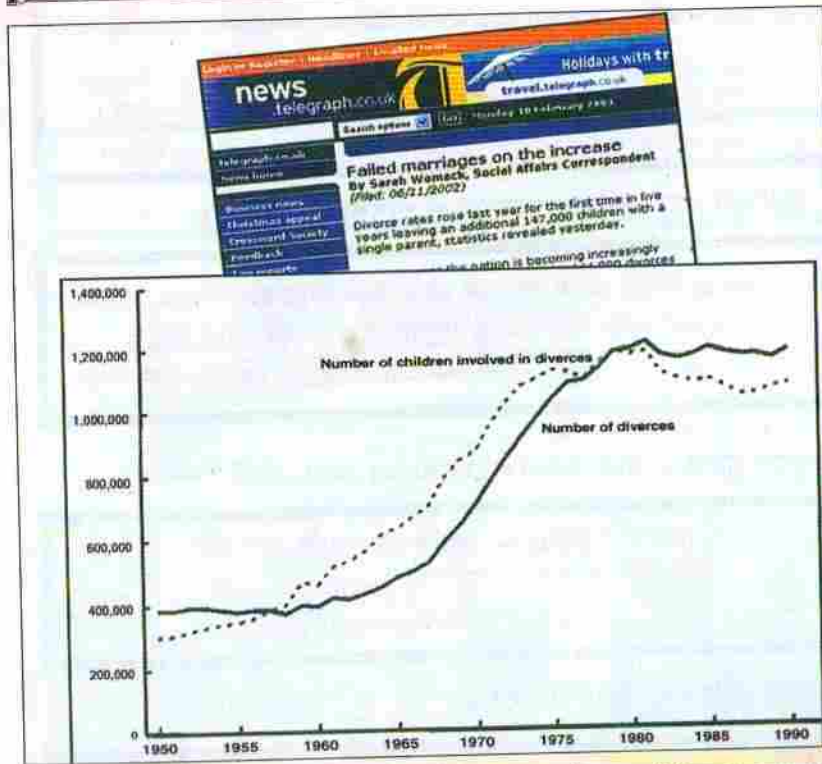

শেষ সময়ের আরও নিদর্শন ঃ পারিবারিক বিঘটন; পারস্পরিক মতবিনিময়ে অস্বাচ্ছন্দ্য; সম্প্রীতি ও সম্মান বিরহিত স্বার্থান্ধ সম্পর্ক স্থাপন এবং ক্রমবর্ধমান একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা। হাদীসে বর্ণিত মতে, এ সব অবক্ষয় সন্দর্শনে মানুষ কেয়ামতের আশু আগমন সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সুযোগ পাবে এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসবে

শেষ সময়ের আর একটি নিদর্শন ঃ তালাকের প্রচলন বেড়ে যাবে এবং বিবাহ বহির্ভূত সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ঃ

> তালাক প্রাত্যহিক ঘটনায় পরিণত হবে।
> — আল্লামা সাফারিনী ঃ আহওয়াল ইয়ম আল্কিয়ামাহ
>
> জারজ সন্তানেরা অঢেল হবে।
> — আল্মুত্তাকী আল্হিন্দী ঃ মুনতাখাব খানজুল উম্মাল

বস্তুতান্ত্রিকতা ও সমকালীন ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ অতিমাত্রায় পার্থিব স্বার্থে জড়িয়ে পড়বে এবং পরকালের কথা ভুলে যাবে। শেষ সময়ের এ-ও অন্যতম নিদর্শন ঃ

> সংকীর্ণতা ও লোভ-লালসা অত্যন্ত বেড়ে যাবে।
> — মুসলিম, ইবন্-মাজাহ্
>
> সে সময়ে লোকেরা সামান্য পার্থিব লাভের জন্য তাদের ধর্ম বিক্রি করবে।
> — আহমদ

লোকেরা একে অপরকে গালমন্দ ও শাপশাপান্ত করবে ঃ

> শেষ সময়ে অবস্থা এমন হবে যে দেখা হলে লোকেরা স্বাগত শুভেচ্ছা বিনিময় না করে পরস্পরকে গালিগালাজ ও বদ্দোয়া করবে।
> — আল-ামা জালালুদ্দিন মুফতি ঃ দুররে মনসুর

কুৎসা রটনা ও একে অপরকে হেনস্থা করা আর একটি নিদর্শন ঃ

> সমাজে সমালোচক, কুৎসা রটনাকারী, অপবাদ প্রচারক ও পরিহাসকারীদের সংখ্যাধিক্য হবে।
> — আল্মুত্তাকী, আল্হিন্দী ঃ মুনতাখাব কানযুল উম্মাল

কপট চাটুকাররা সম্মানিত হবে ঃ

> কেয়ামত যখন ঘনিয়ে আসবে, তখন মোসাহেব ও তোষামোদকারীরাই সবচেয়ে বেশি সম্মান পাবে।
> — সর্বজনসম্মত

> কেয়ামত আসবে না যতদিন পর্যন্ত না এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হয়, যারা জিহ্বা দিয়ে জীবিকা অর্জন করে, গরু যেমন জিহ্বা দিয়ে ঘাস খায়।
> — তিরমিজি

ব্যবসায় অসাধুতা ও উৎকোচের ব্যবহার অতিমাত্রায় বেড়ে যাবে ঃ

> প্রতারণা ও ঠগবাজি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে।
> — আল্লামা সাফারিনী ঃ আহ্ওয়াল ইয়ম আল্কিয়ামাহ
>
> উৎকোচকে বলা হবে উপহার এবং তা ন্যায়সঙ্গত বলে ধরা হবে।
> — আমাল আদ্দীন আল্কাযউইনি ঃ মুফীদ আল্উলুম ওয়া মুবিদ আল্হমুম

মহানবী খুন-খারাবীর সংখ্যা বৃদ্ধির কথা এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

> কেয়ামত আসবে না, যতদিন পর্যন্ত না খুন-খারাবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
> — বোখারী

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
Science and Technology

আমরা সবাই জানি যে মহানবীর জীবিতকাল ছিল ১৪ শতাব্দী পূর্বে। ঐতিহাসিক প্রমাণাদি সাক্ষ্য দেয় যে কোরআন নাযিলের সময়ে প্রযুক্তি বিদ্যায় আরব জাতি এতই অনগ্রসর ছিল যে, পৃথিবী বা মহাজগতের বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার যোগ্যতা তাদের ছিল না। এ কথা অনস্বীকার্য যে তৎকালীন অবস্থার সাথে আমাদের সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবধান দুস্তর। বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এসে এই ব্যবধান আরও বেড়ে চলেছে। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে কয়েক দশক আগে যেসব প্রযুক্তির নাম উচ্চারণও কঠিন কাজ ছিল, আজকে তারা আমাদের জীবনের নিত্য নৈমিত্তিকতা বনে গিয়েছে।

এহেন দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও সেই সপ্তম শতাব্দীতে মহানবী ভবিষ্যত সম্পর্কিত বহু সত্য উন্মোচন করেন। অতঃপর আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত সেসব হাদীসগুলো পর্যালোচনা করব। অচিরেই প্রতিভাত হবে যে ১৪ শতাব্দী পূর্বেকার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আজ সত্যের আকারে প্রকট হচ্ছে।

চিকিৎসা প্রযুক্তি
Medical Technology

দীর্ঘজীবন লাভ মানব মনের চিরন্তন বাসনা। এ সাধনায় মানুষ প্রচুর প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রাক-কেয়ামত কাল সম্বন্ধে মহানবী (সঃ) বলেন ঃ

> সে সময়ে..... মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পাবে।
>
> — ইবন হাজার হেথামী ঃ আল-কওল আল-মুখতাছার ফি আলামত আল-মাহদী আল-মুনতাজার

মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণীর পরে চৌদ্দ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। সংরক্ষিত দলিল দস্তাবেজ থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে উত্তরোত্তর মানুষের গড় আয়ু বেড়েই চলেছে। বিংশ শতাব্দীর শুরু ও শেষের মধ্যেও এই ব্যবধান সুস্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ১৯৯৫ সনে জন্ম নিয়েছে সে ১৯০০ সনে ভূমিষ্ঠ ব্যক্তির চেয়ে ৩৫ বছর বেশি বাঁচবে বলে আশা করা যায়।[২২]

অন্য একটি বিশিষ্ট উদাহরণ–অতীতে কেউ কালে-ভদ্রেই ১০০ বছর বাঁচত; কিন্তু এখন শতাধিক বর্ষীয়ানদের সংখ্যা প্রতুল।

জাতিসংঘের জাতিগত জনসংখ্যা বিভাগের গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বময় জন্ম-মৃত্যুর হার উচ্চমাত্রা থেকে ক্রমশঃ নিচে নেমে এসেছে। এর ফলশ্রুতিতে বর্ষীয়ান লোকদের সংখ্যা বেড়েছে। এত দ্রুত ও সর্বব্যাপী বৃদ্ধি পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে আর কখনও দেখা যায়নি।[২৩]

আয়ুষ্কালের এই আধিক্যের পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যুৎপত্তির ফলশ্রুতিতে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি ঘটেছে। অধিকন্তু, প্রজননবিদ্যার উন্নয়ন ও হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট-এর ক্রমোন্নতি জনস্বাস্থ্যের জন্য এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। এমন সব অভূতপূর্ব উৎকর্ষের কথা আগের যুগের মানুষ কল্পনাও করতে পারত না। এসব উন্নয়নের নিরীখে আমরা বলতে পারি যে মানুষ আজ হাদীসে বর্ণিত দীর্ঘ জীবনের দিনে পৌঁছেছে।

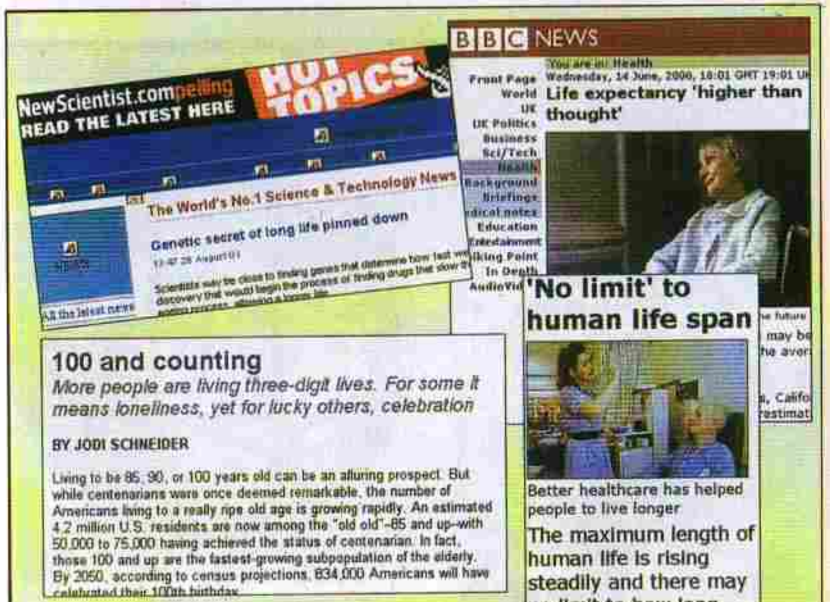

১৪০০ বছর পূর্বে মহানবী (সঃ) যেসব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আজ সেগুলো সংবাদ শিরোনামে ভূষিত হচ্ছে

http://www.eliasahmed.com

শিক্ষা
Education

পূর্বতন শতাব্দীগুলোর সাথে বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর একটি প্রকৃষ্ট ব্যবধান–সাক্ষরতার প্রসার। আগের দিনে লেখাপড়ার সামর্থ্য এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য সংরক্ষিত সুযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউনেসকো ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ধারাকে পরিবর্তনের জন্য পৃথিবীময় তৎপর হয়ে ওঠে। শিক্ষা বিস্তারের নানাবিধ উপাত্ত, আনুষঙ্গিক প্রকৌশল উদ্ভাবন এবং মানব হিতৈষী সুযোগ-সুবিধা তাদের সে প্রচেষ্টাকে ফলবতী করে তোলে। ইউনেস্কোর ১৯৯৭ সনের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী সাক্ষরতার হার ৭৭.৪%। বিগত চৌদ্দ শতাব্দীর মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ হার। হাদীস অনুযায়ী এ প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ)-এর অভিমত এরূপ ঃ

> সাক্ষরতা উন্নীত হবে–যখন কেয়ামত সন্নিকট হবে।
>
> — আহমদ নিয়া আল-দীন আল-কানুশখানাতী ঃ রানুজ আল-আহাদীস্

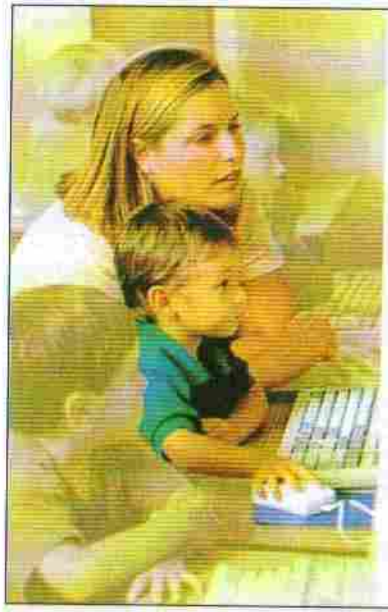

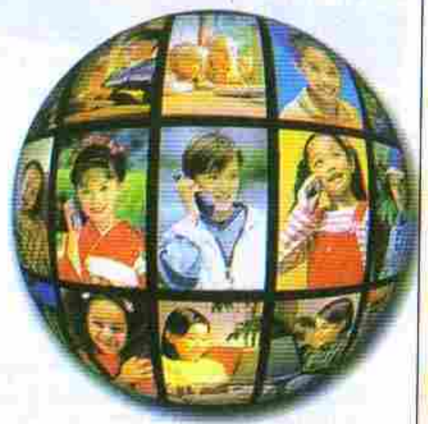

নব্য প্রযুক্তির সাহায্যে সম্পাদিত বিবিধ প্রকল্পের মাধ্যমে আজ সাক্ষরতার হার ৮০%-এ পৌঁছেছে

নির্মাণ প্রকৌশল
Construction and Technology

যে অগ্রসর প্রযুক্তির দিনে আমরা বাস করছি, তার অন্যতম স্বাক্ষর সুউচ্চ হর্ম্যাবলী। মহানবী এদের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

> শেষ বিচারের দিন আসবে না– যতদিন না সুউচ্চ হর্ম্যাবলী নির্মিত হয়।
>
> — আবু হোরায়রা বর্ণিত
>
> যতদিন না লোকেরা উঁচু উঁচু অট্টালিকা নির্মাণে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে, ততদিন পর্যন্ত শেষ সময় আসবে না।
>
> — বোখারী

আমাদের সমকালীন সুউচ্চ হর্ম্যাবলী নির্মাণ প্রযুক্তির উৎকর্ষের পরিচায়ক। চৌদ্দ শতাব্দী আগে মহানবী (সঃ) এদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন

স্থাপত্য-বিদ্যা ও প্রকৌশলের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা নির্মাণ শুরু হয়। প্রযুক্তির উৎকর্ষ, ইস্পাতের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং লিফট যন্ত্রের উদ্ভাবন ও প্রয়োগ–আকাশচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করে। গগণচুম্বী অট্টালিকা বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর স্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং আজকের দিনের সম্মান ও স্বীকৃতির দাবিদার। হাদীসের কথন সত্য বচনে পরিণত হয়েছেঃ লোকেরা উঁচু দালান গড়ার কাজে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে এবং বিভিন্ন জাতি উচ্চ থেকে উচ্চতর হর্ম্য রচনায় পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছে।

http://www.eliasahmed.com

যানবাহন প্রযুক্তি
Transportation Technology

ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকেই যে কোন জাতির বিত্ত, শক্তি ও যানবাহন ব্যবস্থার মধ্যে সরাসরি সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা গিয়েছে। যে সমাজ কার্যকর যানবাহন ব্যবস্থা স্থাপনে সক্ষম হয়েছে, তারা নিজেদের উন্নতি ত্বরান্বিত করতে পেরেছে।

শেষ সময়ে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মহানবী (সঃ) বলেন ঃ

কেয়ামতের আগমন হবে না যতদি'ন না সময় দ্রুত অতিক্রান্ত হয়।
— বোখারী

দূর-দূরান্ত অল্প সময়ে সফর করা হবে।
— আহমদ, মাসনদ

উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের অন্তর্নিহিত বার্তা বেশ কৌতূহলপূর্ণ। কেয়ামতের আগে নব নব উদ্ভাবিত যানবাহনের সহায়তায় অনেক দূর পথ অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করা যাবে। আমাদের সময়ে দ্রুতগামী বিমান, রেলগাড়ী ও অন্যবিধ শকটে আমরা এত দুস্তর পথ পাড়ি দিই, যা পার হতে আগের দিনে মাসের পর মাস লেগে যেত এবং সেসব সফরের তুলনায় আজকের ভ্রমণ কত না আরামপ্রদ ও নিরাপদ। হাদীসে বর্ণিত নিদর্শন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হচ্ছে।

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তি অতিশয় উৎকর্ষ লাভ করেছে। বিশেষ করে যানবাহনে স্থাপত্য এবং প্রকৌশল উদ্ভাবনায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে

কোরআনে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিভূ, উন্নত যানবাহনের বর্ণনা এরূপঃ

এবং আরোহণ ও জাঁকজমকের জন্য ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। তদুপরি তিনি এমন সব বস্তু সৃষ্টি করেছেন যাদের সম্বন্ধে তোমরা জান না।

— সূরা আন-নাহল ঃ ৮

এ স্থলে আমরা "সময় দ্রুত অতিক্রান্ত হবে"–এই উদ্ধৃত বাক্যাংশটির পর্যালোচনা করতে পারি। মহানবী যেমন বলেছেন, পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় শেষ সময়ে কাজকর্ম দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হবে। বস্তুতপক্ষে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি দ্রুতগতিতে কার্যসম্পাদন এবং অধিকতর সন্তোষজনক ফললাভের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্য একটি হাদীস এই সত্যকে আরও নিশ্চিত করেছে ঃ

সময় সঙ্কুচিত হবার আগে কেয়ামত আসবে না ঃ বছরকে মনে হবে মাসের মত, মাস হবে সপ্তাহের মত, সপ্তাহ দিনের মত, দিন ঘন্টার মত এবং ঘন্টাকে মনে হবে একটা স্ফুলিঙ্গের মত।

— তিরমিজি

কিছু প্রযুক্তি সম্ভূত যন্ত্রপাতি যাদের সাহায্যে স্বল্প সময়ে আজ বিবিধ কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে

আন্তর্জাতিক যোগাযোগের উদাহরণ নেয়া যাক। আগে যে কাজটি করতে কয়েক সপ্তাহ লাগতো, এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডে সে কাজ হচ্ছে। মরুপথে কারাভাঁ মারফতে যে মালামাল পৌঁছতে আগে মাসের পর মাস লেগে যেত, এখন তা বলতে গেলে চোখের পলকে পৌঁছে যাচ্ছে। কয়েক শতাব্দী আগে মাত্র একখানা বই লিখতে যে সময় লাগত, সে সময়ে এখন লক্ষ-কোটি বই প্রকাশিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন, খাদ্য প্রস্তুতকরণ, শিশুর পরিচর্যা এসব কাজে আগে কত কত সময় ব্যয় হত। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে এখন এগুলো অভ্যাসগত প্রাত্যহিকতার রূপ পেয়েছে।

এ ধরনের আরও বহু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সপ্তম শতাব্দীতে মহানবী (সঃ) যেসব নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন, আজ সেসব সত্যের রূপ পরিগ্রহ করে আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে।

শেষ সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার সম্বন্ধেও হাদীসে উল্লেখ আছে [ইবন মাসুদ (রা. আ.) বর্ণিত]। যানবাহন ব্যবস্থার যুগান্তকারী উন্নতির কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। অবস্থা এমন যে আজ পৃথিবীর প্রতিটি দেশ অন্যদেশের সাথে পরস্পর হিতৈষী বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

http://www.eliasahmed.com

http://www.eliasahmed.com

যোগাযোগ প্রযুক্তি
Communications Technology

মহানবী তার হাদীসের মাধ্যমে যেসব অপার রহস্যের কথা বলে গিয়েছেন, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা তার অন্যতম। তাঁর একটি বিশেষ চমকপ্রদ উক্তি ঃ

> শেষ সময় আসবে না– যতদিন না মানুষের চাবুকের অগ্রভাগ তার সাথে কথা বলবে।
> — তিরমিজি

হাদীসটি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করলে এর সত্য সহজেই প্রতিভাত হবে। আমরা জানি, প্রাচীনকাল থেকে আরোহিত জন্তুদের যেমন উট ও ঘোড়ার জন্য চাবুকের ব্যবহার চলে এসেছে। হাদীসটি নিরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মহানবী (সঃ) একটি সুন্দর তুলনার অবতারণা করেছেন।

কাউকে এ প্রশ্ন করা যাক ঃ কথা বলার কোন যন্ত্রটি চাবুকের আকৃতির সঙ্গে তুলনীয়? খুব সম্ভাব্য উত্তর হবে– কেন, সেল ফোন বা এমনিতরো কোন যোগাযোগ যন্ত্র।

বেতার যোগাযোগ যন্ত্রাবলী, যেমন সেল ফোন বা স্যাটেলাইট টেলিফোন, অত্যন্ত আধুনিক উদ্ভাবন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১৪০০ বছর আগে মহানবী (সঃ) তার ভবিষ্যজ্ঞানে এধরনের যন্ত্রাপাতির বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন।

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সঃ) যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষ সম্বন্ধে বলেন ঃ

> কেয়ামত আসবে না - যতদিন পর্যন্ত না কোন ব্যক্তির নিজের কণ্ঠস্বর তারই সাথে কথা বলে।
>
> — মুখতাছার তাযকীরাহ্ কুরতুবী

এ হাদীসের অন্তর্নিহিত বার্তাটি অত্যন্ত সরল; নিজের কণ্ঠস্বর নিজে শোনা কেয়ামতের আগমনের পূর্ব লক্ষণ। নিজের কণ্ঠস্বর নিজে শোনার জন্য এটা অবশ্যই জরুরী যে প্রথমে সে কণ্ঠস্বর রেকর্ড হতে হবে, যাতে পরে তা আবার শোনা যায়। রেকর্ডিং ও তার পুনরুৎপাদন নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীর অবদান। এই উন্নয়ন বিজ্ঞানের অগ্রগতির এক বিশেষ ক্রান্তিলগ্ন। মিডিয়া শিল্পের জন্মলগ্নও এটিই। স্বর রেকডিং-এর উৎকর্ষ এখন মধ্য গগণে; কম্প্যুটার ও লেজার প্রযুক্তির মাধ্যমে তা আরও ছড়িয়ে পড়ছে।

সংক্ষেপে, আজকের ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তিসমূহ, যেমন মাইক্রোফোন ও স্পীকার, কারো কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা এবং পুনর্বার তা শ্রবণ করা সম্ভব করেছে। হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

১৪০০ বছর আগে শব্দ রেকর্ডিংকে হাদীসের ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে এভাবেঃ 'একজনের নিজ কণ্ঠস্বর তার সাথে কথা বলছে।' এই উক্তির মাধ্যমে প্রযুক্তির পরাকাষ্ঠা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। উপরে আধুনিক প্রযুক্তির উৎকর্ষের অন্যতম স্মারক-মিউজিক সিস্টেম

গত কয়েক বছরে উদ্ভাবিত যোগাযোগ যন্ত্রপাতি আমাদেরকে এই ধারনা নিতে উদ্বুদ্ধ করে যে কেয়ামত সন্নিকটে

কিন্তু যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত হাদীস এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। আরও আকর্ষণীয় নিদর্শন আছে ঃ

> সেদিনের নিদর্শন ঃ আকাশ থেকে প্রসারিত হস্ত নেমে আসবে এবং লোকেরা তা দেখবে।
>
> — ইবনে হাজার হেথামী: আল-কওল আল-মুখতাছার ফি আলামাত আল-মাহদী আল-মুনতাজার
>
> সেদিনের লক্ষণ ঃ আকাশ থেকে প্রসারিত হস্ত এবং মানুষ স্তব্ধ হয়ে তা দেখবে।
>
> — আল্মুত্তাকী আল্হিন্দী ঃ আল্বুরহান ফি আলামাত আল্মাহদী আখীর আল্জামান

একথা সুস্পষ্ট যে উপরোক্ত হাদীসে উদ্ধৃত **"হস্ত"** শব্দটি অলংকারিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। **"মহাশূন্য থেকে একখানি হাত প্রসারিত হচ্ছে এবং লোকেরা তা' অবলোকন করছে"–**

পুরাকালের মানুষের কাছে এ ধরনের উক্তির হয়ত কোন তাৎপর্য ছিল না। কিন্তু বর্তমানকালের প্রযুক্তির আলোকে পর্যালোচনা করলে এ কথার ব্যাখ্যা একাধিকভাবে হতে পারে। টেলিভিশনের কথাই ধরা যাক, যা আজ আমাদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। টেলিভিশনের পর্দা, ক্যামেরা ও কম্প্যুটারের সংশ্লেষণে উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। **"হস্ত"** শব্দটি ক্ষমতা বা বৈদ্যুতিক শক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। আকাশ পথে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে ভেসে আসা ছবি। অর্থাৎ টেলিভিশনের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়ে থাকতে পারে।

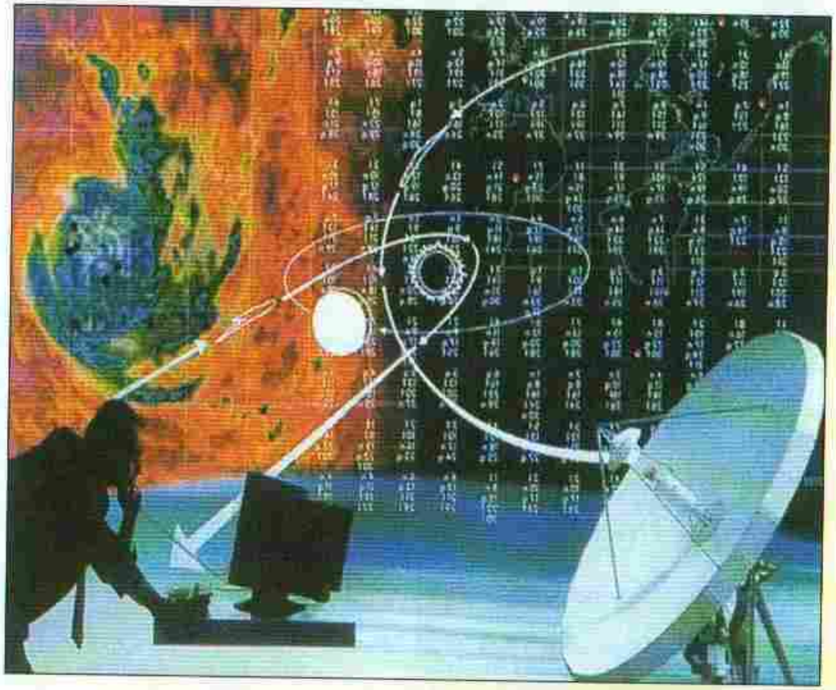

উপগ্রহের মাধ্যমে সব ধরনের বার্তা, শব্দ ও চিত্র নিমিষেই দূর-দূরান্তে প্রেরণ সম্ভব হচ্ছে। ১৪০০ বছর আগে মহানবী (সঃ) এই অসাধারণ সম্ভাবনার কথা ভবিষদ্বাণী করেছিলেন। কেয়ামতের সমীপ্যের এ-ও আর এক নিদর্শন

আনুসঙ্গিক অন্যান্য হাদীসের বর্ণনা-ও সবিশেষ রহস্যময় ও ঔৎসুক্য-সঞ্চারক ঃ

এক অজানা কণ্ঠ তার নাম ধরে ডাকবে... এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সব লোক তা শুনবে।

— ইবনু হাজার হেথামী ঃ আল-কওল আল-মুখতাছার ফি আলামত আল-মাহদী আল-মুনতাজার

সে আওয়াজ পৃথিবীময় ছড়িয়ে যাবে এবং প্রতিটি জনপদ নিজের নিজের ভাষায় তা শুনবে।

— আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী ঃ আল-বুরহান ফি আলামত আল-মাহদী আখির আল-জামান

রেওয়ায়েত হচ্ছে যে, গোটা পৃথিবীতে সে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রতিটি কওম নিজ নিজ ভাষায় তা শুনবে। স্পষ্টত, এখানে রেডিও, টেলিভিশন এধরনের সর্বজন প্রসারী যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১৪০০ বছর আগে মহানবী (সঃ) যে সম্ভাবনার কথা বলে গিয়েছেন, একশ বছর আগেও তা ছিল কল্পনার অতীত।

বদিউজ-জামান সাঈদ নূরসী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, বিস্ময়কর হলেও সত্য যে এই হাদীসগুলোতে রেডিও, টেলিভিশন ও অনুরূপ যোগাযোগ যন্ত্রপাতির কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

http://www.eliasahmed.com

নকল নবীদের আবির্ভাবের পর ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন

The Return of Isa (as) After The Emergence of False Prophets

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বিভিন্ন সময়ে নকল নবীদের আবির্ভাব হয়েছে। সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে, শঠতার মাধ্যমে এরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে তৎপর হয়েছে। হাদীসেও একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে কেয়ামতের আগে ভন্ড নবীরা আবির্ভূত হবে।

> কেয়ামত আসবে না - যতদিন পর্যন্ত না ত্রিশ জন প্রতারকের আবির্ভাব ঘটে, যারা নিজেদেরকে আল-াহ্‌র নবী বলে প্রচারণা চালাবে।
>
> — আবু দাউদ

এই হাদীসটি আমাদেরকে বর্তমানকালের ঘটনাবলীর কথা স্মরণ করায়। মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বিদ্যমান বিশ্বাসের - ঈসা (আ. সা.) -এর পুনরাগমন-সুযোগ নিয়ে একাধিক প্রতারক নবুয়ত দাবি করেছে এবং মানুষের ভোগান্তি সৃষ্টি করেছে।

বিজ্ঞানের মতে, ১৯৭০ সন থেকে এই তথাকথিত নবীদের প্রাদুর্ভাব শুরু হয় এবং উত্তরোত্তর তা বেড়েই চলেছে। এর মূল কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা দু'টি সত্য নির্ধারণ করেছেনঃ এক, কম্যুনিজম্-এর পতন এবং দুই, ইন্টারনেট পদ্ধতির সম্ভাব্যতা। বিষয়টির সহজতর অনুধাবনের জন্য নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো সাহায্যপ্রদ হবে ঃ

- টেক্সাসের ওয়াকো শহরের ব্রাঞ্চ ডেভিডিয়ান অঙ্গনে অগ্নিকান্ডের ফলে ডেভিড কোরেশ ও কমপক্ষে তার ৭৪ জন অনুসারীর প্রাণবিয়োগ হয়।[২৭]
- গত সপ্তাহে সুইজারল্যান্ডের দুই স্থানে ও কানাডার এক স্থানে জুরেট-এর ৫৩ জন শিষ্য ও তাদের শিশু সন্তানেরা মৃত্যুবরণ করে। দুই দেশের পুলিশ বাহিনীই নির্ণয় করার চেষ্টা করছে–এই ঘটনাগুলো কি গণহত্যা, না গণ-আত্মহত্যা, নাকি এই দু'য়ের সংমিশ্রন।[২৮]

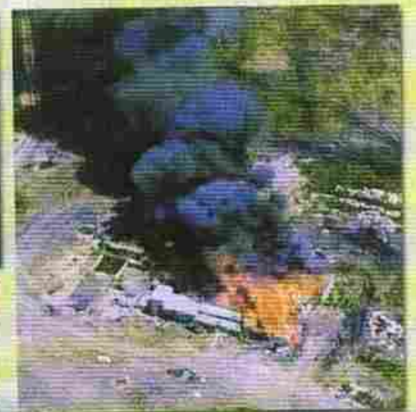

ভন্ডনবী ডেভিড কোরেশ ও তার বাসস্থানে আগুন (ডানে)

সারা বিশ্বে পরিচয়ার মুনী (Moonie) সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সান মিয়ুং (Sun Myung) এক অনুষ্ঠানে

তথাকথিত নবীদের অনুসরণ করে আত্মাহুতি দেয় হাজার হাজার মানুষ। উপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে উগান্ডায় একটি গণকবর, আর ডানের ছবিতে জিম জোনসের (Jim Jones) অনুসারীদের দেহাবশেষ

গণআত্মহত্যায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল তারা। আমাদের সমকালেও অনেক অনেক ভন্ড নবীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে মসীহ বলে ঘোষণা করে। এই যে একের পর এক আখেরী জামানার আলামতগুলি প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে চিন্তাশীল প্রতিটি মানুষের জন্য।

- ইউনিফিকেশন চার্চের প্রতিষ্ঠাতা সান মিউং মুন প্রচার করে যে সে-ই দ্বিতীয় আগমনে আগত ঈসা (আ.) এবং তার পরিবারই ইতিহাসের প্রথম খান্দানী পরিবার।... ইউনিফিকেশন চার্চ ১৯৫৪ সনে মুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।সে দাবি করে যে ১৯৩৬ সনে, তার ১৬ বছর বয়সকালে, উত্তর-পশ্চিম কোরিয়ার পার্বত্য সানুদেশে ঈসা (আ.) তার সামনে আবির্ভূত হন এবং তাকে এই সুসংবাদ দেন যে, আল্লাহ তাকেই (মুনকে) ধরাপৃষ্ঠে স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠার মহান কর্তব্যের জন্য মনোনীত করেছেন।[২৯]
- ধর্মান্ধতার বীভৎস প্রমাণ ... উগান্ডায় প্রায় এক হাজার শিষ্যের জীবনলীলা সাঙ্গ। আরও নতুন কবরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।
- আধুনিক ইতিহাসের জঘন্যতম এই গণ-আত্মহত্যার খবরে পুরো পৃথিবী শিউরে ওঠে। এক ধর্মগোষ্ঠীর নয় শতাধিক লোকের লাশ দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে একত্র সন্নিবেশিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এরা সকলেই ছিল সান ফ্রানসিসকোর পিপল্‌স্ টেম্পল চার্চের নেতা রেভারেন্‌ড্ জিম জোনসের অনুসারী।[৩১]

পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা ভন্ড নবীদের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

> আল্লাহর বিরুদ্ধে যারা মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তাদের চেয়ে অধিকতর অন্যায়কারী আর কে হতে পারে? তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে অথবা বলে, 'আমার প্রতি এটা নাযিল হয়েছে', যখন তার প্রতি কিছুই নাযিল হয়নি'। অথবা কেউ বলে,' আল্লাহ আমার প্রতি যা নাযিল করেছেন, আমি তাই প্রচার করব।' যদি তুমি এসব অন্যায়কারীদের মৃত্যুর কবলে দেখতে পেতে, যখন ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করবে এবং বলবে,

বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাপী মুন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সান মিউং (উপরে)

স্বঘোষিত ঈসা (আঃ) বা মুক্তিদাতাদের আজ্ঞানুবর্তিতায় হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করছে। উপরে, উগান্ডার একটি গণকবর। ডাইনে, জিম জোনসের অনুসারীরা, যারা গণ-আত্মহত্যা করেছে।

অধুনা বেশ কিছু ভন্ডনবীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে। একের পর এক, তারা সকলেই নিজেকে ঈসা (আঃ) বলে দাবি করছে। ক্রমান্বয়ে ঘটমান কেয়ামতের এই আলামতগুলো সকলের চিন্তার কারণ হওয়া উচিত।

> "আত্মসমর্পণ কর! আল-াহ সম্বন্ধে অসত্য বলার জন্য এবং তার নিদর্শন সম্পর্কে ঔদ্ধত্য প্রকাশ্যের জন্য আজ অবমাননাকর শাস্তি দিয়ে তোমাদের অপদস্ত করা হবে।"
>
> — সূরা আল-আনাম ঃ ৯৩

বাস্তবিকপক্ষে, এসব লোকেরা তাদের অলীক রটনার জন্য নিশ্চিতরূপে যথোচিত শাস্তি পাবে এবং নিঃসন্দেহে এমন একটা সময় আসবে যখন এসব কপট নবীরা অপসারিত হবে। মহানবী ঘোষণা দিয়েছেন, ভন্ড প্রতারকদের অপসাণের পরেই ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন ঘটবে।

ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে কোরআনের উদ্ধৃতির কথা আগেই বলা হয়েছে। মুসলমান ও খ্রিস্ট্রীয় সমাজ তার পুনরাগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। মহানবীর বেশ কয়েকটি হাদীসে ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইসলামী গবেষক শওকানী এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা ২৯ বলে উল্লেখ করেন এবং সন্নিবিষ্ট জ্ঞাতব্যসমূহকে নির্ভেজাল সত্য বলে দাবি করেন।

এই হাদীসসমূহের পথ ধরে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য আমাদের কাছে পৌছায় ঃ শেষ সময়ের দ্বিতীয় পর্যায়ে ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবং তা শেষ বিচার দিনের আগমনী ঘোষণা করবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ প্রণিধানযোগ্য ঃ

> যতদিন না তোমরা মরিয়মপুত্র ঈসার (আঃ) অবতরণ অবলোকন করবে, ততদিনে কেয়ামত আসবে না।
>
> — মুসলিম

> আমার আত্মা যার আয়ত্তাধীন সেই আল-াহর শপথ করে বলছি, মরিয়ম (আঃ)-এর পুত্র ঈসা (আঃ) শীঘ্রই একজন ন্যায়বান শাসক হিসেবে তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন।
>
> — বোখারী

> শেষ সময় আসবে না যতদিন পর্যন্ত না মরিয়ম (আঃ) পুত্র ঈসা (আঃ) একজন ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হিসেবে তোমাদের মাঝে অবতরণ করেন।
>
> — বোখারী

প্রত্যাবর্তনের পর ঈসা (আঃ) কী কার্যধারা অবলম্বন করবেন, সে প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ) বলেন ঃ

পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পর ঈসা (আঃ) তার মৃত্যু পর্যন্ত চল্লিশ বছর কাল গুজরান করবেন।

— আবু দাউদ

অবতরণের পর মরিয়ম (আঃ) পুত্র ঈসা (আঃ) আল্লাহর কেতাব ও আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণে চল্লিশ বছর রাজত্ব করে ইন্তেকাল করবেন।

— আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী ঃ আল-বুরহান ফি আলামত আল-মাহদী আখীর আল-যামান

মরিয়ম (আঃ) পুত্র ঈসা (আঃ) একজন ন্যায় বিচারক ও উপচিত শাসক হবেন; তিনি ক্রসচিহ্নকে ভেঙ্গে পুড়িয়ে ফেলবেন এবং শূকরকে হত্যা করবেন। ... কলসীতে রাখা পানির মত পৃথিবী শান্তিপূর্ণ হবে। সমস্ত পৃথিবী একই ধর্ম অনুসরণ করবে। আল্লাহ ছাড়া আর কারু উপাসনার প্রচলন থাকবে না।

— ইবনে মাজাহ

কেয়ামত আসবে না, যতদিন পর্যন্ত না মরিয়ম (আঃ) পুত্র ঈসা (আঃ) তোমাদের মাঝে একজন ন্যায়বান শাসক হিসেবে অবতীর্ণ হন। তিনি ক্রসচিহ্নকে ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর বধ করবেন ....

— বোখারী

সুতরাং ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পর ভুল তত্ত্বসমূহ, যেমন ত্রিত্ববাদ, ক্রস ও যাজকতন্ত্র লোপ পাবে; অবৈধ কার্যকলাপ, যেমন শূকরের মাংস ভক্ষণ বন্ধ হবে; খ্রিস্টীয় সমাজ বর্তমান ধর্মদ্রোহী অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং বিশ্বাসীরা কোরআনের আলোকে সত্য ধর্মের ছত্র-ছায়ায় তাদের জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

এ স্থলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন। কোরআন ও হাদীস অনুসারে, ঈসা (আঃ) যে কেয়ামতের আগে আবার দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজকাল কিছু মুসলমানদের

মধ্যে নিদর্শনসমূহকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা দেখা যায়; তারা ধারণা করেন যে, রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরে পরেই ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন ঘটবে। যারা এমন ধারা চিন্তা করেন, তাদের উচিত হবে প্রাসঙ্গিক আয়াত ও হাদীসসমূহকে সংস্কারমুক্ত মনে এবং যৌক্তিক নিষ্ঠার সাথে পর্যালোচনা করা। দ্বিতীয়ত, মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ নবী ঈসা (আঃ) যখন পুনরাগমন করবেন, তখন তিনি কোন নতুন ধর্ম নিয়ে আসবেন না; বরঞ্চ কোরআনের আলোকে রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মেরই অনুবর্তী হবেন।

বিশিষ্ট ইসলামী বিশেষজ্ঞ ইমাম রাব্বানী বলেন ঃ "ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর তরিকা অনুসরণ করবেন।"

— ইমাম-ই- রাব্বানী ঃ লেটারস্ অব রাব্বানী, ২য় খন্ড, পত্র নম্বর ৬৭

ইমাম নাওয়াভী বলেন, ".... তিনি ঈসা (আঃ) আসবেন এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর পথের অনুসারী হবেন।"

— আল-কওল আল-মুখতাছার ফি আলামত আল-মাহদী আল-মুনতাজার

এ প্রসঙ্গে কাজী আইয়াদ বলেন, "ঈসা (আঃ) ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী রাজত্ব করবেন এবং তার অনুবর্তীরা যে সকল আচরণ পরিত্যাগ করেছে, সেগুলোর পুনঃপ্রবর্তন করবেন।"

গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ইসলাম বিশারদ বদিউজ্জামান সাইদ নূরসী তার রিসাল-এ নূর কালেকশন গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু চমকপ্রদ সত্যের উন্মোচন করেন! তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী ঃ "শেষ সময়ে ঈসা (আঃ) সশরীরে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং প্রচলিত বিধর্মী, বস্তুকেন্দ্রিক, প্রকৃতিধর্মী মতবাদের বিরোধিতা ও খন্ডন করবেন। তার নেতৃত্বে খ্রিস্টীয় ও মুসলিম শক্তি সম্মিলিত হবে এবং শক্তিমদমত্ত ধর্মদ্রোহী শক্তিগুলো নিশ্চিহ্ন হবে। খ্রীস্টধর্ম ভ্রান্ত ধারণা, ধর্ম বিরোধী আচরণ ও অতিকথা থেকে পরিশুদ্ধ হবে এবং কোরআনের অনুশাসনের অনুবর্তী হবে।" বদিউজ্জামান বলেন যে এ ঘোষণা দেয়ার সময়ে মহানবী (সঃ) আল্লাহর ওহির ওপর নির্ভর করেছেন; সুতরাং ঘটনা পরম্পর এভাবে ঘটবেই।[৩২]

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুতর প্রশ্ন আমাদের মনে উঠতে পারেঃ ঈসা (আঃ)-কে চেনা যাবে কিভাবে? অতি অবশ্যই কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী নবীদের মধ্য পরিস্ফুট সকল চিহ্নই তার মাঝে মওজুদ থাকবে। অধিকন্তু, তিনি আরও একটি অতিরিক্ত নিদর্শন নিয়ে আসবেন। তার আগমনকালে এমন কেউই উপস্থিত থাকবে না যারা তাঁকে আগে দেখেছে। সুতরাং কেউই তার শারীরিক গঠন, চেহারা বা কণ্ঠস্বর থেকে তাঁকে চিনতে পারবে না। কেউ বলতে পারবে না যে, সে তাঁকে আগে থেকেই চিনে বা অমুক সময়ে অমুক জায়গায় তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর পরিবার বা আত্মীয়-

পরিজনদেরকেও কেউ চিনবে না। যারা তাঁকে চিনত, ২০০০ বছর আগে তাদের সকলেরই এন্তেকাল হয়েছে। মরিয়ম (আঃ), জাকারিয়া (আঃ), তাঁর শিষ্যরা- যারা তার সঙ্গে স্বল্প সময় কাটিয়েছেন এবং যাদের কাছে তিনি আল্লাহর ওহী প্রচার করেছেন, তারা সকলেই গত হয়েছেন। ঈসা (আঃ)-এর জন্ম, শৈশব, যৌবন বা প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থার কথা যারা জানত, তার দ্বিতীয় আগমনের সময়ে তারা কেউই থাকবে না; কেউই তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানবে না।

এ পুস্তকের প্রারম্ভেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আল্লাহর উচ্চারিত 'হয়ে যাও' আদেশের প্রতিপালনে বিনা পিতায় ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আসেন। স্পষ্টত, এত শতাব্দী পরে তার কোন জীবিত আত্মীয় থাকার কথা নয়। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ আদম (আঃ)-এর সঙ্গে ঈসা (আঃ)-এর তুলনা করেন ঃ

> **আল্লাহর দৃষ্টিতে ঈসা (আঃ) আদমেরই অনুরূপ। তাকে তিনি মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করলেন ও বললেন, 'হয়ে যাও!' এবং তিনি হয়ে গেলেন।**
>
> — সূরাহ্ আলে-ইমরান ঃ ৫৯

এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ বললেন 'হয়ে যাও', এবং আদম (আঃ) পয়দা হয়ে গেলেন। ঈসা (আঃ)-ও অনুরূপভাবে সেই একই আদেশে পয়দা হলেন। আদম (আঃ)-এর কোন পিতামাতা ছিল না; ঈসা (আঃ) একমাত্র মায়ের মাধ্যমেই দুনিয়ায় এলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার তিনি যখন ধরায় আসবেন, তখন তার মা বেঁচে থাকবেন না।

সুতরাং বিভিন্ন সময়ে ভন্ডনবীদর দ্বারা সৃষ্ট প্রমাদ সর্বাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে সক্ষম হবে না। ঈসা (আঃ) যখন পৃথিবীতে আসবেন, তখন তার প্রকৃত পরিচিতি সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না। কেউ কোন কারণ দেখিয়ে সন্দেহ করতে পারবে না যে, তিনিই ঈসান। একটি বিশেষ গুণ তাকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে রাখবে - সমস্ত বিশ্বের কোন ব্যক্তিই তাকে চিনতে পারবেন না এবং এই একই গুণটিই হবে তার পরিচিতির প্রকৃষ্টতম প্রমাণ।

পরিশেষে, উপস্থাপিত উপাত্তসমূহ ঈসা (আঃ)-এর আগমনী সংকেতে ও তার তৎকালীন কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা প্রদানে বিশেষ সহায়ক। সেই সৌভাগ্যশালী মহান ব্যক্তিত্বের কাঙ্খিত আগমনের জন্য আমাদের সর্বান্তকরণে প্রস্তুত থাকা উচিত।

http://www.eliasahmed.com

http://www.eliasahmed.com

স্বর্ণযুগ
The Golden Age

আল্লাহর রাসূল (সঃ) স্বর্ণযুগের বিভিন্ন বিশেষত্ব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। এগুলোই বিচারদিনের নিদর্শন। ইসলামী চিন্তাবিদদের প্রাঞ্জল বর্ণনায় এই সময়টিকে স্বর্ণযুগ বলা হয়। হাদীসের বিবরণ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, শেষ সময়ের দ্বিতীয় পর্যায়টিই স্বর্ণযুগ।

এই সময়কার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য - ধনদৌলতের প্রাচুর্য। সম্পদের আধিক্যকে স্বর্ণযুগের বিশেষ আকর্ষণ বলে হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

> **আমার অনুসারীরা এর আগে আর কখনো এমন সুখৈশ্বর্য ভোগ করেনি।**
>
> — ইবনে মাজাহ

> **আমার কওমের ভাল-মন্দ সবাই এত সম্পদশালী হবে, যা এর আগে আর কখনও হয়নি।**
>
> — আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী ঃ আল-বুরহান ফি আলামাত আল-মাহদী আখির আল-যামান

> **এ সময়ে পৃথিবীর সম্পদ উপচে পড়বে ....**
>
> — ইব্ন্ হাজার হেথামী ঃ আল-ক্বওল আল-মুখতাছার ফি আলামত আল মাহদী আল-মুনতাযার

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও কষ্টক্লেশ মিটে যাবে; কারোই কোন অভাব-অভিযোগ থাকবে না। এমনকি ভিক্ষা দেয়ার জন্যও কোন লোক পাওয়া যাবে না ঃ

> **দান খয়রাত কর। এমন একদিন আসবে যখন লোকেরা ভিক্ষা দেয়ার জন্য স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু ভিক্ষা নেয়ার লোক খুঁজে পাবে না।**
>
> — বোখারী

> **সম্পদ অঢেল হবে এবং পানির মত বয়ে বেড়াবে; কিন্তু তা তুলে নিতে কেউ উৎসাহী হবে না।**
>
> — আল-হাকিমী

রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁর হাদীসসমূহে ইর্শাদ করেছেন যে, আখেরী জামানা দুই পর্বে বিভক্ত হবে এবং দ্বিতীয় পর্বটিই হবে নজীরবিহীন ঐশ্বর্যশালী। এই পর্বের স্বর্গ প্রতিম বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্য ইসলামী পন্ডিতবর্গ একে অভিহিত করেছেন 'স্বর্ণযুগ' বলে

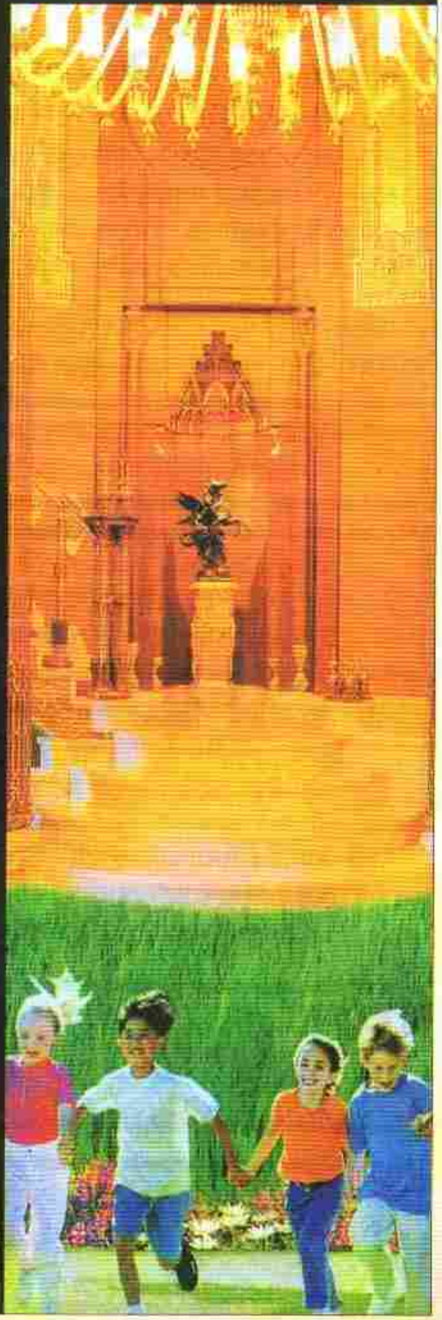

স্বর্ণযুগে সর্বস্থানে কোরআনের অনুশাসন সর্ব বরেণ্য হবে। কোরআনে বর্ণিত বেহেশতের অনুরূপ সর্বত্র প্রাচুর্য, প্রশান্তি, সম্পদ ও গৌরব বিরাজ করবে। হাদীসে বলা হয়েছে, এ সময়ে ভিক্ষা নেয়ার জন্য কোন দরিদ্র লোক পাওয়া যাবে না

স্বর্ণযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে−সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। দুশ্চিন্তা, সংঘাত ও অবিচারকে হটিয়ে দিয়ে আইন ও বিচারের শাসন বিরাজ করবে। হাদীস বলছে, "পৃথিবী হবে সুবিচারের আবাসস্থল, নির্বাসিত হবে অত্যাচার ও নৃশংসতা।"
— আহমদ দিয়া আল-দীন আল-কামুশখানাভী ঃ রামুয আল-আহাদীস

এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হবে অস্ত্রশস্ত্রের নীরবতা, বৈরীতার অবসান, সংঘাত ও অসদ্ভাবের অনুপস্থিতি, সর্বজাতির মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা। যুদ্ধ-বিগ্রহে অপচিত ধন-সম্পদ তখন খাদ্য, স্বাস্থ্য, প্রবৃদ্ধি, কৃষ্টি প্রভৃতি কার্যে বিশ্ব জনসমাজের হিতার্থে ব্যয়িত হবে।

আরেক হাদীসের মাধ্যমে মহানবী (সঃ) উল্লেখ করেছেন যে, শেষ সময় দুই ভাগে বিভক্ত হবে এবং শেষাংশে অভূতপূর্ব সম্পদের প্রাচুর্য হবে। এর স্বর্গীয় ভাবাবেগের জন্য ইসলামী বিশেষজ্ঞরা এই সময়কে স্বর্ণযুগ নাম দিয়েছেন।

সংক্ষেপে, স্বর্ণযুগ হবে প্রাচুর্য, জনহিত, শান্তি, সুখ, ঐশ্বর্য ও আয়াসের সময়। এ সময়ে চিকিৎসা শাস্ত্র, যোগাযোগ, উৎপাদন, যানবাহন ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন সব উৎকর্ষ সাধিত হবে যা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও হয়নি। বিশ্বমানব কোরআনের অনুশাসনের আলোকে জীবন পরিচালনা করবে।

স্বর্ণযুগের পরে
After the Golden Age

কোরআনে উদ্ধৃত পয়গম্বরদের কাহিনী অনুধাবন করলে আমরা একটি কালজয়ী আসমানী নিয়মের মুখোমুখী হইঃ যেসব সমাজ আল্লাহর নবীকে অস্বীকার করেছে এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে; পক্ষান্তরে, যারা হৃষ্টচিত্তে তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে অনুসরণ করেছে, তারা বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি লাভ করেছে। সব সত্য ধর্মেরই এই রীতি। পয়গম্বরদের তিরোধানের পরে কোন কোন সমাজ সত্য ধর্মকে পরিহার করে শিরকের পাপে জড়িয়ে পড়ে। সংঘাত ও হানাহানি শুরু হয়। বস্তুত এভাবে তারা নিজ হাতে তাদের নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে।

এই নিয়ম শেষ সময়েও কার্যকরী হবে। মহানবী (সঃ) বলে গিয়েছেন যে, স্বর্ণযুগের শেষে, ঈসা (আঃ)-এর ওফাতের পরে কেয়ামত আসবে ঃ

তাঁর (ঈসা) পরে শেষ বিচারের দিন কয়েক মুহূর্ত সময়ের ব্যবধান মাত্র।
— আহমদ দিয়া আল-দীন আল-কামুশখানাভীঃ রামুয আল-আহাদীস

তাঁর (ঈসা) পরেই শেষ বিচারের দিন আসবে।
— আহমদ দিয়া আল-দীন আল-কামুশখানাভীঃ রামুয আল-আহাদীস

নিশ্চয়ই শেষ সময়ে এবং স্বর্ণযুগে মনুষ্য সমাজকে শেষবারের মত সাবধান করা হবে। বেশ কিছু হাদীসে এই সত্য তুলে ধরা হয়েছে যে ঐ সময়ের পরে পৃথিবীতে ভাল কোন কিছুই থাকবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঈসা (আঃ)-এর তিরোধানের পরে পৃথিবীর মানুষ স্বর্ণযুগের প্রাচুর্যের প্রভাবে শঠতায় ডুবে গিয়েছে এবং সত্য ধর্মকে পরিত্যাগ করেছে। আমরা ধরে নিতে পারি যে, তেমনি অবস্থায় কেয়ামত আসবে; কিন্তু প্রকৃত সত্য একমাত্র আল্লাহই জানেন।

উপসংহার
Conclusion

নিশ্চিতরূপে, আল্লাহ সময় ও কালের উর্ধ্বে; কিন্তু মানুষ এই দুয়েতেই সীমাবদ্ধ। এই ভাস্বর সত্যের অর্থ এই যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবিচ্ছিন্ন। তাঁর দৃষ্টিতে আরম্ভ ও অবসান সমসাময়িক। সৃষ্টির শুরু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি জিনিসের সূক্ষ্মতম খুঁটিনাটি আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম ঘটনাসমূহ 'লোহ মাহফুজ' (পুস্তকের মাতা)-এ লিপিবদ্ধ আছে।

আল্লাহ নিয়ন্ত্রিত ভাগ্যলিপিতে প্রতিটি ঘটনার সূক্ষ্মতম বিবরণ, স্থান ও কাল অনুসারে ব্যবস্থিত। কোরআনে এই সত্যটি এভাবে বর্ণিত ঃ

> প্রতিটি যোগাযোগের নির্দিষ্ট সময় আছে। নিশ্চয়ই যথাসময়ে তোমরা তা জানতে পারবে।
>
> — সূরা আল-আন'আম ঃ ৬৭

এই 'সময়' এমনি যথাযথভাবে পূর্বনির্ধারিত যে "এক-একটি ঘন্টা-ও এগিয়ে আনা বা পিছিয়ে দেয়া যায় না।"

অবশ্য, শেষ দিন ও শেষ সময় কখন আসবে, তা আল্লাহর হিসেবে শেষ সেকেন্ড পর্যন্ত নির্ধারিত হয়ে আছে। বহু শতাব্দী ধরে আল্লাহর অনুগত বান্দারা গভীর উৎসাহ ও প্রত্যাশা নিয়ে শেষ দিনের নিদর্শনসমূহ অনুধাবন করে আসছে, যেন তারা নিজেদের ভাগ্যলিপিকেই অনুসরণ করছে। কোরআনে ও হাদীসে উদ্ধৃত নিদর্শনসমূহ অবলোকন করে তারা নিজেদেরকে শেষ সময়ের প্রথম অংশের অব্যবস্থা ও উদ্বিগ্নতার জন্য প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হয়েছে। অবশ্য স্বর্ণযুগে দিন যাপনের জন্য- ও তারা আশাবাদী হয়েছে।

আমাদের জীবৎকালেই কেয়ামতের বহু আলামত প্রকট হয়েছে। ইতিহাসের অমোঘ গতিতে অদ্যকার পৃথিবী একের পর এক এমনি বহু নিদর্শন অবলোকন করছে। মহানবীর (সঃ) ওফাতের পরে এগুলোই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এসব ঐশী লক্ষণসমূহকে দেখেও না দেখা বা উপেক্ষা অথবা অবজ্ঞা করা অনুচিত।

পৃথিবীর ইতিহাসে একবিংশ শতাব্দী এক নতুন যুগের গোড়াপত্তন করতে যাচ্ছে।

আল্লাহর অঙ্গীকারসমূহ ফলবেই ফলবে। কেউ এগুলো বদলাতে বা এদের ফলাফলকে প্রতিহত করতে পারে না। অন্যান্য সব ব্যাপারের মত, এ ব্যাপারেও সবচেয়ে উপচিত ও সুন্দর উক্তি কোরআনেই স্থান পেয়েছে ঃ

> বলঃ প্রশংসার মালিক আল-াহ। তিনিই তোমাকে তার নিদর্শন দেখাবেন এবং তুমি সেগুলো চিনবে।
>
> — সূরা আন-নামল ঃ ৯৩

টীকা

১. বদিউজ্জামান সাইদ নূরসী, রিসালে-ই-নূর কালেকশন, ওয়াউস্‌, টুয়েন্টি-ফোর ওয়ার্ড, থার্ড ব্রাঞ্চ, এইট্‌থ্‌ প্রিন্সিপল।

২. ফছলুল- মাকাল ফি রেফি ঈসা হাইয়েন ওয়া নুযুলিহি ওয়া কাতলিহিদ- দেক্কাল, পৃঃ ২০।

৩. নাসা, "প্রাইমারী মিশন একমপ্লিশ্‌ডঃ ১৯৬৯, সায়েন্টিফিক ওয়ার্ক বিগিন্‌স্‌", এইচ টি টি পিঃ/ ডব্লু ডব্লু ডব্লু. এইচ কিউ. নাসা. গভ/ অফিস/ পাও/ হিষ্টরী/ এস পি- ৪২১৪/সি এইচ ৯-৬. এইচ টি এম এল।

৪. বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী, রিসালে-ই-নূর কালেকশন, দি রেজ, ফোরটিনথ্‌ রে।

৫. এম. এনকার্টা এনসাইক্লোপিডিয়া ২০০০, "টেররিজম"

৬. ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপিডিয়া ২০০০, "দি ব্লাস্ট অব ওয়ার্লড ওয়ার দি সেকেন্ড"

৭. বিবিসি নিউজ অনলাইন, 'দি ফার্স্ট হর্সম্যানঃ এনভার্নমেন্টাল ডিসাস্‌টার", ডিসেম্বর ১৯৯৯, এইচ টি টি পিঃ/নিউজ. বিবিসি. কো. ইউকে/ হাই/ ইংলিশ/ এসসি আই ই/ টেক/ নিউসিড- ৫৬৩০০০/৫৬৩১২৭. এসটিএম।

৮. ন্যাশনাল ক্লাইমেটিক ডাটা সেন্টার, "বিলিয়ন ডলার ইউ এস ওয়েদার ডিসাস্‌টারস",

অক্টোবর ২০০৩, এইচ টি টি পিঃ/ ডব্লু ডব্লু ডব্লু. এন সি ডি সি.এন ও এ এ. গভ/ ০১/ রিপোর্টস/ বিলিয়ন্‌জ. এইচ টি এম এল।

৯. এনকার্টা এনসাইক্লোপিডিয়া ২০০০, "সেন্ট্রাল আমেরিকা"

১০. টাইম ফেব্রুয়ারি ৬, ১৯৯৫, "ইকনমিক আফটারশক"

১১. ইউ এস জিওলজিকাল সারভে ন্যাশনাল আর্থকোয়েক ইনফরমেশন সেন্টার "আর্থ কোয়েক ফ্যাক্টস এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্‌স্‌," ২০০০, এইচ টি টি পিঃ// ডব্লু ডব্লু ডব্লু. এন ই আই সি. সি আর. ইউ এস জি এম. গভ / এন ই আই এস/ ই কিউ এল আই এস টি এস / ই কিউ এস টি এ টি এস / বুলেটিন/ ১৯৯৯/ এস টি এ টি এস. এইচ টি এম এল

১২. ইউনিসেফ, "চিলড্রেন এন্ড পভার্টিঃ কি ফ্যাক্টস", ২০০০ (এইচ টি টি পিঃ/ ডব্লু ডব্লু ডব্লু. ইউনিসেফ/ অর্‌গ/ কোপেনহাগেন ৫/ ফ্যাক্টশীট্‌স্‌ এইচ টি এম)

১৩. ম্যানুফ্যাকচারিং ডিসেন্ট, "ওয়ার্লড্‌ স্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌- দি রিচ এন্ড দি পুওর," ১৯৯৯ এইচ টি টি পিঃ// ডব্লু ডব্লু ডব্লু. রিগ্যান. কম/ হটটপিকস. মেইন/ হটমাইক/ ডকুমেন্টস- ৮-১৩-১৯৯৯.৬ এইচ টি এম এল.

১৪. ইউনিসেফ, "চিলড্রেন এন্ড পভার্টিঃ কি ফ্যাক্টস্‌," ২০০০, এইচ টি টি পিঃ ডব্লু ডব্লু ডব্লু. ইউনিসেফ. অরগ/ কোপেন হেগেনড/ফ্যাক্টশীট্‌স্‌. এইচ টি এম।

১৫. ফাও, 'দি স্টেট অফ ফুড ইনসিকিউরিটি ইন দি ওয়ার্ল্ড," ২০০০, এইচ টি টি পিঃ ডব্লু ডব্লু ডব্লু. ফাও. অরগ / ফোকাস / ই / এস ও এফ ০০১-ই. এইচ টি এম.

১৬. হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৯৮, ইউনাইটেড নেশন্‌স্‌ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, নিউ ইয়র্ক, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ ডব্লু ডব্লু ডব্লু ওয়ান ওয়ার্লড অরগ/এন আই/ ইস্যু ৩১০/ ফ্যাক্টস্‌ এইচ টি এম.

১৭. ম্যানুফ্যাকচারিং ডিসেন্ট, "ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিস্টিক্‌স্‌-রিছ এন্ড পুওর," ১৯৯৯. এইচ টি টি পিঃ / ডব্লু ডব্লু ডব্লু. রিগ্যান. কম/ হট ট পিক্‌স্‌ মেইন/ হট মাইক/ ডকুমেন্ট- ৮.১৩-১৯৯৯. ৬.এইচ টি এম এল

১৮. ডব্লু এইচ ও, "ইয়ং পিপল্‌ এন্ড সেক্সুয়ালী ট্রান্সমিটেড ডিজিজেজ," ফ্যাক্ট শীট নং ১৮৬, ডিসেম্বর ১৯৯৭, এইচ টি টি পি ঃ // ডব্লু ডব্লু ডব্লু- ডব্লু এইচ ও. আইন এন টি/আই এন এফ-এফ এস/ই এন/ফ্যাক্ট ১৮৬ এইচ টি এম এল

১৯. ডব্লু এইচ ও, "রিপোর্ট অন দি গ্লোবাল এইচ আই ডি/ এ আই ডি এস এপিডেমিক," জুন ২০০০, এইচ টি টি পি / ডব্লু ডব্লু. ডব্লু. ইউ এন এইডস্‌ অরগ/ এপিডেমিক-আপডেট/ রিপোর্ট/ ই পি আই রিপোর্ট. এইচ টি এম # এ আই ডি এস

২০. প্রাগুক্ত

২১. ইউনাইটেড নেশন্‌স্‌ অফিস ফর ড্রাগ কন্ট্রোল এন্ড ক্রাইম প্রিভেনশন, গ্লোবাল রিপোর্ট অন ক্রাইম এন্ড জাস্টিস্‌ ১৯৯৯, এইচ টি টি পিঃ// ডব্লু ডব্লু ডব্লু. ইউ এন সি জে আই এন. আর্‌গ/ স্পেশাল/ গ্লোবাল রিপোর্ট. এইচ টি এম এল

http://www.eliasahmed.com

২২. এম এনকার্টা এন সাইক্লোপিডিয়া ২০০০, "এইজিং"

২৩. ইউনাইটেড নেশন্স্ পপুলেশন ডিভিশন, ডিপার্টমেন্ট অব ইকনমিক এন্ড সোশ্যাল এফেয়ার্স, দি এইজিং অব দি ওয়ার্ল্ডস্ পপুলেশন, ২০০০, এইচ টি টি পিঃ // ডব্লু ডব্লু.ডব্লু. ইউ এন. অর্‌গ/ই এস এ/এস ও সি ডি ই ভি/ এইজিং/ এ জি ই ডব্লু পি ও পি. এইচ টি এম

২৪. ইউনেসকো স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক, ১৯৯৭- ইকে-এল ই-এইচ টি টি পিঃ // ডব্লু ডব্লু ডব্লু. এডুকেশন এন আই সি.আই এন/ এইচ টি এম এল ডব্লু ই বি/ এ আর এইচ আর এন ই. এইচ টি এম

২৫. বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী, রিসালে-ই-নুর কালেকশন, দি রেজ, দি সেকেন্ড স্টেশন অব দি ফিফথ্ রে, সেভেনটিন্থ্ ম্যাটার (এইচ টি টি পিঃ // ডব্লু ডব্লু ডব্লু. এস ও জেদ এল ই আর. কম টি আর/ আর আই এস এন ইউ আর/ রেজ/ হোয়াইট/ আর ৫ সি. এইচ টি এম)

২৬. টাইম, এপ্রিল ৭, ১৯৯৭, "দি লিওর অব দি কাল্ট"

২৭. ব্রিটানিকা সিডি ২০০০ "ফ্রম ইয়ার ইন রিভিউ ১৯৯৩ঃ ক্রোনোলজি"

২৮. টাইম, অক্টোবর ১৭, ১৯৯৪, "ইন দি রেইন অব ফায়ার"

২৯. এই টি টি পিঃ // ডব্লু ডব্লু ডব্লু র‍্যাপিডনেট. কম/- জে বি ই এ আর ডি/ বি ডি এম/ এক্সপোজেজ/ মুন/ জেনেরাল এইচ টি এম

৩০. দি গার্ডিয়ান, মার্চ ২৯, ২০০০, "গ্রীম এভিডেন্স অব ওয়ারস্ট্ কাল্ট স্লটার"

৩১. সি এন এন, "জোন্স্ টাউন, ১৯৭৮", এইচ টি পিঃ // সি এন এন. কম/ স্পেশালস/ ১৯৯৯/ সেঞ্চুরী/ এপিজোডস্/০৮/ টাইম লাইনস/ হেড লাইনস/ ইনফোবক্সেজ/ জোনসটাউন এইচ টি এম এল

৩২. বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী, রিসালে-ই-নূর কালেকশন, লেটারস।

http://www.eliasahmed.com

তারা বলল, "তোমারই মহিমা ! তুমি আমাদের যা শিখিয়েছ,
তার বাইরে আমাদের কোন জ্ঞান নেই।
তুমিই সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী।"

— সূরা আল-বাকারাহ ঃ ৩২